সচিত্র সম্পূর্ণ কাশীদাসী

মহাভারত

অশ্বমেধপর্ব্ব।

নারায়ণং নমস্কৃত্য নরঞ্চৈব নরোত্তমম্।
দেবীং সরস্বতীং ব্যাসং ততো জয়মুদীরয়েৎ॥

যুধিষ্ঠিরের উদ্বেগ ও ব্যাসের উপদেশ।

জিজ্ঞাসেন জন্মেজয় কহ তপোধন।
কি কি কর্ম্ম করিলেন পিতামহগণ॥
মুনি বলে শুন তবে শ্রীজনমেজয়।
রাজ্যে রাজা হইলেন ধর্ম্মের তনয়॥
কিন্তু উপরোধে রাজ্য নিয়া যুধিষ্ঠির।
প্রজাগণ পালন করেন ধর্ম্মবীর॥
রামের পালনে যেন অযোধ্যার প্রজা।
সেইমত প্রজার পালক মহাতেজা॥
রাজ্যভোগ যুধিষ্ঠির না চাহেন মনে।
সদাই থাকেন ধর্ম্ম বিরস বদনে॥
ভীমার্জ্জুন সহদেব নকুল সুমতি।
লইয়া করেন যুক্তি ধর্ম্ম নরপতি॥
শুনহ অর্জ্জুন তুমি আমার বচন।
স্থির নহে চিত্ত মম কিসের কারণ॥
রাজ্য ধন দেখিয়া আমার নহে প্রীত।
সতত চঞ্চল চিত্ত সদা হয় ভীত॥
কি বুদ্ধি করিব আমি জিজ্ঞাসিব কায়।
সর্ব্বদা ব্যাকুল চিত্ত না দেখি উপায়॥
না হেরি নয়নে মোর কৃষ্ণ কালাচাঁদে।
চঞ্চল চকোর চিত্ত প্রাণ সদা কাঁদে॥
দ্বারকানগরে তিনি গেলেন সম্প্রতি।
কে আর করিবে দয়া পাণ্ডবের প্রতি॥
অতএব উঠে চিত্তে অনেক জঞ্জাল।
সর্ব্ব শূন্য দেখি সখে না হেরি গোপাল॥
অর্জ্জুন বলেন চিন্তা না কর রাজন।
আসিবেন কৃষ্ণ তুমি করিলে স্মরণ॥
যুধিষ্ঠির স্থির হইলেন সেই বোলে।
ব্যাসদেব তথা আইলেন হেনকালে॥
তাঁরে দেখি উঠিলেন ধর্ম্মের নন্দন।
ভূমিষ্ঠ হইয়া তাঁর বন্দেন চরণ॥
আশীর্ব্বাদ করিলেন রাজা যুধিষ্ঠিরে।
জানিয়া সকল তত্ত্ব জিজ্ঞাসেন তাঁরে।
কহ রাজা কি কারণে বিরস বদন।
তোমায় দেখিয়া মম বিচলিত মন॥
অকৌরবা পৃথিবী করিলে বাহুবলে।
তোমা সম রাজা নাহি এ মহীমণ্ডলে॥
অনুজ অর্জ্জুন তব ভীম মহাবলী।
আর তাহে সহায় আপনি বনমালী॥
তোমা বিষাদিত আমি দেখি কি কারণ।
কহ দেখি মনস্তাপ কিসের কারণ॥
এত যদি কহিলেন ব্যাস তপোধন।
বিনয়ে কহেন তবে ধর্ম্মের নন্দন॥

শুন মুনি আমারে না করিও প্রশংসা ।
বড়ই নিন্দিত আমি মন্দ মম দশা ॥
লোভের কারণে ধর্ম্মপথ পরিহরি ।
করিলাম অন্যায় যে কহিতে না পারি ॥
পিতামহ ভীষ্মেরে করিলাম সংহার ।
আমার সমান কোন পাপী আছে আর ॥
গুরু দ্রোণাচার্য্য তিনি হয়েন ব্রাহ্মণ ।
নাশ করিলাম তাঁরে শুন তপোধন ॥
সহোদর কর্ণবীরে অর্পিনু শমনে ।
বধিলাম শত ভ্রাতৃ সহ দুর্য্যোধনে ॥
আর যত সুহৃদ বান্ধবগণ ছিল ।
রাজ্যলোভে আমা হৈতে যমদ্বারে গেল ॥
অভিমন্যু দ্রৌপদীর পঞ্চপুত্রগণ ।
রাজ্য হেতু নাশিলাম শুন তপোধন ॥
এমন নিন্দিত কর্ম্ম কেহ নাহি করে ।
না বুঝিয়া মহামুনি প্রশংস আমারে ॥
ব্যাস বলিলেন শুন ধর্ম্মের নন্দন ।
শুনিলাম আমি যত তোমার কথন ॥
জ্ঞাতি গুরু ভ্রাতৃ বন্ধু মারিয়াছ তুমি ।
কিন্তু ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম শুন নৃপমণি ॥
ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য আর শূদ্র জাতি ।
এ সব ব্রহ্মার দেহে হৈল উৎপত্তি ॥
যথাযোগ্য ধর্ম্ম নিয়োজিল চারিজনে ।
সংগ্রাম ক্ষত্রিয় ধর্ম্ম লিখিত পুরাণে ॥
তুমি বল নিন্দা কর্ম্ম করিলাম আমি ।
কিন্তু ইহা স্মরণেতে মুক্ত হয় প্রাণী ॥
যুধিষ্ঠির পুনশ্চ কহেন মতিমান্ ।
শুন প্রভু ক্ষত্রধর্ম্ম কহিলা প্রমাণ ॥
জ্ঞাতিবধ পাপে মম কাঁদিতেছে প্রাণ ।
কি করিব কহ মুনি ইহার বিধান ॥
কি কর্ম্ম করিলে পাপ যাইবেক দূরে ।
অনুকূল হ'য়ে মুনি কহিবে আমারে ॥
কোন্ মন্ত্র জপিব করিব কোন্ ধ্যান ।
কোন্ যজ্ঞ করি কহ মুনি মতিমান্ ॥
দ্রোণ জিজ্ঞাসিল করি আমাতে বিশ্বাস ।
শুন মুনি তাঁরে আমি কহি মিথ্যা ভাষ ॥
কিমতে এ সব পাপে পাব পরিত্রাণ ।
এ নহে ক্ষত্রিয় ধর্ম্ম শুন মতিমান্ ॥
ব্যাস বলিলেন রাজা দুঃখ ভাব কেনে ।
ক্ষত্রিয় প্রধান ধর্ম্ম বিদিত পুরাণে ॥
যুধিষ্ঠির বলিলেন শুন মহাশয় ।
পুণ্যকর্ম্ম ব্যতিরেকে পাপ নহে ক্ষয় ॥
জ্ঞাতিবধে পাপভয় হয় নিরন্তর ।
কি উপায় করিব বলহ মুনিবর ॥
তবে ব্যাস কহিলেন শুনহ রাজন্ ।
অশ্বমেধ যজ্ঞ কর ধর্ম্মের নন্দন ॥
অশ্বমেধ যজ্ঞে হয় পাপের বিনাশ ।
মন দিয়া শুন রাজা কহি ইতিহাস ॥
মহাবীর ছিল জমদগ্নির কুমার ।
নিঃক্ষত্রা করিল ক্ষিতি তিন সপ্তবার ॥
পিতার আজ্ঞায় তেঁই বধিল জননী ।
বনপর্ব্বে সেই কথা শুনিয়াছ তুমি ॥
অশ্বমেধ যজ্ঞে তাঁর পাপ গেল দূরে ।
এ সব শাস্ত্রের কথা কহি যে তোমারে ॥
ত্রেতাযুগে প্রভু হইলেন অবতার ।
আপনি শ্রীরাম দশরথের কুমার ॥
পালিতে পিতার সত্য চলিলেন বনে ।
বনে ভ্রমিলেন সতা লক্ষ্মণের সনে ॥
আদ্যোপান্ত রামায়ণ শুনিয়াছ তুমি ।
অশ্বমেধ করিলেন শ্রীরাম আপনি ॥
আর অশ্বমেধ করিলেন পুরন্দর ।
ব্রহ্মবধ পাপে মুক্ত তাঁর কলেবর ॥
তুমিও করহ রাজা অশ্বমেধ ক্রতু ।
জ্ঞাতিবধ মহাপাপ এড়াবার হেতু ॥
এত যদি কহিলেন ব্যাস তপোধন ।
যোড়হস্তে বলিলেন ধর্ম্মের নন্দন ॥
অশ্বমেধে পাপ দূর কহিলা আপনি ।
যজ্ঞ কৈল যত জন শুনিলাম আমি ॥
তা সবার সম নহে আমার ক্ষমতা ।
শুন মহামুনি ইহা না হয় সর্ব্বথা ॥
নির্দ্ধন নৃপতি আমি নাহি এত ধন ।
কিমতে হইবে মুনি যজ্ঞ সমাপন ॥

দুর্য্যোধন বিবাদেতে অর্থ হৈল ক্ষয়।
কিমতে হইবে যজ্ঞ মুনি মহাশয়॥
অশ্বমেধ হবে হেন না দেখি উপায়।
বিবরিয়া মহামুনি কহিবা আমায়॥
ফলহীন বৃক্ষ যেন ত্যজে পক্ষিগণ।
অর্থহীন পুরুষেরে ছাড়ে সর্ব্বজন॥
ধনহীন পুরুষের ধর্ম্ম নাহি হয়।
ধন হৈতে ধর্ম্ম হয় মুনিগণ কয়॥
হেন ধন নাহি মম কিসে হবে যজ্ঞ।
কিমতে তরিব পাপে কহ মহাবিজ্ঞ॥
ব্যাস বলিলেন শুন ধর্ম্মের নন্দন।
কার্য্যে কর্ম্মে বদ্ধ হৈলে ধনে প্রয়োজন॥
তবে ধনে ধর্ম্ম হয় ইথে নাহি আন।
শুন রাজা কহি তোমা ধনের সন্ধান॥
মরুত নামেতে এক ছিল নরবর।
তার যজ্ঞ কথা কহি তোমার গোচর॥
অশ্বমেধ করিল মরুত নরপতি।
অদ্যাপি তাঁহার যশ ঘোষে বসুমতী॥
বিংশতি সহস্র বিপ্রে যজ্ঞেতে বরিল।
সুবর্ণ আসন সব দ্বিজগণে দিল॥
স্বর্ণ বাটি স্বর্ণ থালা স্বর্ণময় ঝারি।
কাঞ্চন নির্ম্মাণ পাত্রে অন্নজল পূরি॥
হেনমতে মরুত ব্রাহ্মণ সেবা করে।
প্রত্যহ নূতন পাত্র দিল দ্বিজবরে॥
হেনমতে যজ্ঞ কৈল শতেক বৎসর।
মরুত সমান ধনী নাহি নৃপবর॥
বহু ধন নিতে না পারিয়া দ্বিজগণ।
হিমালয় পার্শ্বেতে রাখিল সর্ব্বধন॥
তথা হৈতে সেই ধন আনহ সত্বর।
অশ্বমেধ হইবেক শুন নৃপবর॥
ব্যাসের বচন শুনি ধর্ম্মের নন্দন।
যোড়হস্ত করিয়া করিল নিবেদন॥
শুন মহাশয় আমি যজ্ঞ না করিব।
সে ধন ব্রহ্মস্ব, আমি কেমনে আনিব॥
পাপ বিনাশিতে চাহি যজ্ঞ করিবারে।
আনিতে বিপ্রের ধন বল কি প্রকারে॥
শুন মহামতি মম যজ্ঞে নাহি কায।
শুনিলে হাসিবে সব নৃপতি-সমাজ॥
ব্রহ্মস্বতে বংশ রক্ষা হইবে কেমনে।
কিমতে সে দ্রব্য আমি করিব গ্রহণে॥
হাসিয়া বলেন ব্যাস শুনহ রাজন।
দোষ নাহি নৃপতি আনিতে সেই ধন॥
সে ধন ব্রাহ্মণগণ করিলেন ত্যাগ।
ইথে দোষ না পরশে শুন মহাভাগ॥
ভয় না করিহ তুমি ধর্ম্মের তনয়।
অগ্নি জল পৃথিবী, এ ধন কার' নয়॥
শত শত রাজা পূর্ব্বে পৃথিবীতে ছিল।
অনন্তরে কত কত আরো রাজা হৈল॥
বাহুবলে পৃথিবীর করিল পালন।
নানা যজ্ঞ করিলেক পেয়ে নানা ধন॥
সেই ধন জল অগ্নি হ্রাস নাহি হয়।
ইথে কেন কর ভয় ধর্ম্মের তনয়॥
পূর্ব্বেতে দেবতাসুর ছিল দুই ভাই।
এ ধন ধরণী যত অসুরেতে পাই॥
তবে দেব, অসুরে মারিল বাহুবলে।
এই ধন নিতে আজ্ঞা কৈল কুতূহলে॥
সাবর্ণি নামেতে হৈল সূর্য্যের নন্দন।
পৃথিবী পাইল রাজা তপের কারণ॥
বশ করি বসুমতী পালিলেক প্রজা।
হেনমতে সূর্য্যবংশে হৈল কত রাজা॥
তা সবার দান যজ্ঞ বিদিত সংসারে।
এ সব তপের তেজ জানাই তোমারে॥
হরিশ্চন্দ্র মহারাজ খ্যাত ত্রিভুবনে।
সকল পৃথিবী দান দিলেন ব্রাহ্মণে॥
ব্রহ্মস্ব হইল তবে যেই বসুমতী।
তবে কেন লইবেক ক্ষত্র নরপতি॥
ব্রহ্মস্ব বলিয়া তার ভয় নাহি ছিল।
প্রজার পালনে ধর্ম্ম কর্ম্ম যে করিল॥
তবে বিরোচন সুত বলি হৈল রাজা।
ব্রাহ্মণেরে সপ্তদ্বীপ দিয়া করে পূজা॥
আপনি পাতালে গেল না পাইয়া স্থান।
তুষ্ট দেখি তারে বিড়ম্বিল ভগবান॥

তবে যমদগ্নিসুত ভৃগু-বংশপতি ।
শুনেছ তাঁহার কথা ধৰ্ম্ম নরপতি ॥
পৃথিবী জিনিয়া তিনি আনন্দিত মনে ।
পৃথিবী দিলেন দান মরীচি-নন্দনে ॥
কশ্যপ পাইল তবে সব বসুমতী ।
আপন নন্দনে দিল করিয়া পীরিতি ॥
ধন ধরা অগ্নি জল ইহা কারো নয় ।
শুন যুধিষ্ঠির রাজা শাস্ত্রে হেন কয় ॥
পৃথিবী পালিয়া তার হয় নানা ধন ।
ভয় না করিহ তুমি ধর্ম্মের নন্দন ॥
সে ধন আনিয়া রাজা যজ্ঞ কর সুখে ।
ইথে দোষ নাহি আমি কহিনু তোমাকে ॥
আনন্দ পাইয়া রাজা ব্যাসের বচনে ।
পুনরপি জিজ্ঞাসেন আনন্দিত মনে ॥
হইল ধনের তত্ত্ব শুন মহামুনি ।
যজ্ঞ হেতু অশ্ববর কোথা পাব শুনি ॥
মুনি বলে অশ্ব আছে যুবনাশ্বপুরে ।
আনিতে করহ যত্ন সেই অশ্ববরে ॥
যজ্ঞ হেতু অশ্ব পালিতেছে নরপতি ।
শত কোটি সেনা আছে তাহার সংহতি ॥
যতনে পালয়ে অশ্ব যজ্ঞ নাহি করে ।
সেই ঘোড়া আন রাজা জানাই তোমারে ॥
পরাজিয়া যুবনাশ্বে হয় আন তুমি ।
তবে যজ্ঞ সিদ্ধি হবে কহিলাম আমি ॥
যুধিষ্ঠির বলিলেন শুন দিয়া মন ।
হয় হেতু হবে সে রাজার সঙ্গে রণ ॥
কে আর করিবে যুদ্ধ নৃপতির সাথে ।
মহারাজ যুবনাশ্ব খ্যাত পৃথিবীতে ॥
ব্যাস বলিলেন রাজা চিন্তা কর কেনে ।
হয় আনিবারে আজ্ঞা কর ভীমসেনে ॥
বক হিড়িম্বক আর কিৰ্ম্মীর দুর্ব্বার ।
কৈলাস মৰ্দ্দিয়া কৈল যক্ষের সংহার ॥
কীচকে মারিল বীর বিরাটনরে ।
শত ভাই দুর্য্যোধনে বধিল সমরে ॥
ভীম হৈতে হবে তোমা সিদ্ধ প্রয়োজন ।
ভীম আনিবেক ঘোড়া করিয়া যতন ॥
আমি জানি ভীমের অসাধ্য নহে কৰ্ম্ম ।
হয় হেতু চিন্তা না করিহ তুমি ধৰ্ম্ম ॥
যুধিষ্ঠির বলেন করহ অবধান ।
বড় দুঃখী আছে ভীম করিয়া সংগ্রাম ॥
জর্জ্জর ভীমের দেহ কৌরবের বাণে ।
তুরঙ্গ আনিতে তারে কহিব কেমনে ॥
বৃষকেতু মেঘবর্ণ দুই ত বালক ।
বিশেষ বাপের শোকে দহিছে পাবক ॥
কিমতে বলিব তারে তুরঙ্গ আনিতে ।
শুন মহামুনি বড় ভয় পাই চিতে ॥
এত যদি বলিলেন ধৰ্ম্ম নৃপবর ।
তাহা শুনি আনন্দিত বীর বৃকোদর ॥
ভীম বলে মহারাজ করহ শ্রবণ ।
তুরগ আনিতে কহিলেন তপোধন ॥
আনিব তুরগ আমি এ নহে আশ্চর্য্য ।
পরাজিব যুবনাশ্বে কত বড় কাৰ্য্য ॥
ধন আনিবারে তুমি পাঠাও অর্জ্জুনে ।
আমি আনি গিয়া অশ্ব জিনিয়া রাজনে ॥
একেশ্বর যাব আমি ভদ্রাবতীপুরে ।
আনিব যজ্ঞের অশ্ব জিনিয়া রাজারে ॥
সবান্ধবে রাজারে পাঠাব যমঘরে ।
অবশ্য আনিব ঘোড়া কারে ভীম ডরে ॥
ইহা ভিন্ন আর নাহি আমার বিশ্রাম ।
শতেক বৎসর পারি করিতে সংগ্রাম ॥
কহিলেন যুধিষ্ঠির ভীমের বচনে ।
একাকী দুর্গমে তুমি যাইবে কেমনে ॥
বৃষকেতু বদন চাহেন যুধিষ্ঠির ।
রাজার ইঙ্গিতে তার পুলক শরীর ॥
যোড়হাতে কহিলেক ধর্ম্মের গোচরে ।
ভীম সঙ্গে যাই আমি আজ্ঞা দেহ মোরে ॥
যুধিষ্ঠির বলেন শুনহ প্রিয়তর ।
আছিল তোমার পিতা মহা ধনুর্দ্ধর ॥
অর্জ্জুন বধিল তারে করিয়া বিক্রম ।
তার বধে আমি পাইয়াছি মনোভ্রম ॥
পরিচয় নাহি ছিল কর্ণের সংহতি ।
সবাই বলিল তারে রাধার সন্ততি ॥

সূতপুত্র বলি তারে বলে সর্ব্বজনে।
না চিনিয়া সহোদর বধিলাম রণে॥
বিনাশিল কর্ণবীরে অর্জ্জুন দুর্জ্জয়।
চাহিতে তোমার মুখ মনে পাই ভয়॥
বৃষকেতু বলে শুন পাণ্ডুর ঈশ্বর।
ক্ষত্রিয়প্রধান ধর্ম্ম করিতে সমর॥
বিপক্ষ হইল পিতা ত্যজি সহোদর।
কৌরব সহিত কৈল মন্ত্রণা বিস্তর॥
দ্রৌপদীরে উপহাসি হিংসিল তোমারে।
সেই পাপে মম পিতা গেল যমঘরে॥
আজ্ঞা দেহ যাব আমি খুড়ার সংহতি।
আনিব যজ্ঞের ঘোড়া শুন নরপতি॥
বৃষকেতু কথা শুনি ভীম হরষিত।
আলিঙ্গন দিল তবে মনের বাঞ্ছিত॥
তবে ঘটোৎকচ সুত মেঘবর্ণ নাম।
যুধিষ্ঠির অগ্রে কহে করিয়া প্রণাম॥
যদি আজ্ঞা কর তুমি ধর্ম্ম নরপতি।
পিতামহ সঙ্গে যাব পুরী ভদ্রাবতী॥
আনিব তুরঙ্গ আমি শুনহ রাজন।
অন্তরীক্ষে গতি মম ধর্ম্মের নন্দন॥
বুঝিতে আমার মায়া অমর না পারে।
আনিব তুরঙ্গ আমি হস্তিনানগরে॥
বৃষকেতু পিতামহে করিবে সমর।
ঘোড়াকে আনিব আমি শুন নরবর॥
এত যদি মেঘবর্ণ বলিল বচন।
অনুমতি করিলেন ধর্ম্মের নন্দন॥
যাও পুত্র ঘোড়ারে আনহ বাহুবলে।
মম আশীর্ব্বাদে ঘোড়া আনিবে কুশলে॥
তিনজন মিলিয়া করিবে মহারণ।
তবে সে জিনিবে তারে শুনহ নন্দন॥
সাজিলেন তিন বীর তুরঙ্গ আনিতে।
ব্যাস কহিলেন কথা রাজার সাক্ষাতে॥
অর্জ্জুনে পাঠাও রাজা আনিবারে ধন।
তবে সে কহিব আমি যজ্ঞ বিবরণ॥
মুনি বাক্যে অর্জ্জুনে কহেন নরপতি।
আজ্ঞা পেয়ে পার্থ রথে যান শীঘ্রগতি॥
হিমালয় পার্শ্বে যান পাণ্ডুর নন্দন।
রথেতে তুলিয়া আনিলেন সব ধন॥
ধন দেখি যুধিষ্ঠির সানন্দ বিস্তর।
জিজ্ঞাসা করেন পুনঃ মুনির গোচর॥
আদ্যোপান্ত যজ্ঞ কথা জানাও আমারে।
স্থির নহে চিত্ত মম, কহিনু তোমারে॥
যজ্ঞ বিবরণ রাজা কহি যে তোমারে।
আদ্যোপান্ত অন্ন জল দিবে সবাকারে॥
বিংশতি সহস্র বিপ্রে যজ্ঞেতে বরিবে।
নানা আভরণ দিয়া সবারে তুষিবে॥
লক্ষ কুম্ভ ঘৃত নিত্য ঢালিবে আগুনে।
করিবে দেবতা পূজা কুসুম চন্দনে॥
পাঁচ কুম্ভ ঘৃত এক ব্রাহ্মণে ঢালিবে।
হেনমতে লক্ষ কুম্ভ প্রতি দন দিবে॥
ঘোড়ার লক্ষণ শুন ধর্ম্ম নরপতি।
চন্দ্রিমা জিনিয়া ঘোড়া দেহের মুরতি॥
পীতপুচ্ছ শ্যামবর্ণ অশ্ব মনোহর।
সর্ব্ব সুলক্ষণ হয় শুন নরবর॥
ভূষিত করিবে ঘোড়া দিয়া আভরণ।
আপনার নাম তাহে করিবে লিখন॥
জয়পত্র অশ্বভালে করিয়া বন্ধন।
আপনার নাম তাহে করিবে লিখন॥
তাহাতে লিখিবে পত্র যেই ঘোড়া ধরে।
নিজ বাহুবলে আমি জিনিব তাহারে॥
তুরঙ্গ ছাড়িয়া মধু পূর্ণিমা দিবসে।
পৃথিবী ভ্রমিবে ঘোড়া মনের হরিষে॥
আপনি থাকিবে যজ্ঞে তুমি হ'য়ে ব্রতী।
অসিপত্র ব্রত আচরিবে মহামতি॥
যুধিষ্ঠির বলেন যে করি নিবেদন।
অসিপত্র ব্রতের বলহ বিবরণ॥
অসিপত্র ব্রত সেই কেমন প্রকারে।
কি নিয়মে থাকে তাহা বলহ আমারে॥
ব্যাস বলিলেন রাজা কর অবগতি।
অসিপত্র ব্রত কথা শুন নরপতি॥
যাবৎ না আসে ঘোড়া নিবৃত্ত হইয়া।
থাকিবে সে একাসনে দ্রৌপদী লইয়া॥

তার মাঝে খড়্গ এক থোবে নরপতি।
কদাচিত অন্য মত না করিবে তথি ॥
মদন আবেশে যদি মজে তার মন।
সেই খড়্গে কাটিয়া ফেলিবে সেইক্ষণ ॥
সেই ব্রত কর রাজা আমার বচনে।
তোমা বিনা করিতে নারিবে অন্যজনে ॥
শুনিয়া কহেন রাজা ধর্ম্মের নন্দন।
আচরিতে না পারিল সহস্রলোচন ॥
হেন ব্রত আচরিব আমি কোন্ মতে।
শুন মহামুনি বড় ভয় পাই চিতে ॥
ব্যাস কন তোমার সহায় নারায়ণ।
তোমার অসাধ্য ইহা নহেত রাজন্ ॥
এত বলি ব্যাস চলিলেন নিকেতনে।
কৃষ্ণেরে করেন স্তব রাজা দৃঢ়মনে ॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান ॥

অশ্ব আনিতে ভীম, বৃষকেতু ও মেঘবর্ণের যাত্রা।

জন্মেজয় কহিলেন কহ মহামুনি।
অপূর্ব্ব প্রস্তাব আমি তোমা হৈতে শুনি ॥
কেমনে আনিল অশ্ব বীর বৃকোদর।
বিবরিয়া সেই কথা বল মুনিবর ॥
বলেন বৈশম্পায়ন শুন জন্মেজয়।
ভীম আনিবারে গেল পাণ্ডবের হয় ॥
বৃষকেতু মেঘবর্ণ করিয়া সংহতি।
গোবর্দ্ধন গিরিবরে গেল শীঘ্রগতি ॥
পর্ব্বতে বসিয়া বীর হরষিত হৈয়া।
দেখিল রাজার পুরী দূরেতে থাকিয়া ॥
সুবর্ণরচিত পুরী মণি মুক্তাময়।
পুরী দরশনে ভীম মানিল বিস্ময় ॥
রক্ষক সকলে দেখি নানা অস্ত্র হাতে।
অগম্য রাজার পুরী যাইব কিমতে ॥
ভীমের বচন শুনি কর্ণের নন্দন।
যোড়হাতে ভীমেরে করেন নিবেদন ॥
রাজাবাড়ী মনোহর অতি অনুপম।
অমর নগর জিনি পুরীর সুঠাম ॥
প্রবেশিতে না পারিব যুবনাশ্বপুরে।
আসিবে যজ্ঞের ঘোড়া এই সরোবরে ॥
আসিবে অনেক সৈন্য ঘোড়ার সংহতি।
ধরিয়া লইব ঘোড়া করিয়া শকতি ॥
বৃষকেতু বলে আমি করিব সমর।
আমা নিবারিতে নাহি হেন আছে নর ॥
তবে মেঘবর্ণ বলে শুন পিতামহ।
ধরিয়া আনিব ঘোড়া যদি আজ্ঞা দেহ ॥
অশ্ব ল'য়ে থাকিব যে পর্ব্বত উপরে।
তোমরা প্রবৃত্ত দোঁহে হইবে সমরে ॥
মেঘবর্ণ বাক্য শুনি ভীম হৈল প্রীত।
পর্ব্বতে রহিল সে হইয়া হরষিত ॥
রাজার গমনে যেন বাজে বাদ্যচয়।
শুন খুড়া জলপানে আসে সেই হয় ॥
অশ্ব দেখি ভীমবীর আনন্দিত মনে।
ঘটোৎকচ সুতে আজ্ঞা দিল সেইক্ষণে ॥
মেঘবর্ণ বলে তুমি দেখ না বসিয়া।
সৈন্যের মাঝারে ঘোড়া আনিব ধরিয়া ॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান ॥

যুবনাশ্ব রাজার অশ্বহরণ।

মেঘবর্ণ মহাবলী, হ'য়ে মহা কুতূহলী,
প্রণমিল ভীমের চরণে।
ভীম বড় কুতূহলে, তাহারে করিল কোলে,
আশীর্ব্বাদে হরষিত মনে ॥
প্রণমিয়া কর্ণ-সুতে, মেঘবর্ণ আনন্দেতে,
অন্তরীক্ষে করিল গমন।
প্রকাশি রাক্ষস-মায়া, দূর কৈল রবিছায়া,
অন্ধকারে না চলে নয়ন ॥
আকাশে খেচর সব, করে মহাকলরব,
বরিষে মুষলধারে জল।
প্রচণ্ড মারুত বয়, ঘোর শীলাবৃষ্টি হয়,
পূর্ণিত হইল ধরাতল ॥
বাত হৈল অতি গুরু, ভাঙ্গিল যতেক তরু,
পত্র পুষ্প পড়িল ভূতলে।

তাহা দেখি নৃপসেনা, হইলেক অন্যমনা,
অশ্ব নিতে না পারিল শালে ॥
মারুতি রুধিল বাট, ত্রাসিত রাজার ঠাট,
পরস্পর কহে নানা কথা।
কিবা হৈল দুরদৃষ্ট, অকস্মাৎ জলবৃষ্ট,
মায়া কৈল কেমন দেবতা ॥
মনে উপজিল ভয়, এ কর্ম্ম অন্যের নয়,
ঘোড়া নিতে আসে পুরন্দর।
শ্যামবর্ণ পীতপুচ্ছে, হেন অশ্ব কোথা আছে,
শিলাঘাতে শরীর জর্জ্জর ॥
নৃপসেনা হেনমতে, বিষাদ করিয়া চিতে,
অন্ধকারে না দেখি নয়নে।
চান্দোয়া চামর কোথা, খণ্ডখণ্ড হৈল ছাতা,
করি দন্ত খসি পড়ে ভূমে ॥
মেঘবর্ণ হেনকালে, ঘোটক লইয়া কোলে,
ল'য়ে গেল পর্ব্বত উপরে।
বৃষকেতু বৃকোদর, আনন্দিত বহুতর,
আলিঙ্গন করিল তাহারে ॥
ভারতের পুণ্যকথা, শুনিলে ঘুচয়ে ব্যথা,
কলির কলুষ বিনাশন।
সেবি কৃষ্ণ-পদাম্বুজ, কহে কৃষ্ণ দাসানুজ,
কৃষ্ণপদে থাকে যেন মন ॥

যুবনাশ্ব রাজার হস্তিনা গমন ও শ্রীকৃষ্ণ দর্শন।

জন্মেজয় বলিলেন শুন তপোধন।
এবে কহ যুবনাশ্ব রাজার কথন ॥
বলেন বৈশম্পায়ন শুন জন্মেজয়।
সিংহাসনে বসিলেন ভীম মহাশয় ॥
নানা উপহারে রাজা ভীমেরে তুষিল।
মহাসুখে বৃকোদর ভোজন করিল ॥
তবে যুবনাশ্ব রাজা সম্প্রীতি পাইয়া।
ভীমের সম্মুখে রহে যোড়হাত হৈয়া ॥
তোমার প্রসাদে দেখি গোবিন্দ-চরণ।
যুধিষ্ঠির দরশনে পাপ বিমোচন ॥
গঙ্গাস্নান করিয়া দেখিব নারায়ণ।
শুন ভীমসেন মম এই নিবেদন ॥
প্রভাত সময়ে রাজা দিলেন ঘোষণা।
কৃষ্ণ দরশনে সব যাইব হস্তিনা ॥
তবে যুবনাশ্ব রাজা আনন্দিত হৈয়া।
মায়ের নিকটে বলে প্রণাম করিয়া ॥
চল গো জননি যাব হস্তিনানগরী।
গঙ্গাস্নান করি সবে দেখিব শ্রীহরি ॥
ঘুচিবে সকল পাপ কৃষ্ণ-দরশনে।
বিলম্ব না কর মাতা চল ভীমসনে ॥
এত যদি কহিলেন যুবনাশ্ব রাজ।
কহিতে লাগিল মাতা বুঝিয়া অকাজ ॥
রাজার নন্দিনী হই আমি রাজরাণী।
দেশান্তরে যাব আমি কভু নাহি শুনি ॥
ঘরে বাহির আমি না হই কখন।
কি বুঝিয়া বল বাপু কুৎসিত বচন ॥
কহিলেন যুবনাশ্ব শুন গো জননি।
থাকিলে অনেক ভাগ্য দেখে চক্রপাণি ॥
কত জন্ম ফলেতে করয়ে গঙ্গাস্নান।
মরিলে গঙ্গার জলে পাইবে নির্ব্বাণ ॥
বধূগণ সঙ্গে ল'য়ে চলহ সত্বর।
দেখিবে পরমানন্দে হস্তিনানগর ॥
শুভক্ষণে অশ্বেরে পালন কৈনু আমি।
দেখিব তুরগ হৈতে অখিলের স্বামী ॥
পুত্রের শুনিয়া কথা বলিল আবার।
এতধর্ম্ম না করিল জনক তোমার ॥
একছত্রে ভুঞ্জিলেক ভদ্রাবতীপুরী।
নানা যজ্ঞ দান কৈল বলিতে না পারি ॥
আমা সবা ল'য়ে কভু না গেল বিদেশে।
কৃষ্ণ নাম না শুনিনু থাকি গৃহবাসে ॥
অধোমুখ হৈল রাজা মায়ের বচনে।
পাত্রেরে বলিল লহ করিয়া যতনে ॥
ভূপাদেশে পাত্র তারে বন্ধন করিল।
দিব্য চতুর্দ্দোল করি তাহাকে লইল ॥
চতুর্দ্দোল করি তারে করিলেক স্কন্ধে।
মহাপাপে রাজমাতা উচ্চৈঃস্বরে কান্দে ॥
দেখিয়া রাজার ভক্তি বীর বৃকোদর।
ধন্য ধন্য প্রশংসা করিল বহুতর ॥

সেই অশ্ব ল'য়ে রাজা চলিল আপনি।
অগ্রে গেল বৃকোদর বড় অভিমানী ॥
বৃষকেতু মেঘবর্ণ নৃপতির সাথে।
প্রবেশ করিল গিয়া পুর হস্তিনাতে ॥
একা ভীমে দেখিয়া কহেন নরপতি।
বৃষকেতু কোথা ভীম কহ শীঘ্রগতি ॥
মেঘবর্ণ বীর কোথা কহ সমাচার।
কোথায় যজ্ঞের অশ্ব না দেখি আমার ॥
অশ্ব ল'য়ে যুবনাশ্ব আইসে আপনি।
কৃষ্ণ দরশন আসে শুন নৃপমণি ॥
পরিবার সহিত আইসে নরপতি।
বৃষকেতু মেঘবর্ণ লইয়া সংহতি ॥
ভীমের বচনে আনন্দিত যুধিষ্ঠির।
কোল দিয়া ভীমসেনে চিত্ত করে স্থির ॥
তবে যুধিষ্ঠির কহিলেন ভীমসেনে।
কহ গিয়া এই কথা দ্রৌপদীর স্থানে ॥
যুবনাশ্বে পূজা করি আনহ মন্দিরে।
শুন ভীম এই ভার দিলাম তোমারে ॥
আজ্ঞা প্রাপ্তে সত্বরে চলিল বৃকোদর।
কহিল সকল কথা দ্রৌপদী গোচর ॥
কুন্তী যাজ্ঞসেনী আদি যত নারীগণ।
স্বর্ণথালে করিল মঙ্গল আয়োজন ॥
ধূপ দীপ শঙ্খঘণ্টা আদি যত দ্রব্য।
কুসুম চন্দন আর নিল হব্য গব্য ॥
নৃপতির অভিলাষ বুঝি নারায়ণ।
দিব্যাসনে বসিলেন প্রসন্নবদন ॥
নানামত বাদ্য বাজে হস্তিনানগরে।
ভীমসেন গেল যুবনাশ্বে আনিবারে ॥
হেনকালে যুবনাশ্ব আইল নগরে।
ভীম তাঁরে আনিলেন মহা সমাদরে ॥
অগ্রভাগে দ্রৌপদী করিতে নির্মঞ্ছন।
কুসুম চন্দন নিল নানা আয়োজন ॥
পরিবার সহিত গেলেন নরপতি।
যুধিষ্ঠির চরণেতে করিল প্রণতি ॥
নানাদান যজ্ঞ করে যাঁর দরশনে।
দেখিলাম নারায়ণ তোমার মিলনে ॥
ধন্য ধন্য যুধিষ্ঠির পাণ্ডুর নন্দন।
তোমা হৈতে দেখিলাম গোবিন্দ-চরণ ॥
এত বলি যুবনাশ্ব গলে বস্ত্র দিয়া।
ধরিল গোবিন্দ-পদ ভূমে লোটাইয়া ॥
লক্ষ দণ্ডবৎ কৈল গোবিন্দ-চরণে।
আনন্দেতে অশ্রু বহে রাজার লোচনে ॥
সুবেগ রাজার পুত্র ভূমিষ্ঠ হইয়া।
কৃষ্ণপদ পরশিল দুই হস্ত দিয়া।
পরে রাজনারী আসি করিল প্রণাম।
আশীর্ব্বাদ সবারে দিলেন ঘনশ্যাম ॥
তবে যুবনাশ্ব রাজা মাতারে ধরিয়া।
কৃষ্ণস্থানে কহিলেন বিনয় করিয়া ॥
আমার মায়ের দোষ ক্ষম চক্রপাণি।
আপনার গুণে কৃপা করহ আপনি ॥
জীবের জীবন তুমি সংসারের সার।
তুমি না করিলে কৃপা কে করিবে আর ॥
পরম কারণ তুমি পতিত-পাবন।
তোমার দর্শনে মম পাপ বিমোচন ॥
হিংসা করি পুতনাও পাইল তোমারে।
স্নেহগুণে তোমায় পাইল যুধিষ্ঠিরে ॥
কামভাবে ব্রজবধূ পাইল তোমাকে।
এ সকল কথা শুনিয়াছি মুনি-মুখে ॥
মহাপাপকারিণী হে আমার জননী।
আপনার গুণে কৃপা কর চক্রপাণি ॥
তবে কৃপাদৃষ্টিতে চাহিয়া নারায়ণ।
তাহার যতেক পাপ করেন মোচন ॥
তবে যুবনাশ্ব রাজা সম্প্রীতি পাইয়া।
কৃষ্ণকে করেন স্তব যোড়হস্ত হইয়া ॥
তুমি ব্রহ্মা তুমি বিষ্ণু তুমি ত্রিলোচন।
তুমি ইন্দ্র তুমি যম কুবের পবন ॥
তুমি স্বর্গ তুমি মর্ত্ত্য তুমি সে পাতাল।
তুমি জল তুমি স্থল দশদিক্‌পাল ॥
তুমি দিবা তুমি রাত্রি পর্ব্বত সাগর।
তুমি যোগ তুমি ভোগ তুমি চরাচর ॥
মাস তুমি বার তুমি, তিথি পঞ্চদশ।
গন্ধর্ব্ব কিন্নর তুমি, তুমি সে তাপস ॥

তোমার মহিমা প্রভু কে বলিতে পারে।
এই তত্ত্ব জানি আমি বিদিত সংসারে ॥
এক সুবর্ণেতে হয় নানা অলঙ্কার।
একেলা ধরিলে কত শত অবতার ॥
তোমার সকল সৃষ্টি সর্ব্বমূল তুমি।
ব্রহ্মাদি না পায় তত্ত্ব কি বলিব আমি ॥
ধন্য যুধিষ্ঠির রাজা পাণ্ডুর নন্দন।
দেখিলাম তোমা হৈতে অভয় চরণ ॥
ধন্য বৃষকেতু বীর কর্ণের নন্দন।
যাহা হৈতে দেখিলাম গোবিন্দ-চরণ ॥
আমার যতেক ভাগ্য বলিতে না পারি।
তোমার অভয় পদ দেখিনু মুরারি ॥
এত বলি বাজী বাগ ধরি নৃপবর।
আনিল যজ্ঞের ঘোড়া কৃষ্ণের গোচর ॥
হরিষে আছেন যুধিষ্ঠির নরবর।
দ্বারকায় চলিলেন দেব দামোদর ॥
অপার মহিমা তাঁর কে কহিতে পারে।
দ্বারকায় গেলেন না কহি পাণ্ডবেরে ॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান ॥

শ্রীকৃষ্ণের অদর্শনে যুধিষ্ঠিরের উদ্বেগ ও শ্রীকৃষ্ণের আগমন।

হেথা যুধিষ্ঠির রাজা রজনী প্রভাতে।
ডাক দিয়া অর্জ্জুনেরে আনেন সাক্ষাতে ॥
একেলা অর্জ্জুনে দেখি কহেন রাজন।
বলহ কিরীটি কোথা বিপদ-ভঞ্জন ॥
অর্জ্জুন বলেন হরি ছিলেন সভায়।
তত্ত্ব নাহি জানি, তিনি আছেন কোথায় ॥
ধর্ম্ম বলিলেন কৃষ্ণ তোমার গোচরে।
সতত থাকেন ইহা বিদিত সংসারে ॥
না বলিয়া গোবিন্দ গেলেন নিজালয়ে।
কি পাপ জন্মিল ভাই আমার হৃদয়ে ॥
এত বলি অধোমুখে আছেন নৃপতি।
ভীম সহদেব তথা আইল ঝটিতি ॥
ধৃতরাষ্ট্র বিদুর আইল দুইজন।
হেনকালে আসিলেন ব্যাস তপোধন ॥
ব্যাসে দেখি যুধিষ্ঠির করেন প্রণতি।
আশীর্ব্বাদ করিলেন ব্যাস মহামতি ॥
অবধান কর শুন মুনি মহামতি।
ঘোড়া আনিলেক ভীম করিয়া শকতি ॥
বৃষকেতু মেঘবর্ণ বিক্রম করিল।
সহ পরিবার রাজা আমারে ভজিল ॥
আপনি আইল রাজা তুরঙ্গ লইয়া।
সম্প্রীতি পাইল রাজা আমারে দেখিয়া ॥
মুনি কন যুধিষ্ঠির শুনহ বচন।
আর ভয় নাই যজ্ঞ কর আরম্ভন ॥
নিমন্ত্রিয়া আন যত ঋষি মুনিগণে।
যজ্ঞ আরম্ভন কর আজি শুভক্ষণে ॥
উত্তম মধ্যমাধম এ তিন প্রকার।
সবাই পালিবে ধর্ম্ম যথাশক্তি যার ॥
উত্তম যে লোক তার শুন ব্যবহার।
অহিংসা পরম ধর্ম্ম ধর্ম্মের কুমার ॥
লোভ মোহ ক্রোধ ত্যজি কৃষ্ণে কর মতি
উত্তম সে ভাগবত শুনে নরপতি ॥
শত্রু মিত্র বলি তত্ত্ব কিছুই না জানে।
মধ্যম সে ভাগবত জানে সর্ব্বজনে ॥
পরনারী পরদ্রব্য হরিবারে মন।
অধম বলিয়া তারে জানিবে রাজন্ ॥
চণ্ডাল করয়ে যদি বৈষ্ণবের কাজ।
মহাজন বলিয়া জানিবে মহারাজ ॥
ব্রাহ্মণ করয়ে যদি চণ্ডালের কর্ম্ম।
চণ্ডাল বলিয়া তারে জানিহ হে ধর্ম্ম ॥
যার যেই নিজ বৃত্তি করে যেই জন।
ধর্ম্মবন্ত বলি তারে জানিবে রাজন ॥
নিজবৃত্তি ছাড়ি যেবা পরবৃত্তি করে।
সেই সে অধর্ম্ম বলি জানাই তোমারে ॥
পিতৃকার্য্য দেবকার্য্য অতিথি সেবন।
যে জন করয়ে সেই হয় মহাজন ॥
শুচি আর সত্যবাদী পালে নিজ ধর্ম্ম।
ইহার সমান আর নাহি কোন কর্ম্ম ॥

কহিলাম সংক্ষেপে শুনহ নরপতি ।
কৃষ্ণে আনি যজ্ঞ কর রাজা মহামতি ॥
এ বড় বিস্ময় মম উপজিল মনে ।
তোমার সংহতি কৃষ্ণ নাহি দেখি কেনে ॥
যুধিষ্ঠির বলিলেন ছিলা চক্রপাণি ।
দ্বারকা গেলেন হরি তত্ত্ব নাহি জানি ॥
কৃষ্ণ না দেখিয়া মম উচাটন মন ।
না কহিয়া আমারে গেলেন নারায়ণ ॥
সেই হেতু আমি বড় ভয় করি মনে ।
না বলিয়া শ্রীকৃষ্ণ গেলেন কি কারণে ॥
ব্যাস বলিলেন রাজা শুনহ বচন ।
দ্বারকা গেলেন হরি আছে প্রয়োজন ॥
ভীমে পাঠাইয়া তুমি আনহ কৃষ্ণেরে ।
আমি তপোবনে যাই তপ করিবারে ॥
এত বলি ব্যাস চলিলেন তপোবন ।
ভীমেরে ডাকেন তবে ধর্ম্মের নন্দন ॥
কৃষ্ণকে না দেখে মম মন উচাটন ।
কৃষ্ণ বিনা নাহি রহে আমার জীবন ॥
ভীম বলিলেক যাই কৃষ্ণ আনিবারে ।
কি কারণে দুঃখ তুমি ভাবহ অন্তরে ॥
রথ আরোহিয়া গেল দ্বারকা নগরে ।
দূত জানাইল গিয়া গোবিন্দ গোচরে ॥
ভীম আগমন শুনি দেব নারায়ণ ।
আনন্দে কহেন আন করিয়া যতন ॥
ভোজন করিতে সুখে ছিলেন শ্রীহরি ।
ভীমে আনিলেন দূত সমাদর করি ॥
ভোজন করেন সুখে বসি নারায়ণ ।
হেনকালে উপনীত পবন নন্দন ॥
এস এস বলি কৃষ্ণ ডাকেন ভীমেরে ।
দাসীগণ পাদ্য অর্ঘ্য যোগাইল তারে ॥
গোবিন্দ বলেন ভাই করহ ভোজন ।
রুক্মিণী আনিয়া দিল দিব্যান্ন ব্যঞ্জন ॥
ভোজন করেন ভীম মনের হরিষে ।
যত দেন তত খান আঁখির নিমিষে ॥
ভীমের ভোজন দেখি হাসে সত্যভামা ।
ধন্য তব উদর না দিতে পারি সীমা ॥
লজ্জিত হইয়া ভীম গোবিন্দ মায়ায় ।
না শুনিয়া সেই কথা আঁচান ত্বরায় ॥
কর্পূর তাম্বুল শেষে করিয়া ভক্ষণ ।
বিচিত্র প্যলঙ্কোপরে করিল শয়ন ॥
ভীম বলে কৃষ্ণচন্দ্র নিবেদি তোমারে ।
দ্বারকা আইলে তুমি না কহি রাজারে ॥
তোমা না দেখিয়া রাজা দুঃখ পায় মনে ।
ব্যাস বলিলেলেন তাঁরে যজ্ঞ আরম্ভনে ॥
আপনি তথায় চল যজ্ঞ দেখিবারে ।
আমাকে পাঠান রাজা লইতে তোমারে ॥
গোবিন্দ বলেন ভাই বঞ্চ এ রজনী ।
প্রভাতে ভেটিব গিয়া ধর্ম্ম নৃপমণি ॥
এত বলি নারায়ণ করেন শয়ন ।
নানা কথা কুতূহলে রজনী যাপন ॥
রজনী প্রভাতে হরি বিচারি অন্তরে ।
ডাক দিয়া আনিলেন দেব হলধরে ॥
অক্রূর উদ্ধব আর বিজ্ঞ সর্ব্বজনে ।
গদ শাম্ব প্রদ্যুম্নাদি যত যদুগণে ॥
কৃষ্ণে প্রণমিয়া সবে বসিল আসনে ।
গোবিন্দ বলেন কথা সবা বিদ্যমানে ॥
অশ্বমেধ যজ্ঞ করিবেন যুধিষ্ঠির ।
আসিলেক আমারে লইতে ভীম বীর ॥
যজ্ঞ দেখিবারে আমি করিব গমন ।
করিবে সকলে মেলি দ্বারকা রক্ষণ ॥
রাখিয়া দ্বারকাপুরী সযত্ন হইয়া ।
আমি যাব কৃতবর্ম্মা উদ্ধবে লইয়া ॥
দারুক আনিল রথ সাজায়ে সত্বরে ।
শুভক্ষণে চাপিলেন হরি তদুপরে ॥
অগ্র হ'য়ে ভীমসেন আইল সত্বরে ।
কৃষ্ণ আগমন কথা কহিল রাজারে ॥
শুনিয়া আনন্দ বড় ধর্ম্ম নরপতি ।
চলিলেন কৃষ্ণেরে আনিতে শীঘ্রগতি ॥
সহদেব নকুল অর্জ্জুন মহামতি ।
বিদুরাদি সর্ব্বজন চলিল সংহতি ॥
যুবনাশ্ব নরপতি যায় তার সঙ্গে ।
কৃষ্ণ আনিবারে চলে অতি বড় রঙ্গে ॥

হেনমতে আনন্দিত নগরের জনা।
কৃষ্ণ দরশনে যান সকল হস্তিনা ॥
অগ্রগামী যুধিষ্ঠির কৃষ্ণ আনিবারে।
হেনকালে শ্রীকান্ত আসিলেন নগরে ॥
পদব্রজে আসিলেন ধর্ম্ম নরপতি।
দেখিয়া ত্যজেন রথ কৃষ্ণ মহামতি ॥
কি কব তুলনা যাঁর দিতে নারে বেদে।
সেই হরি প্রণমিল যুধিষ্ঠির পদে ॥
আলিঙ্গন কৃষ্ণেরে দিলেন নরপতি।
হরিষে চলেন কৃষ্ণ পাণ্ডব সংহতি ॥
যুধিষ্ঠির-পুরে প্রবেশিলেন শ্রীজানি।
রাজসভা সুসজ্জা করেন নৃপমণি ॥
সভাসদ্‌গণ সব বসিল সভাতে।
হেনকালে ব্যাস আসিলেন ইচ্ছামতে ॥
কৃষ্ণে দেখি মহামুনি আনন্দ অপার।
প্রশংসা করেন ধন্য পাণ্ডুর কুমার ॥
যজ্ঞ হোম দানে যাঁরে না পায় দেখিতে।
হেন কৃষ্ণ দেখিলাম তোমার সাক্ষাতে ॥
এত বলি সভাতে বসিল মহামুনি।
হেনকালে প্রসঙ্গ করেন চক্রপাণি ॥
শুন রাজা যুধিষ্ঠির আমার বচন।
উপস্থিত কর যত আছে অয়োজন ॥
দেশে দেশে পাঠাইয়া আন হব্য গব্য।
যজ্ঞ করিবারে চাহি ভাল ভাল দ্রব্য ॥
বিলম্ব না হয় আন দূত পাঠাইয়া।
যতনে রাখিবে দ্রব্য ভাণ্ডারে পূরিয়া ॥
রাজাকে কহেন তবে ব্যাস তপোধন।
বিলম্ব না কর রাজা কর অয়োজন ॥
আমার বচন তুমি শুন নরনাথ।
অশ্বমেধ যজ্ঞে বহু হইবে উৎপাত ॥
সাধু কর্ম্মে আছয়ে বাধক বহুতর।
কিন্তু তব সখা এই দেব দামোদর ॥
অতএব উদ্বেগ না হবে নরপতি।
তোমারে জিনিতে কার' নাহিক শকতি ॥
দূত পাঠাইয়া শীঘ্র কর অয়োজন।
আমন্ত্রণ করি আন দেব মুনিগণ ॥

ব্যাসের বচনে রাজা অর্জ্জুনে ডাকেন।
যজ্ঞ অয়োজন হেতু যতনে কহেন ॥
অর্জ্জুন নিযুক্ত করিলেন যদুগণে।
নানা দ্রব্য আনে তারা পরম যতনে ॥
পুরী পরিস্কার করে কত শত জন।
যজ্ঞের মণ্ডপ কেহ করয়ে গঠন ॥
দধিকুল্য ঘৃতকুল্য দুগ্ধ সরোবর।
ত্রিবিধ করিল কত দেখিত সুন্দর ॥
দধি সরোবর করে অতি মনোহর।
আয়োজনে পূর্ণ কৈল সকল ভাণ্ডার ॥
কৃষ্ণ যাহে তুষ্ট তাহা হইল আপনি।
আইল কতেক দ্রব্য সংখ্যা নাহি জানি ॥
কৃষ্ণ সঙ্গে যুধিষ্ঠির আছেন্ সভাতে।
হেনকালে উৎপাত হইল আচম্বিতে ॥
মহাভারতের কথা অমৃত-সমান্।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান ॥

অশ্বমেধ যজ্ঞ আরম্ভ।

জন্মেজয় কহিলেন কহ মহামুনি।
যজ্ঞের আরম্ভ কথা অপূর্ব্ব কাহিনী ॥
অর্জ্জুন গেলেন যদি অশ্ব রাখিবারে।
ভ্রমণ করিল ঘোড়া পৃথিবী ভিতরে ॥
ধরিয়া রাখিল ঘোড়া কোন্ বলবান।
কার সহ কি প্রকার সংগ্রাম বিধান ॥
আমাকে সে সব কথা কহ তপোধন।
তোমার প্রসাদে শুনি পূর্ব্ব বিবরণ ॥
বলেন বৈশম্পায়ণ শুন জন্মেজয়।
অশ্বমেধ শ্রবণেতে পাপ নষ্ট হয় ॥
বলিলেন ব্যাস তবে ধর্ম্মরাজ প্রতি।
মুনি ঋষি আমন্ত্রিয়া আন শীঘ্রগতি ॥
আরম্ভ করহ যজ্ঞ মধু পূর্ণিমাতে।
যজ্ঞের সামগ্রী তুমি আনহ ত্বরিতে ॥
ব্যাসের বচনে রাজা ভীমে পাঠাইয়া।
ঋষি মুনি ব্রাহ্মণেরে আনেন ধরিয়া ॥
পাণ্ডবের আমন্ত্রণ প্রাপ্তে মুনিগণ।
হস্তিনানগরে আসি দিল দরশন ॥

পাদ্য অর্ঘ্যে যুধিষ্ঠির করিয়া পূজন।
প্রণাম করিয়া সবে দিলেন আসন॥
বসিলেন যুধিষ্ঠির কৃষ্ণকে স্মরিয়া।
ভীমার্জ্জুন সহদেব নকুল লইয়া॥
অনুচরে আয়োজন সব যোগাইল।
যজ্ঞের মণ্ডপে সব যতনে থুইল॥
বেদের বিধানে মঞ্চ করিল নির্ম্মাণ।
আশী হাত গর্ত্ত সেই সুন্দর গঠন॥
শাস্ত্রমত কুণ্ড শত হাত পরিসর।
নির্ম্মাইল যজ্ঞবেদী পরম সুন্দর॥
সুবর্ণ রচিত ঘট অরোপিল তাতে।
পুষ্পঝারা বান্ধিল চান্দোয়া চারিভিতে॥
দ্রৌপদীর সহিত ধর্ম্মরাজ করি স্নান।
করিলেন দোঁহে শুক্লবস্ত্র পরিধান॥
বেদধ্বনি করিলেন সর্ব্ব মুনিগণ।
ধৌম্য পুরোহিত করে বেদ উচ্চারণ॥
সঙ্কল্প করেন শুভক্ষণে নরপতি।
তবে ব্যাসদেব নৃপে দেন অনুমতি॥
ব্রাহ্মণ বরণ কর বসন ভূষণে।
ত্বরায় আনহ অশ্ব যজ্ঞ সন্নিধানে॥
ব্যাসের বচনে রাজা সানন্দ হইয়া।
আনাইল তুরঙ্গকে যজ্ঞে সাজাইয়া॥
আসন বসন সব কনকে রচিত।
সুবর্ণের থালি ঝারি মণিতে খচিত॥
বিংশতি সহস্র বিপ্রে করিছে বরণ।
প্রত্যক্ষ সবারে দেন আসন ভূষণ॥
বরণ পাইয়া চিত্তে আনন্দিত মনে।
বসিল সকল দ্বিজ যজ্ঞ আরম্ভনে॥
দ্রৌপদী সহিত ব্রতী হইল রাজন্।
মধুপূর্ণিমাতে হৈল যজ্ঞ আরম্ভন॥
সর্ব্ব সুলক্ষণ ঘোড়া আনিয়া সত্বর।
প্রক্ষালেন দুই পদ ধর্ম্ম নরবর॥
কুসুম চন্দনে ঘোড়া করিল ভূষণ।
বান্ধিলেন অশ্বভালে সুবর্ণ দর্পণ॥
যুধিষ্ঠির নিজ নাম লিখেন দর্পণে।
পৃথিবী ভ্রমিবে ঘোড়া আপনার মনে॥
যদি কেহ বীর থাকে পৃথিবী ভিতরে।
ধরিলে যজ্ঞের ঘোড়া জিনিব তাহারে॥
নিজ বলে ছাড়াইয়া তুরগ আনিব।
তবে অশ্বমেধ যজ্ঞে সঙ্কল্প করিব॥
অশ্বভালে দর্পণেতে এ সব লিখিল।
ঘোটক অঙ্গেতে নানা অলঙ্কার দিল॥
কুন্তী আর গান্ধারী প্রভৃতি যত নারী।
হুলাহুলি মঙ্গল করিল আগুসরি॥
সত্যভামা আদি যত কৃষ্ণের রমণী।
মঙ্গল বিধানে অশ্ব পূজিল তখনি॥
ধনঞ্জয়ে ডাকিয়া বলিল নরবর।
অশ্ব রক্ষা হেতু ভাই সাজহ সত্বর॥
আমি ব্রতী হইয়া রহিব যজ্ঞস্থানে।
দিবানিশি দ্রৌপদী সহিত একাসনে॥
অসিপত্র ব্রত আচরণে দিব মন।
যতনে করিও ভাই ঘোটক রক্ষণ॥
অশ্ব চুরি হৈলে যজ্ঞ সাঙ্গ নাহি হবে।
ব্রত নষ্ট হবে আর কলঙ্ক রটিবে॥
শুনিয়াছি মুনি-মুখে এ সব কথন।
অশ্বহারা হ'য়ে দুঃখ পায় কত জন॥
যতনে রাখিবে অশ্ব বীর ধনঞ্জয়।
পৃথিবী ভ্রমিলে ঘোড়া কার্য্য সিদ্ধি হয়॥
নকুল থাকিবে মাত্র আমার সংহতি॥
সঙ্গেতে লইয়া যাও যত সেনাপতি॥
খাণ্ডব দহিয়া তুমি তুষিলে অনলে।
নিবাত কবচ বিনাশিলে বাহুবলে॥
চিত্ররথ গন্ধর্ব্বে করিলে অপমান।
ভীষ্ম দ্রোণ কর্ণ সহ করিলে সংগ্রাম॥
অর্জ্জুন বলেন রাজা চিন্ত অকারণে।
আমারে জিনিতে বীর নাহি ত্রিভুবনে॥
পৃথিবী ভ্রমিয়া আমি তুরঙ্গ আনিব।
যদি কেহ ঘোড়া ধরে তারে বিনাশিব॥
কৃষ্ণের প্রসাদে ভয় না করি কাহারে।
কহিলাম সত্য আমি সবার গোচরে।
এত বলি ধনঞ্জয় হইল বিদায়।
ঋষি মুনিগণ দিল জয়ধ্বনি তায়॥

অশ্ব পিছে ধনঞ্জয় করেন প্রয়াণ ।
বাজায় দামামা ভেরি খমক নিশান ॥
তবে কৃষ্ণ কহিলেন ভীম মহাবীরে ।
অর্জ্জুনের সঙ্গে যাও অশ্ব রাখিবারে ॥
প্রদ্যুম্নকে ডাকিয়া বলিল নারায়ণ ।
অশ্ব রাখিবারে পুত্র করহ গমন ॥
কৃতবর্ম্মা সাত্যকি যতেক ধনুর্দ্ধর ।
গদা শাম্ব সঙ্গে ল'য়ে চলহ সত্বর ॥
রাখিও তুরগ সবে মন্ত্রণা করিয়া ।
যুঝিও সমর মধ্যে সাবধান হৈয়া ॥
এত বলি প্রত্যেকেরে করিলা বিদায় ।
প্রণমিয়া নারায়ণে সব সৈন্য যায় ॥
যুবনাশ্ব অনুশাল্ব সুবেগ কুমার ।
অর্জ্জুনের সঙ্গে যান অশ্ব রাখিবার ॥
বৃষকেতু বীর আদি কর্ণের নন্দন ।
অনেকে অশ্বের সঙ্গে করিল গমন ॥
দৈবযোগে তুরঙ্গ চলিল শুভক্ষণে ।
প্রথমে যজ্ঞের ঘোড়া চলিল দক্ষিণে ॥
বিজয় পাণ্ডব কথা অমৃত লহরী ।
কাশী কহে শুনিলে তরয়ে ভববারি ॥

নীলধ্বজ রাজার সহিত যুদ্ধ ।

বৈশম্পায়ন কহেন শুন জন্মেজয় ।
দক্ষিণ দিকেতে গেল পাণ্ডবের হয় ॥
পশ্চাতে চলিল সৈন্য নানা অস্ত্র ধরি ।
করিল প্রবেশ গিয়া মাহেশ্বরী পুরি ॥
মাহেশ্বরী পুরে রাজা নীলধ্বজ নাম ।
অস্ত্র শস্ত্র বিশারদ বীর গুণধাম ॥
ধর্ম্মেতে পৃথিবী পালে নীলধ্বজ রায় ।
নানা সুখে আছে প্রজা ক্লেশ নাহি পায় ॥
প্রবীর নামেতে তার প্রধান তনয় ।
যৌবনে হইয়া মত্ত নাহি ধর্ম্ম ভয় ॥
যুবতী লইয়া সদা কেলি করে জলে ।
নানা রঙ্গে নানা ভঙ্গে খেলে কুতূহলে ॥
হেনকালে সেই অশ্ব যায় সেই পথে ।
প্রবীর বনিতা তাহা পাইল দেখিতে ॥
মদন মঞ্জরী নামে প্রবীর বনিতা ।
স্বামী আগে যোড়হাতে কহে ধীরে কথা ॥
হের দেখ অশ্ব আসে সর্ব্বসুলক্ষণ ।
ঘোড়ার অঙ্গেতে কত মুকুতা রতন ॥
সোণার নূপুর বাজে অশ্বের চরণে ।
ভুলিল আমার মন অশ্ব দরশনে ॥
অশ্ব ধরি দেহ মোরে প্রাণের ঈশ্বর ।
নহিলে মরিব আমি তোমার গোচর ॥
বনিতার বাক্য শুনি রাজার নন্দন ।
ছুটিয়া ধরিল ঘোড়া, সর্ব্ব সুলক্ষণ ॥
অশ্ব ভালে লিখন পড়িল নৃপসুত ।
পড়ি লেখা অহঙ্কার বাড়িল বহুত ॥
অশ্ব ধরি কুমার কহিল নারীগণে ।
ঘোড়া ল'য়ে তোমরা চলহ নিকেতনে ॥
অশ্বমেধ যজ্ঞ করে রাজা যুধিষ্ঠির ।
অশ্বেরে রক্ষিতে এল ধনঞ্জয় বীর ॥
অহঙ্কারে অশ্বভালে ক'রেছে লিখন ।
ধরিতে আমার ঘোড়া, আছে কোন্‌জন ॥
যদি কেহ অশ্ব ধরে বিনাশিব তারে ।
আনিব যজ্ঞের ঘোড়া, হস্তিনানগরে ॥
কদাচিত আমি অশ্ব না দিব পাণ্ডবে ।
ঘোড়া না পাইলে আসি সংগ্রাম করিবে ॥
অতএব তোমা সবা যাও অন্তপুরে ।
বান্ধিয়া রাখহ ঘোড়া ল'য়ে পাক ঘরে ॥
হেথা অশ্ব না দেখিয়া পাণ্ডবেরগণ ।
নানা অস্ত্র ল'য়ে যায় করিবারে রণ ॥
আগে আসে পার্থ বীর ধনুঃশর হাতে ।
দেখা হল' তবে তাঁর প্রবীরের সাথে ॥
জিজ্ঞাসা করেন তাঁরে বীর ধনঞ্জয় ।
ধরিলে যজ্ঞের ঘোড়া মনে নাহি ভয় ॥
অশ্বমেধ যজ্ঞ করিছেন যুধিষ্ঠির ।
ঘোড়া ধরে পৃথিবীতে আছে কোন বীর ॥
প্রবীর বলিল নাহি কর অহঙ্কার ।
ঘোড়া ধরি আমি নীলধ্বজের কুমার ॥
বুঝিব তোমার শক্তি পাণ্ডব-নন্দন ।
লইবে কেমনে ঘোড়া করি তুমি রণ ॥

হাসিয়া অর্জ্জুন বলে যুদ্ধ তোর সনে।
একথা জানিলে হাসিবেক ক্ষত্রগণে॥
বিবাদ করিব আমি বালক সংহতি।
যুঝিবে তোমার সঙ্গে মম সেনাপতি॥
অর্জ্জুনের বাক্য রোষে রাজার কুমার।
আকর্ণ পূরিয়া দিল ধনুকে টঙ্কার॥
এত শুনি অগ্নিদেব প্রবেশিল রণে।
অর্জ্জুন কটক সব দহিল আগুনে॥
দেখিয়া অর্জ্জুন কহিছেন বৈশ্বানরে।
ক্ষমা করি অগ্নি হও সদয় আমারে॥
খাণ্ডব দহিয়া আমি তুষিনু তোমারে।
অক্ষয় কবচ তুমি দিয়াছ আমারে॥
এখন শত্রুতা কর কিসের লাগিয়া।
মিনতি করিয়া বলি যাহ নিবর্ত্তিয়া॥
অশ্বমেধ করিবেন পাণ্ডুর নন্দন।
তাহাতে করিবে তুমি আহুতি ভক্ষণ॥
অর্জ্জুন বচনে অগ্নি সম্প্রীতি পাইল।
তেজ নিবারণ করি অর্জ্জুনে তুষিল॥
অগ্নির পাইয়া আজ্ঞা বীর ধনঞ্জয়।
এড়িলেন বরুণাস্ত্র হইয়া নির্ভয়॥
নির্ব্বাণ হইল অগ্নি সলিল পরশে।
মন্দানল হ'য়ে গেল নৃপতির পাশে॥
ভয়ে ভঙ্গ দিল যত নৃপ সেনাগণ।
আপনি পলায় রাজা পরিহরি রণ॥
প্রবীর রাজার পুত্র আছিল পশ্চাতে।
দেখিয়া অর্জ্জুনে সেই আইল ত্বরিতে॥
অর্দ্ধচন্দ্রবাণে তার মুণ্ড কাটা গেল।
প্রবীর রাজার পুত্র ভূমিতে পড়িল॥
পুত্রশোকে নীলধ্বজ বিরস বদন।
ভঙ্গ দিল মনোদুঃখ পাইয়া রাজন॥
নীলধ্বজে কহে অগ্নি মধুর ভারতী।
অর্জ্জুনে জিনিতে নাহি তোমার শকতি॥
আমার বচনে তুমি পরিহর রণ।
মনুষ্য না হয় পার্থ নর-নারায়ণ॥
আমি অগ্নি শুন রাজা পাণ্ডবের পক্ষ।
পাণ্ডবের সখ্যকরি না করি অসখ্য।
তুরগ অর্পিয়া তুমি দ্রুত কর প্রীতি।
রাজ্য প্রজা রক্ষা পাবে শুন নরপতি॥
নহেত' অসাধ্য বড় হইবে দুষ্কর।
রাখিতে নারিব আমি শুন নৃপবর॥
জামাতার বাক্য শুনি নীলধ্বজ রায়।
অশ্ব আনিবার তরে অন্তঃপুরে যায়॥
পুত্রশোকে নৃপতির অন্তর জর্জ্জর।
নয়নে সলিল-ধারা বহে নিরন্তর॥
বিরস বদনে রাজা গেল অন্তঃপুরে।
কহিল সকল কথা প্রিয়ার গোচরে॥
সংগ্রামে পড়িল পুত্র সমাচার পেয়ে।
ক্রন্দন করেন রাণী অচেতন হ'য়ে॥
কোথা সে প্রবীর বলি কাঁদে নরপতি।
পুত্রশোকে অচেতনা জনা গুণবতী॥
নৃপতি বলেন তুমি না কাঁদিও আর।
অশ্ব দিয়া রাজ্য আমি রাখি আপনার॥
ছিলাম পুরুষ আমি, হইলাম নারী।
এ সব ঈশ্বরলীলা বুঝিতে না পারি॥
সম্প্রীতি করিব আমি অর্জ্জুনের সনে।
সংগ্রামে মরিল পুত্র কার্য্য নাহি রণে॥
জনা বলে কি কথা কহিলে নরপতি।
শত্রু সঙ্গে কেমনেতে করিবে পিরীতি॥
প্রবীরে মারিয়া সে হইল মোর অরি।
তার সঙ্গে প্রীতি কর কহিতে না পারি॥
সাহস করিয়া তুমি কর গিয়া রণ।
অর্জ্জুনে নাশিয়া কর শোক নিবারণ॥
নীলধ্বজ রাজা বলে শুন রূপবতী।
জামাতা হারিল রণে অর্জ্জুন সংহতি॥
যার বাহুবলে আমি জিনি সবাকারে।
স্থির হ'তে নারে সেই অর্জ্জুনের শরে॥
তুমি কি বুঝাবে নীতি সব আমি জানি।
পাণ্ডবের সহায় আপনি চক্রপাণি॥
প্রীত করি তার সনে অশ্ব সমর্পিয়া।
অশ্বরক্ষা হেতু প্রয়ে যাব গোড়াইয়া॥
শুনি তাহা জনা বলে ধিক্ বীরপণা।
রহিল ঘুষিতে অপযশের ঘোষণা॥

ক্ষত্রকুলে জনমিয়া ত্যজিলে সংগ্রাম।
শত্রুর আশ্রয় ল'য়ে বৃথা ধর নাম ॥
তোমার সম্মুখে মৈল কোলের কুমার।
পুত্র শোকে মরি এই তোমার গোচর ॥
এত বলি রাজরাণী কাঁদে উচ্চৈঃস্বরে।
অশ্ব ল'য়ে নরপতি আইল বাহিরে ॥
অর্জ্জুনেরে অশ্ব দিল নীলধ্বজ রায়।
যোড়হাতে বলে ক্ষমা করহ আমায় ॥
না জানিয়া মোর পুত্র তুরঙ্গ ধরিল।
বিধাতা তাহার ফল হাতে হাতে দিল ॥
এত বলি নীলধ্বজ অর্জ্জুনের সঙ্গে।
তুরঙ্গ রাখিতে রাজা গেল অতি রঙ্গে ॥
তাহা শুনি রাণী অতি ক্রুদ্ধা হ'য়ে মনে।
অন্তঃপুর ত্যজি গেল ভ্রাতার সদনে ॥

—

পুত্রশোকে জনার ভ্রাতৃগৃহে গমন।

তবে জনাবতী নারী, অন্তরেতে ক্রোধ করি,
ত্যজিয়া আলয় ধন জন।
পুত্রশোকে অধোমুখ, মনেতে ভাবিছে দুঃখ,
স্বামী নিল বিপক্ষ শরণ ॥
পথে যেতে যুক্তি করে, বিনাশিব অর্জ্জুনেরে,
সহোদর সহায় করিয়া।
না পূরিল মনোরথ, দৈবে মোর এই পথ,
কি করিব ঘরেতে বসিয়া ॥
বিনাশিলে অর্জ্জুনেরে,তবে মোরআশা পূরে,
নহে আমি ত্যজিব শরীর।
কাতর হইল রাজ, দুঃখতে নাহিক লাজ,
কোথা গেল সে পুত্র প্রবীর ॥
লাজ অধোমুখ হৈয়া, মনে যুক্তি বিচারিয়া,
ভ্রাতার ভবনে গেল চলি।
উলুকের বিদ্যমানে, জনা কাঁদে সকরুণে,
পুনঃ পুনঃ লোটাইয়া ধূলি ॥
ভগিনীর দশা দেখি, উলুক হইল দুঃখী,
হাতে ধরি তুলিল তাহারে।
না কহিয়া বিবরণ, কাঁদ কেন অকারণ,
কেবা বল দুঃখ দিল তোরে ॥

জনা বলে ওগো ভাই,কহিবারে আসি নাই,
প্রবীর মরিল আজি রণে।
অর্জ্জুন আইল পুরে, অশ্ব রাখিবার তরে,
সে হেতু সংগ্রাম তার সনে ॥
যুদ্ধ করে ধনঞ্জয়, জামাতা পাইল ভয়,
পরাজয় হইল নৃপতি।
পুত্রশোক না ভাবিয়া, তুরগ দিলেন লৈয়া,
পার্থসহ করিলেক প্রীতি ॥
শুনিয়া পাইনু তাপ, না ঘুচিল মনস্তাপ,
স্বামী নিল শত্রুর শরণ।
বিনাশিয়া অর্জ্জুনেরে,যদি রাজ্য দেহ মোরে,
তবে শোক হয় নিবারণ ॥
এ বড় অধিক লাজ, নীলধ্বজ মহারাজ,
পুত্রশোক না করিল মনে।
জনমিয়া ক্ষত্রকূলে, অশ্ব রাখিবার ছলে,
ভয়ে গেল অর্জ্জুনের সনে ॥
ধরিনু চরণ তোর, প্রতিজ্ঞা রাখহ মোর,
অর্জ্জুনের বধিয়া জীবন।
আমি সে অবলাজাতি,কলঙ্কে আছয়ে ভীতি,
নহে আমি করিতাম রণ ॥
ভাই যে উলুক নাম, ধর্ম্মবুদ্ধি অনুপাম,
লজ্জাতে করিল হেঁটমাথা।
অবলা প্রবলা হ'য়ে, নিজ পুরী তেয়াগিয়ে,
কি কারণে আসিয়াছ হেথা ॥
পার্থ নর-নারায়ণ, কহে যত মুনিগণ,
রণে কেহ জিনিতে না পারে।
পাণ্ডবের সখা গুরু, কৃষ্ণ বাঞ্ছাকল্পতরু,
কেবা তাঁর কি করিতে পারে ॥
আপনার ভাল চাহ, নিজালয়ে চলি যাহ,
তবে সে আমার ক্রোধ নাই।
কি কর্ম্মকরিলে তুমি,কভু নাহি শুনি আমি,
প্রতিফল পাবে মোর ঠাঁই ॥
রহিবেক দুষ্ট ভাষা, নহে কাটিতাম নাসা,
অবলার এত অহঙ্কার।
ভ্রাতৃমুখে কথা শুনি, জনা অপমান গণি,
নাহি গেল পুরে আপনার ॥

পৃষ্ঠা—৮০০]

প্রবীর ও জনা।

প্রবীরের যুদ্ধ যাত্রা।

মহাভারতের কথা, শুনিলে খণ্ডয়ে ব্যথা,
কলির কলুষ বিনাশন।
গোবিন্দ চরণে মন, নিয়োজিয়া সর্ব্বক্ষণ,
কাশীরাম দাস বিরচন॥

জনার দেহত্যাগ ও অর্জ্জুনের প্রতি গঙ্গার অভিশাপ।

শ্রীজনমেজয় বলে শুন তপোধন।
কি যুক্তি করিল জনা কহ বিবরণ॥
বলেন বৈশম্পায়ন শুন নরপতি।
দুর্ব্বাক্য শুনিল বহু জনা গুণবতী॥
ভ্রাতার নিকট বড় পেয়ে অপমান।
মনেতে করিল যুক্তি ত্যজিব পরাণ॥
ভাগীরথী তীরে জনা গেল শীঘ্রগতি।
যোড় হাত হ'য়ে বলে আপন ভারতী॥
শুন গঙ্গাদেবী আমি করি নিবেদন।
তোমার সলিলে আমি ত্যজিব জীবন॥
নাশিল অর্জ্জুন মম পুত্র ধন প্রাণ।
আপনি করিবে মাতা ইহার বিধান॥
সেই হেতু চিত্তে বড় হৈল অভিমান।
কাতর হইয়া বলি তোমা বিদ্যমান॥
এত বলি গঙ্গাজলে প্রবেশ করিল।
পুত্রশোক পেয়ে জনা শরীর ত্যজিল॥
জনার মরণে শোক পেয়ে ভাগীরথী।
ক্রোধে অভিশাপ দিল অর্জ্জুনের প্রতি॥
সতীকন্যা মরে পার্থ তোমার কারণে।
সে সকল ভয় তোর নাহি হয় মনে॥
ভীষ্মে নিপাতিলে তুমি কপট করিয়া।
ভয় না করিলে পিতামহ যে বলিয়া॥
কৃষ্ণ সখা বলি তোর বাড়ে অহঙ্কার।
না বুঝ দেবের মায়া পাণ্ডুর কুমার॥
পৌত্র হস্তে ভীষ্ম বীর ত্যজিল পরাণ।
তুমি ও পুত্রের হস্তে হারাইবে প্রাণ॥
শাপিলেন গঙ্গাদেবী তবে অর্জ্জুনেরে।
তাহা শুনি নারায়ণ চিন্তিত অন্তরে॥
ঈষৎ হাসেন কৃষ্ণ পাণ্ডব-সভায়।
ব্যাসদেব বুঝিলেন তার অভিপ্রায়॥
জিজ্ঞাসেন যুধিষ্ঠির দেব নারায়ণে।
কহ কৃষ্ণচন্দ্র তুমি হাস্য কৈলে কেনে॥
গোবিন্দ বলেন শুন ধর্ম্ম নৃপবরে।
অভিশাপ হইল যে পার্থ ধনুর্দ্ধরে॥
গঙ্গা অভিশাপ দেন দুঃখ পেয়ে মনে।
তার মৃত্যু হবে বভ্রুবাহনের রণে॥
যুধিষ্ঠির বলিলেন হইবে কেমনে।
অভিশাপ দেন গঙ্গা কিসের কারণে॥
গোবিন্দ বলেন রাজা কর অবধান।
মাহেশ্বরীপুরে রাজা নীলধ্বজ নাম॥
ধরিল যজ্ঞের ঘোড়া তাহার নন্দন।
অশ্ব হেতু অর্জ্জুনের সঙ্গে হৈল রণ॥
প্রবীর তাহার পুত্র হত হৈল রণে।
রাজারাণী তনুত্যাগ কৈল অভিমানে॥
গঙ্গাতে মরিল সেই পুত্রশোক পেয়ে।
গঙ্গা অভিশাপ দেন দুঃখিত হইয়ে॥
নীলধ্বজ অশ্ব দিল ধনঞ্জয় বীরে।
আপনি চলিল বীর অশ্ব রাখিবারে॥
অর্জ্জুন কারণে ভয় না করিহ তুমি।
সঙ্কট হইলে রক্ষা করিব সে আমি॥
এত বলি কৃষ্ণ প্রবোধেন যুধিষ্ঠিরে।
এই বিবরণ রাজা কহিনু তোমারে॥
অমৃত সমান এই ভারত কাহিনী।
আর কি কহিব আমি বল নৃপমণি॥

নীলধ্বজের অগ্নিজামাতৃত্ব বিবরণ।

শ্রীজনমেজয় বলে শুন তপোধন।
রাজার জামাতা অগ্নি হইল কেমন॥
বলেন বৈশম্পায়ন শুন নরপতি।
এবে কহি নীলধ্বজ রাজার ভারতী॥
জনা নাম ধরে নীলধ্বজের মহিষী।
প্রসব করিল কন্যা পরম রূপসী॥
লক্ষ্মীশাপে জনা গর্ভে এল বসুমতী।
স্বাহা নাম হৈল তার শুন নরপতি॥
হৈল বিভা যোগ্যা কন্যা রাজা ভাবে মনে।
অনুক্ষণ যুক্তি করে পাত্র মিত্র সনে॥

কন্যা বলে শুন পিতা আমার বচন।
মনুষ্য লোকেতে মম নাহি লয় মন ॥
দেবপত্নী হব আমি ইথে নাহি আন।
সত্য কহিলাম পিতা তোমা বিদ্যমান ॥
স্বাহা বাক্যে পুছে রাজা হরিষ অন্তরে।
কাহারে বরিবা তুমি বলহ আমারে ॥
স্বাহা বলে শুন পিতা আমার বচন।
জীবনে মরণে অগ্নি বলে সর্ব্বজন ॥
অনল আমার স্বামী কহিনু তোমারে।
তাঁহাকে আনিয়া দেহ বিবাহ আমারে ॥
রাজা বলে কোথা পাব তাঁর দরশন।
কন্যা বলে আসিবেন করিলে স্মরণ ॥
এত বলি রাজকন্যা পূজে বৈশ্বানরে।
বৈশ্বানর তথা আসি কহেন সত্বরে ॥
নিজ অভিলাষ মোরে কহ গুণবতী।
কিসের কারণে মোরে পূজ নিতি নিতি ॥
স্বাহা বলে তুমি মোরে করহ গ্রহণ।
তবপত্নী হ'ব আমি এই নিবেদন ॥
এবমস্তু বলি অগ্নি সেই বর দিল।
বর পেয়ে স্বাহা মনে সম্প্রীতি পাইল ॥
জানাইল পিতৃদেবে অগ্নি আগমন।
শুনিয়া হৈল রাজা আনন্দিত মন ॥
যোড়হাত হ'য়ে রাজা বলিল অগ্নিরে।
স্বাহা নামে কন্যা আমি দিলাম তোমারে ॥
আপনি করিবে তুমি আমার রক্ষণ।
ধন জন রাজ্য তোমা কৈনু সমর্পণ ॥
তথাস্তু বলিয়া অগ্নি সেই বর দিল।
স্বাহার সহিত তাঁর বিবাহ হইল ॥

———

পৃথিবীর প্রতি লক্ষ্মীর শাপ ও পাষাণ হইতে অশ্ব উদ্ধার।

শ্রীজন্মেজয় বলেন শুন মহামুনি।
পূর্ব্ব বিবরণ কথা তোমা হৈতে শুনি ॥
লক্ষ্মী কেন অভিশাপ দিলেন ধরায়।
পৃথিবীর কি পাতক কহিবে আমায় ॥

বলেন বৈশম্পায়ন শুনহ রাজন।
সংক্ষেপে তোমায় কহি সে সব কথন ॥
অপার মহিমা তাঁর কে বুঝিতে পারে।
অবিরত কমলা থাকেন বক্ষোপরে ॥
তাহা দেখি বসুমতী কহেন লক্ষ্মীরে।
তোমার সমান তপ কেহ নাহি করে ॥
না দেখি এমন তপ না শুনি শ্রবণে।
নারায়ণ সঙ্গে তুমি থাক রাত্রি দিনে ॥
মহীবাক্য শুনি দেবী ক্রোধ উপজিল।
মনোদুঃখ পেয়ে তাঁরে অভিশাপ দিল ॥
জন্মিবে জনার গর্ভে হবে স্বাহা নাম।
অনল তোমার স্বামী ইথে নাহি আন ॥
পৃথিবী বলেন তুমি শাপ দিলা মোরে।
নারায়ণ সহ দেখা নহিবে তোমারে ॥
পৃথিবী পালিতে জন্মিবেন নারায়ণ।
সতত পাইব আমি তাঁর দরশন ॥
অনুক্ষণ থাকিবেন গোবিন্দ আমাতে।
এত বলি বসুমতী গেলেন ত্বরিতে ॥
শাপে বর পেয়ে তুষ্ট হইল ধরণী।
স্বাহা নাম হৈল নীলধ্বজের নন্দিনী ॥
যোড়হাতে জিজ্ঞাসেন শ্রীজন্মেজয়।
তারপর কোথা গেল পাণ্ডবের হয় ॥
মুনি বলে অশ্ব গিয়া প্রবেশিল বনে।
দক্ষিণ মুখেতে যায় আনন্দিত মনে ॥
সম্মুখে দেখিয়া শিলা বনের ভিতর।
নিজাঙ্গ ঘর্ষিল ঘোড়া পাষাণ উপর ॥
অপরূপ কথা রাজা শুন জন্মেজয়।
পাষাণে ধরিয়া রাখিলেক সেই হয় ॥
বিরস বদন হৈল কৃষ্ণের নন্দন।
ভীম সহ বিরস হইল সর্ব্বজন ॥
অর্জ্জুন বলেন কিবা আশ্চর্য্য বিধান।
ধরিল যজ্ঞের ঘোড়া হইয়া পাষাণ ॥
কি বুদ্ধি করিব আমি কার ঠাঁই যাব।
কহ দেখি কোনরূপে অশ্ব উদ্ধারিব ॥
প্রদ্যুম্ন বলেন শুন পাণ্ডুর নন্দন।
ঐ দেখ সম্মুখে অপূর্ব্ব তপোধন ॥

তপোবনে মুনিস্থানে করহ প্রস্থান ।
দুঃখ না ভাবিও তুমি শুনহ অর্জ্জুন ॥
প্রদ্যুম্ন অর্জ্জুন আর কত রথিগণে ।
মুনি সম্ভাষিতে সবে গেল তপোবনে ॥
সৌভরি রহিয়াছেন আপন আশ্রমে ।
শিষ্যগণ বসিয়াছে তাঁর বিদ্যমানে ॥
বেদ শাস্ত্র পাঠ দেন আনন্দিত মনে ।
ধনঞ্জয় কামদেব গিয়া সেইখানে ॥
প্রণিপাত করিলেন ভূমিষ্ঠ হইয়া ।
নিজ পরিচয় দেন বিনয় করিয়া ॥
পাণ্ডুর তনয় যুধিষ্ঠির নরপতি ।
অশ্বমেধ করিলেন কৃষ্ণের সংহতি ॥
আমরা আইনু অশ্ব করিতে রক্ষণ ।
অর্জ্জুন আমার নাম শুন তপোধন ॥
ভ্রমিতে ভ্রমিতে অশ্ব আইল কানন ।
পাষাণে ধরিল ঘোড়া না জানি কারণ ॥
ভয় পেয়ে নিবেদন চরণে তোমার ।
কহ কহ মহামুনি কি হবে আমার ॥
জ্ঞাতিবধ পাপে রাজা উৎকণ্ঠিত মন ।
না হইল যজ্ঞ সাঙ্গ শুন তপোধন ॥
অর্জ্জুন কহেন যদি এতেক উত্তর ।
শুনিয়া ঈষৎ হাসি কহে মুনিবর ॥
শুন শুন পার্থ তুমি বচন আমার ।
চিত্তের সন্দেহ কেন না ঘুচে তোমার ॥
অখিল ব্রহ্মাণ্ডনাথ তোমার সারথি ।
তথাপিও পাপ বলি মনে ভাব ভীতি ॥
কোটি ব্রহ্মহত্যা যায় যাঁহার স্মরণে ।
হেন কৃষ্ণ নাম তুমি নাহি লও কেনে ॥
না দেখি যে কিছু ভক্তি তোমার অন্তরে ।
সখা বলি জান তুমি দেব গদাধরে ॥
হিংসাতে পূতনা পায় কৃষ্ণের শরীর ।
জ্ঞাতিবধ পাপে কেন ভাবে যুধিষ্ঠির ॥
সতত সম্মুখে যেই দেখে নারায়ণ ।
পাপ নাহি থাকে তার পাণ্ডুর নন্দন ॥
তবে যদি অশ্বমেধে করিয়াছ মতি ।
পাইবে যজ্ঞের হয় না করহ ভীতি ॥
ব্রহ্মশাপে শিলাতনু হইল ব্রাহ্মণী ।
চণ্ডী নামে উদ্দালক মুনির রমণী ॥
তুমি পরশিলে তার হইবে মুকতি ।
পাইবে পূর্ব্বের তনু শুন মহামতি ॥
মুক্ত হইবেক অশ্ব শুন মহাশয় ।
গোবিন্দ বান্ধব তুমি না করিহ ভয় ॥
শুনিয়া এসব কথা সৌভরি বদনে ।
অশ্ব পাশে আইলেন আনন্দিত মনে ॥
মুনির বচনে তবে আনন্দ অন্তরে ।
শিলা পরশিয়া উদ্ধারেন অশ্ববরে ॥
অর্জ্জুন শিলাকে স্পর্শিলেন দুই করে ।
শিলারূপ পরিহরি নারীরূপ ধরে ॥
বহুমতে অর্জ্জুনেরে করিল স্তবন ।
তোমার পরশে হৈল এ পাপ মোচন ॥
তুমি নারায়ণ ইথে নাহি করি আন ।
শাপ হ'তে আমারে করিলে পরিত্রাণ ॥
মুক্ত হ'য়ে নিজালয়ে গেলেন ব্রাহ্মণী ।
পাণ্ডবের সৈন্য দিল জয় জয় ধ্বনি ॥
মহাভারতের কথা অমৃত লহরী ।
কাশীরাম দাস কহে ভবভয় তরি ॥

ব্রাহ্মণীর পাষাণ হইবার বৃত্তান্ত ।

জন্মেজয় রাজা বলে শুন তপোধন ।
ব্রাহ্মণী পাষাণ হৈল কিসের কারণ ॥
অভিশাপ কেন মুনি দিলেন তাহাকে ।
কৃপা করি সেই কথা কহিবে আমাকে ॥
বলেন বৈশম্পায়ন শুন নরপতি ।
মন দিয়া শুন কহি ব্যাসের ভারতী ॥
উদ্দালক নামে মুনি ছিল তপোবনে ।
চণ্ডী নামে তাঁর ভার্য্যা বিখ্যাত ভুবনে ॥
বিবাহ করিয়া মুনি ছিল নিকেতনে ।
চণ্ডীকে বুঝান মুনি বিবিধ বিধানে ॥
আমি তব স্বামী বটে হই গুরুজন ।
যতনে পালিবে তুমি আমার বচন ॥
চণ্ডী বলে তব বাক্য আমি না শুনিব ।
তুমি যাহা বল তাহা আমি না করিব ॥

দুঃখ পায় উদ্দালক তাহার বচনে।
কহিল সকল কথা মুনিপত্নীগণে ॥
তারা বলে বাল্যকালে কত বড় জ্ঞান।
পালিবে তোমার বাক্য হৈলে বুদ্ধিমান ॥
হেনমতে কতকাল বঞ্চিলেন মুনি।
চণ্ডী সে না শুনে কিছু উদ্দালক বাণী ॥
দুঃখ পায় উদ্দালক তাহার মিলনে।
স্বামীর বচন সে কদাচ নাহি শুনে ॥
কমণ্ডলু আনিতে বলিল মুনিবর।
দেবতা পূজিব আমি শুনহ উত্তর ॥
যজ্ঞ করি মনোনীত বর মাগি লন।
চণ্ডী বলে আমি কমণ্ডলু না আনিব ॥
না আনিব কমণ্ডলু যজ্ঞে নাহি কাজ।
কি হইবে সেবিলে গোবিন্দ দেবরাজ ॥
বরে প্রয়োজন নাহি প্রাক্তন যে মূল।
বৃথা উপদেশ দেহ নহে সমতুল ॥
চণ্ডীর বচনে মুনি যন্ত্রণা পাইল।
বাক্য নাহি শুনে নানামতে বুঝাইল ॥
তীর্থ হেতু এল কৌণ্ডিন্য মুনিবর।
উদ্দালক আশ্রমেতে আইল তৎপর ॥
শিষ্যসহ আইল কৌণ্ডিন্য মহামুনি।
প্রীতি পান উদ্দালক সেই কথা শুনি ॥
চণ্ডীকে ডাকিয়া কহিলেন মুনিবর।
না আনিব কৌণ্ডিন্য করিয়া সমাদর ॥
কোথায় পাইব ফল নাহি তপোবনে।
না করিব সম্প্রীতি কৌণ্ডিন্যের সনে ॥
চণ্ডী বলে মুনিরে করিব সমাদর।
ফল মূল আনি আমি দিব ত সত্বর ॥
কমণ্ডলু দেহ নিয়া পদ প্রক্ষালনে।
ঈষৎ হাসিয়া মুনি চণ্ডীর বচনে ॥
সমাদর করি মুনি কৌণ্ডিন্যে আনিল।
পাদ্য অর্ঘ্য যথাযোগ্য কুশাসন দিল ॥
কৌণ্ডিন্য বলেন শুন উদ্দালক মুনি।
কহ কহ কৃষ্ণ-কথা তোমা হৈতে শুনি ॥
উদ্দালক বলে মোর ভার্য্যা দুষ্টমতি।
আশ্রমে রহিতে আমি না পাই পিরীতি ॥
পিতৃশ্রাদ্ধ আসিয়া হইল উপনীত।
বাক্য নাহি শুনে চণ্ডী মম হয় ভীত ॥
কৌণ্ডিন্য বলেন শ্রাদ্ধ করহ প্রভাতে।
দেখি চণ্ডী বাক্য নাহি শুনয়ে কিমতে ॥
রজনী বঞ্চিয়া মুনি প্রত্যুষ বিহানে।
জিজ্ঞাসেন চণ্ডীকে মুনির বিদ্যমানে ॥
আজি মম পিতৃশ্রাদ্ধ শুনহ বচন।
চণ্ডী সে বলিল শ্রাদ্ধে নাহি প্রয়োজন ॥
তাহা দেখি কৌণ্ডিন্যের ক্রোধ উপজিল।
আরক্ত লোচন করি চণ্ডীরে কহিল ॥
স্বামীবাক্য পাপীয়সি নাহি শুন কাণে।
শিলারূপ হও গিয়া আমার বচনে ॥
অব্যর্থ মুনির বাক্য হৃদয়ে ভাবিয়া।
যোড়হাতে বলে চণ্ডী বিনয় করিয়া ॥
অব্যর্থ তোমার বাক্য শুন তপোধন।
কতকালে হবে মম শাপ বিমোচন ॥
দোষ অনুরূপ দণ্ড তুমি দিলা মোরে।
শাপান্ত করহ প্রভু নিবেদি তোমারে ॥
কৌণ্ডিন্য বলেন তুমি থাক গিয়া বনে।
অভিশাপে মুক্ত হবে অর্জ্জুন মিলনে ॥
অশ্বমেধ যজ্ঞ করিবেন যুধিষ্ঠির।
রাখিতে আসিবে ঘোড়া ধনঞ্জয় বীর ॥
ধরিয়া রাখিবে ঘোড়া তুমি বাহুবলে।
অর্জ্জুন পরশে পাপ ঘুচিবে সকলে ॥
এত বলি নিজালয়ে গেল তপোধন।
চণ্ডীকা পাষাণরূপা হৈল সেইক্ষণ ॥
চিরকাল শিলা হ'য়ে আছিল কাননে।
শাপমুক্ত হৈল এবে অর্জ্জুন মিলনে ॥
অশ্বমেধ যজ্ঞ কথা শুন জন্মেজয়।
ভদ্রাবতীপুরে গেল পাণ্ডবের হয় ॥
বিজয় পাণ্ডব কথা অমৃত লহরী।
কাশী কহে শুনিলে তরয়ে ভববারি ॥

হংসধ্বজ রাজার নগরে অশ্বের গমন ও তদুপলক্ষে নানা সংবাদ।

সেই দেশে হংসধ্বজ নামে নৃপবর।
বড়ই ধার্ম্মিক রাজা ধর্ম্মেতে তৎপর॥
সুরথ সুধন্বা তার দুইটি নন্দন।
বিষ্ণুভক্ত দুইজন বিষ্ণুপরায়ণ॥
ঘোড়া উপনীত হৈল তাহার নগরে।
দূত গিয়া সমাচার কহিল রাজারে॥
যুধিষ্ঠির করিলেন অশ্বমেধ ক্রতু।
অর্জ্জুন আইল অশ্ব রাখিবার হেতু॥
নগরে আইল ঘোড়া শুনহ রাজন।
সঙ্গে আসিয়াছে তার বহু সৈন্যগণ॥
দূতমুখে কথা শুনি রাজা আনন্দিত।
আলিঙ্গন দূতে দেন মনে হ'য়ে প্রীত॥
কি কহিলে আরে দূত শুভ সমাচার।
আইল আমার পুরে পাণ্ডুর কুমার॥
আজি সে আমার জন্ম হইল সফল।
অর্জ্জুন আগত পুরে বড়ই মঙ্গল॥
যেখানে অর্জ্জুন তথা দেব নারায়ণ।
এই কথা অতি সত্য কহে মুনিগণ॥
দেখিব মাধবে আমি পাণ্ডব মিলনে।
চিরদিন সাধ আছে কৃষ্ণ দরশনে॥
ধরিয়া যজ্ঞের ঘোড়া আনহ সত্বরে।
এত বলি নৃপতি ডাকিল অনুচরে॥
পাইয়া রাজার আজ্ঞা অনুচরগণ।
ধরিল যজ্ঞের ঘোড়া করিয়া যতন॥
অশ্ব ল'য়ে দিল হংসধ্বজের গোচরে।
মহানন্দে নরপতি আপনা পাসরে॥
যতন করিয়া অশ্ব রাখিল রাজন।
অর্জ্জুনে ধরিতে পুনঃ করিলেক মন॥
হংসধ্বজ বলে ওহে শুন বীরগণ।
যতন করিয়া সবে ধরিবা অর্জ্জুন॥
তবে সে পাইব আমি কৃষ্ণ দরশন।
সবান্ধবে পরশিব তাঁহার চরণ॥
এ বড় আমার সাধ আছয়ে অন্তরে।
দেখিব সে নারায়ণ আপনার ঘরে॥
আমার তপের ফল হইল উদয়।
সে কারণে আইলেন পাণ্ডুর তনয়॥
বান্ধহ যজ্ঞের ঘোড়া আর নাহি ডর।
এখনি অর্জ্জুন সহ হইবে সমর॥
ঘোড়া বান্ধা গেলে পার্থ কোথাও না যাবে।
অর্জ্জুন হইতে সবে গোবিন্দ দেখিবে॥
উত্তপ্ত করহ তৈল তাম্রের কুণ্ডেতে।
শীঘ্র রণে না আসিলে ফেলিবে তাহাতে॥
এত বলি রাজা দিল দামামা ঘোষণ।
পরস্পর সে কথা শুনিল সর্ব্বজন॥
রাজার আদেশ পেয়ে রাজ-পুরোহিত।
তাম্রের কটাহে কৈল তৈলেতে পূর্ণিত॥
তৈল তপ্ত যতনে করিল মুনিবর।
তাহা শুনি ভয় পায় যত ধনুর্দ্ধর॥
সত্বরে আইল সবে নানা অস্ত্র ধরি।
বিমানে চড়িয়া কেহ তুরঙ্গ উপরি॥
নৃপতি তনয় যে সুধন্বা ধনুর্দ্ধর।
শীঘ্রগতি আইসে সেই করিতে সমর॥
হেনই সময়ে তবে সুধন্বার নারী।
যোড়হস্ত করি বলে লজ্জা পরিহরি॥
শুন প্রাণনাথ তব কোথায় গমন।
নানা অস্ত্র বান্ধিয়াছ কিসের কারণ॥
সুধন্বা বলেন তত্ত্ব নাহি জান তুমি।
যুদ্ধ হেতু আদেশ করেন নৃপমণি॥
অর্জ্জুন আইল পুরে তুরঙ্গ লইয়া।
ঘোড়া ধরিলেন পিতা দূত পাঠাইয়া॥
অর্জ্জুন সারথি কৃষ্ণ জানিয়া শ্রবণে।
যুদ্ধ অভিলাষ পিতা কৈল সে কারণে॥
চিরদিন আছে সাধ কৃষ্ণ দরশনে।
অর্জ্জুন ধরিতে আজ্ঞা দিল সে কারণে॥
সেই হেতু দিল রাজা নগরে ঘোষণা।
সাজিয়া চলিল যুদ্ধে যত রাজসেনা॥
শুন প্রিয়ে পিতার মনের অভিলাষ।
আনিয়া দেখাব আজি দেব শ্রীনিবাস॥
যাত্রা করি যাই আমি করিবারে রণ।
জয়ধ্বনি দিয়া গৃহে করহ গমন॥

প্রভাবতী বলে নাথ শুন সাবধানে।
আজি ঋতুভোগ তুমি কর মম সনে ॥
একে পতিব্রতা আমি শুন প্রাণেশ্বর।
প্রভাতে যাইবে কালি করিতে সমর ॥
ঋতুস্নান করিয়াছি নিবেদি তোমারে।
পুত্রদান দিয়া যাও যুদ্ধ করিবারে ॥
অর্জ্জুন সহিত যাও করিবারে রণ।
এ কথা শুনিয়া মম চমকিত মন ॥
পাণ্ডবের সখা কৃষ্ণ বিদিত সংসারে।
কেমন করিয়া তুমি জিনিবে তাহারে ॥
আমি যে অবলা জাতি তাহে কুলনারী।
পুত্র না হইলে তবে কি প্রকারে তরি ॥
তোমার ঔরসে মম হইবে তনয়।
ঋতুর পালন কর শুন মহাশয় ॥
শুন প্রাণনাথ মোরে না কর নিরাশ।
পিতৃলোকে রাখ জল গণ্ডুষের আশ ॥
সংসার অসার দেখ সার নারায়ণ।
পুত্রদান দিয়া মোরে করহ গমন ॥
সুধন্বা বলিল তবে শুনহ সুন্দরী।
মিথ্যা পুত্রে কিবা কার্য্য যদি তুষ্ট হরি ॥
প্রভাবতী বলে নাথ এ নহে বিচার।
জনম বিফল অঙ্কে পুত্র নাহি যার ॥
পুন্নাম নরকে তার নাহিক নিষ্কৃতি।
এ সব শাস্ত্রের কথা শুন প্রাণপতি ॥
ব্যাস বশিষ্ঠাদি যত মহামুনিগণ।
পুত্র জন্মাইল সবে শুন নিবেদন ॥
ইথে দোষ নাহি, মোরে দেহ পুত্রদান।
তবে গিয়া সংগ্রামে দেখিবে ভগবান ॥
সুধন্বা বলিল শুন আমার বচন।
করিল আমার পিতা নিদারুণ পণ ॥
শীঘ্রগতি যেইজন না আসে সমরে।
তাহারে ফেলিবে তপ্ত তৈলের উপরে ॥
তপ্ত তৈলে ফেলাইবে তবে নরপতি।
প্রাণভয়ে সর্ব্বজন গেল শীঘ্রগতি ॥
পশ্চাৎ যাইব আমি নহে ভাল কাজ।
ক্রোধ করি তৈলেতে ফেলিবে মহারাজ ॥
শুন প্রভাবতী তুমি আজ থাক ঘরে।
সংগ্রাম জিনিয়া আমি তুষিব তোমারে ॥
প্রভাবতী বলে কথা শুন প্রাণেশ্বর।
অর্জ্জুনে জিনিবা তুমি অতি সে দুষ্কর ॥
সখা যাঁর নারায়ণ সংসারের সার।
এ তিন ভুবনে পরাজয় নাহি তাঁর ॥
ভকতবৎসল হরি রাখেন অর্জ্জুনে।
পূরিয়া আমার আশ তুমি যাহ রণে ॥
পঞ্চশরে জর্জ্জর হইল কলেবর।
আলিঙ্গন দিয়া মোরে তোষহ সত্বর ॥
ঋতুর রক্ষণে নাহি দিনের বিচার।
এ সকল শাস্ত্র কথা তব জ্ঞাত সার ॥
ভার্য্যার বচন বীর নারিল লঙ্ঘিতে।
হাসিয়া যুদ্ধের সাজ এড়িল ভূমেতে ॥
সুধন্বা শয়ন কৈল খট্টার উপরে।
ভুঞ্জিয়া শৃঙ্গার তুষ্ট করিল ভার্য্যারে ॥
প্রভাবতী গর্ভ ধরে বীর কৈল স্নান।
যুঝিতে সুধন্বা যুদ্ধে করিল প্রয়াণ ॥
কুবলয়া নামে তার আইল ভগিনী।
সুধন্বা গমনে দেয় জয় জয় ধ্বনি ॥
যাহ যাহ সাধু ভাই অর্জ্জুনের রণে।
তোমা হৈতে কৃষ্ণ আমি দেখিব নয়নে ॥
সুধন্বার জননী পাইল সমাচার।
পুত্রের সম্মুখে আসে আনন্দ অপার ॥
শীঘ্র যাহ আরে পুত্র করিতে সমর।
তোমা হৈতে আজি সে দেখিব গদাধর ॥
যেখানে অর্জ্জুন তথা দেব নারায়ণ।
সত্য বলি এই কথা বলে সর্ব্বজন ॥
বিলম্ব না কর পুত্র চলহ সত্বরে।
পূর্ব্ব পুণ্যফলে ঘোড়া আইল নগরে ॥
চিরদিন আছে সাধ কৃষ্ণ দরশনে।
দেখিব পরমানন্দে অর্জ্জুন মিলনে ॥
জননীর বচন শুনিয়া হরষিত।
প্রণাম করিয়া মায়ে চলিল ত্বরিত ॥
হেথা দেখ সর্ব্ব সৈন্য সাজিয়া আইল।
হংসধ্বজ মহারাজ সবারে দেখি

সুধন্বারে না দেখিয়া বলে নরপতি।
কেন দিল নারায়ণ এমন সন্ততি॥
কোপে হংসধ্বজ কহিলেন পুরোহিতে।
আজি সুধন্বাকে তৈলে ফেলহ নিশ্চিতে॥
পুত্র হ'য়ে না পালিল পিতার বচন।
হেন ছার পুত্রে মম নাহি প্রয়োজন॥
পুরোহিত সহ রাজা এ কথা কহিতে।
সুধন্বা আইল তথা পিতার সাক্ষাতে॥
প্রণাম করিয়া পুরোহিতের চরণে।
রাজারে প্রণাম করে রাজ সম্ভাষণে॥
সুধন্বারে দেখি রাজা বলে কুবচন।
এখন বাহির দুষ্ট হলি কি কারণ॥
ঘোড়া রাখিবারে পার্থ আসে মম পুরে।
যত্ন করিলাম তারে ধরিবার তরে॥
অর্জ্জুন ধরিলে পাব কৃষ্ণ দরশন।
বুঝিয়া করিনু আমি নিদারুণ পণ॥
ত্বরায় সাজিয়া যেবা না আসে সমরে।
তাহারে ফেলিব তপ্ত তৈলের ভিতরে॥
ভয়েতে সাজিয়া এল যত সেনাগণ।
সে ভয় তোমার মনে নাহিক স্মরণ॥
সুধন্বা বলেন পিতা কর অবধান।
অস্ত্র ল'য়ে আসি আমি করিতে সংগ্রাম॥
হেনকালে প্রভাবতী সম্মুখে আইল।
ঋতুর রক্ষণ হেতু আমারে কহিল॥
মহাপাপ হয় ঋতু না কৈলে রক্ষণ।
অতএব বিলম্ব হইল সে কারণ॥
ইহা শুনি বলে হংসধ্বজ নরপতি।
জন্মিলে আমার কুলে তুমি পাপমতি॥
যুদ্ধের সময় তোর নারীতে যতন।
আরে দুষ্ট দেখিব কেমনে নারায়ণ॥
তুমি সে আমার কুলে পাপিষ্ঠ হইলে।
ছাড়িয়া ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম কামে মন দিলে॥
কৃষ্ণেতে বিমুখ হৈলে যাহ তৈল পাশে।
উচিত যে শাস্তি হয় ভুঞ্জহ বিশেষে॥
না করিলে ঋতু রক্ষা হয় মহাপাপ।
কি বুঝিয়া সুধন্বারে দেহ মনস্তাপ।
সুধন্বা বৈষ্ণব বড় জানহ আপনি।
লঘুপাপে গুরুদণ্ড নহে নৃপমণি॥
পাত্রের বচনে রাজা বলে পুরোহিতে।
সুধন্বা আমার পুত্র আসিল পশ্চাতে॥
ঋতুরক্ষা হেতু যে বিলম্ব হৈল তার।
কহ প্রভু কি হইবে ইহার বিচার॥
ওহে রাজা সর্ব্বগুণে তুমি নরপতি।
প্রতিজ্ঞা লঙ্ঘিতে চাহ দেখিয়া সন্ততি॥
ক্ষত্রের প্রতিজ্ঞা ধর্ম্ম ঘোষে সর্ব্বজন।
পুত্রস্নেহে ধর্ম্মপথ করিছ লঙ্ঘন॥
এত বলি সভা হৈতে যায় পুরোহিত।
মহাক্রোধভরে চলে অধর কম্পিত॥
না থাকিব তোর দেশে শুন নরপতি।
দেখিনু তোমার রাজা এবে পাপেমতি॥
এত শুনি হংসধ্বজ কহিল পাত্রেরে।
আমি যাই পুরোহিত আনিবার তরে॥
তপ্ত তৈলে সুধন্বাকে ফেলাইবে তুমি।
সুধন্বারে পুনঃ যেন নাহি দেখি আমি॥
অন্যের বচনে পুরোহিত না আসিবে।
যতন করিয়া আমি আনি গিয়া তবে॥
এত বলি হংসধ্বজ চলিল সত্বরে।
সুমতি পাত্রের পুত্র বলে সুধন্বারে॥
আপনি শুনিলে তুমি রাজার বচন।
তৈল পাশে দ্রুত যাও রাজার নন্দন॥
সুধন্বা বলেন তৈলে ত্যজিব জীবন।
বড় দুঃখ না দেখিনু কমললোচন॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান॥

তপ্ত তৈলে সুধন্বাকে নিক্ষেপ।

এত বলি সুধন্বা আইল তৈলে পাশে।
ভয় পেয়ে লোক সব দেখিতে না আসে॥
তপ্ত তৈল দেখি বীর নাহি করে ভয়।
গোবিন্দ-চরণ ভাবে রাজার তনয়॥
জয় জয় নারায়ণ পরম কারণ।
আমি মূঢ় না দেখিনু তোমার চরণ॥

এ বড় অধিক দুঃখ রহিল অন্তরে।
অর্জ্জুন সহিত কৃষ্ণ না দেখি সমরে ॥
ওহে কৃষ্ণ রক্ষা কর অকাল মরণ।
তপ্ত তৈলে মোরে রক্ষা কর নারায়ণ ॥
উচ্চৈঃস্বরে সুধন্বা ডাকিছে নারায়ণে।
সঙ্কটে রাখিতে কেহ নাহি তোমা বিনে ॥
এত বলি সুধন্বা জপিছে কৃষ্ণ নাম।
ইহা শুনি শোকে লোক হইল অজ্ঞান ॥
সুমতি পাত্রের পুত্র ধরি সুধন্বারে।
ফেলাইয়া দিল তপ্ত তৈলের উপরে ॥
ভক্ত বুঝি তাহারে রাখেন নারায়ণ।
তপ্ত তৈল হৈতে তার নহিল মরণ ॥
সুধন্বা বসিয়া আছে তৈলের ভিতরে।
তৈলে বসি কৃষ্ণনাম ডাকে উচ্চৈঃস্বরে ॥
ঘন ঘন হরিনাম ডাকিছে সুধন্বা।
নৃপতির সভায় হেথা উঠিলেক কান্না ॥
শুন রাজা জন্মেজয় কহিনু তোমারে।
পড়িল সুধন্বা তপ্ত তৈলের ভিতরে ॥
ভক্ত বুঝি তাহারে রাখেন নারায়ণ।
তপ্ত তৈলে সুধন্বার নহিল মরণ ॥
শ্রীজন্মেজয় বলে কহ মহামুনি।
কি কর্ম্ম সুধন্বা কৈল কহ দেখি শুনি ॥

তপ্ত তৈলে সুধন্বার পতনে রাণীর শোক।

না দেখিয়া সুধন্বারে,কান্দিতেছেউচ্চৈঃস্বরে,
ভূমিতে লোটায়ে সর্ব্বজন।
কেহ মনে দুঃখ পেয়ে, রাজার সম্মুখে গিয়ে,
কহিলেন সুধন্বা নিধন ॥
তাহা শুনি পুরোহিতে,রাজাকহে দুঃখচিত্তে,
সুধন্বা মরিল তৈল পাশে।
রক্ষা পায় ধর্ম্মপথ, রহিল শাস্ত্রের মত,
দেখিবারে চলহ হরিষে ॥
তবে হংসধ্বজ রায়, ধরি পুরোহিত পায়,
তৈল পাশে আনিল সত্বরে।
তাহাতে বেড়িয়া লোক,করে নানাবিধশোক,
না দেখি বৈষ্ণব সুধন্বারে ॥
হংসধ্বজ নরপতি, বিহ্বলে পড়িয়া ক্ষিতি,
পুত্রশোকে হরিল চেতন।
কেহ জল দেয় মুখে, কর্ণমূলে কেহ ডাকে,
পুত্রশোকে মূর্চ্ছিত রাজন ॥
নগরে বনিতা ধেয়ে, সমাচার দিল গিয়ে,
সুধন্বার জননি যেখানে।
শুন শুন ঠাকুরাণী, সুধন্বা ত্যজিল প্রাণী,
অগ্নি সহ তৈলের মিলনে ॥
শুনি অমঙ্গল কথা, চলে সুধন্বার মাতা,
ত্যজিয়া চলেন অন্তঃপুরী।
বধূগণ চলে সাথে, শোকাকুল হ'য়ে চিতে,
প্রভাবতী সুধন্বার নারী ॥
লজ্জা ভয় নাহিকরে,কান্দেরামা উচ্চৈঃস্বরে,
কোথা প্রভু বৈষ্ণব সুধন্বা।
রণস্থলে প্রবেশিয়ে, কে ধরিবে ধনঞ্জয়ে,
কৃষ্ণকে দেখাবে কোন জনা ॥
ধরিয়া রাজার পায়, কান্দে রাণী উভরায়,
কেন কৈলা নিদারুণ পণ।
রণস্থলে প্রবেশিবে, অর্জ্জুনেরে পরাজিবে,
মিছে তুমি করিলে ভাবনা ॥
রাজা বলে উঠ পুত্র, লহ তুমি নানা অস্ত্র,
পরাভব করহ অর্জ্জুনে।
আছিল সে অভিলাষ, দেখিবারে শ্রীনিবাস,
আনিয়া দেখাও নারায়ণে ॥
এত বলি সে রাজন, পুত্রশোকে অচেতন,
প্রবোধ করয়ে রাজরাণী।
শোকসিন্ধু তেয়াগিয়া, অর্জ্জুনেরে পরাজিয়া,
আনিয়া দেখাও চক্রপাণি ॥
পুলকে পূর্ণিত হ'য়ে, নৃপ অগ্রে পাত্র ধেয়ে,
কহিছেন শুন মহারাজ।
সুধন্বা না মরে তৈলে, বসিয়াছে কুতূহলে,
যেন দেখি প্রফুল্ল পঙ্কজ ॥
মহাভারতের কথা, শ্রবণে ঘুচয়ে ব্যথা,
কলির কলুষ হয় নাশ।
কমলাকান্তের সুত, সুজনের মনঃপূত,
বিরচিল কাশীরাম দাস ॥

তপ্ত তৈল হইতে সুধন্বার উত্থান ও
পাণ্ডব-সৈন্তের সহিত যুদ্ধ।

সুমতি পাত্রের মুখে শুনিয়া বচন।
সুধন্বা দেখিতে রাজা করিল গমন॥
বসিয়া সুধন্বা আছে তৈলের ভিতরে।
কাঞ্চন প্রতিমা যেন দেখে মহাবীরে॥
নাহি মরে সুধন্বা দেখিল নৃপমণি।
হরিষে করয়ে লোক জয় জয় ধ্বনি॥
শঙ্খ পুরোহিত বলে শুন নরপতি।
তৈল নাহি তাতে তেঁই হরষিতে স্থিতি॥
পুত্রস্নেহ হেতু তুমি ভাণ্ডও আমারে।
তপ্ত নাহি হয় তৈল কহিনু তোমারে॥
পরীক্ষা করিয়া তৈল জানিব সকল।
আমারে আনিয়া দেহ নারিকেল ফল॥
নারিকেল অনুচরে আনয়ে সত্বরে।
পুরোহিত ফেলে তাহা তৈলের উপরে॥
তৈল পরশিতে ফল শতখান হৈল।
শঙ্খ পুরোহিত ভালে আসিয়া বাজিল॥
অচেতন হ'য়ে দোঁহে পড়িল ধরণী।
ভয় প্রাপ্তে দোঁহারে তুলিল নৃপমণি॥
কতক্ষণে দুইজন পাইলা চেতন।
সুমতি পাত্রেরে রাজা জিজ্ঞাসে কারণ॥
তৈল পরশিতে শিশু কি বাক্য বলি।
অপূর্ব্ব ঔষধ মুখে কিবা দিয়াছিল॥
পাত্র বলে অবধান কর দ্বিজবর।
নারায়ণে সুধন্বা ডাকিল বহুতর॥
কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি মুখে, তৈলেতে পড়িল।
সকল লোকেতে ইহা নয়নে দেখিল॥
রক্ষা করিলেন হরি এই সুধন্বারে।
ঔষধ না জানে কিছু, কহিনু তোমারে॥
পাত্র বোলে দুইজন হৈল হরষিত।
ঝাঁপ দিতে তৈলকুণ্ডে চলিল ত্বরিত॥
আমরা পাষণ্ড বড় হিংসিনু বৈষ্ণবে।
রাখিলে এ পাপ তনু নরকে ডুবিবে॥
এত বলি তৈলেতে পড়িল দুইজন।
সুধন্বার অঙ্গ স্পর্শে এড়ায় মরণ॥
শঙ্খ পুরোহিত ল'য়ে রাজার কুমার।
তৈল হৈতে উঠিলেন আনন্দ অপার॥
হরষিত হংসধ্বজ পুত্র দরশনে।
সুধন্বা প্রণাম কৈল পিতার চরণে॥
তবে দুই পুরোহিত কহিল রাজারে।
সুধন্বা সমান ভক্ত নাহিক সংসারে॥
বৈষ্ণব হিংসিয়া মোরা পাইনু যন্ত্রণা।
শুন হংসধ্বজ বড় বৈষ্ণব সুধন্বা॥
সুধন্বা জিনিবে রণ ইথে নাহি আন।
আনিয়া তোমারে দেখাইবে ভগবান॥
পুরোহিত মুখে রাজা শুনিয়া বচন।
সুধন্বাকে তুষিলেন দিয়া আলিঙ্গন॥
হেনকালে রাজরাণী কহে সুধন্বারে।
শুভক্ষণে তোমা আমি ধরিনু উদরে॥
শুন পুত্র শীঘ্র যাও করিবারে রণ।
আনিয়া দেখাও মোরে কমললোচন॥
এত বলি রাজরাণী গেল নিজঘরে।
হরিষে সুধন্বা যায় যুদ্ধ করিবারে॥
সুধন্বা সংগ্রাম করে হাতে ধনুর্ব্বাণ।
চঞ্চল পাণ্ডব-সৈন্য নাহি ধরে টান॥
তবে বৃষকেতু বীর কর্ণের তনয়।
রথ আরোহিয়া আসে সমরে নির্ভয়॥
ধনুকে টঙ্কার দিয়া প্রবেশিল রণে।
যুদ্ধ আরম্ভিল তবে সুধন্বার সনে॥
বৃষকেতু শত বাণ পূরিল সন্ধান।
সুধন্বা কাটিয়া তাহা কৈল খান খান॥
পঞ্চশত বাণ এড়ে রাজার নন্দন।
বাণাঘাতে বৃষকেতু হৈল অচেতন॥
সুধন্বা বিন্ধয়ে তবে কর্ণের নন্দনে।
আগু হৈল কামদেব ক্রোধ করি মনে॥
চেতন পাইয়া উঠে কর্ণের কুমার।
ধনুক পাতিল বীর আসি পুনর্ব্বার॥
সুধন্বাকে ডাকিয়া বলিল ক্রোধমনে।
আমার সহিত যুদ্ধ বিন্ধ অন্যজনে॥
এ নহে ক্ষত্রিয় ধর্ম্ম শুনহ সুধন্বা।
আজি তোমা বধি আমি রাখিব ঘোষণা॥

এত বলি বৃষকেতু বাণবৃষ্টি করে।
নিবারে সুধন্বা তাহা চোখ চোখ শরে॥
বৃষকেতু রথধ্বজ সুধন্বা কাটিল।
সারথির মাথা কাটি ভূমেতে পাড়িল॥
বাণ গুণ ধনু তার কাটিলেক শরে।
মারিল সহস্র বাণ বৃষকেতু বীরে॥
ভঙ্গ দিয়া গেল তবে কর্ণের নন্দন।
প্রদ্যুম্ন আইল তবে করিবারে রণ॥
মহাক্রোধভরে বীর আইল সমরে।
বাণাঘাতে পড়িল যতেক বীরবরে॥
তাহা দেখি সুধন্বার ক্রোধ উপজিল।
একবারে শতবাণ সন্ধান পূরিল॥
প্রদ্যুম্নে বিন্ধিল বীর করিয়া যতন।
শোণিত ভূষিত তনু রুক্মিণী নন্দন॥
পুনঃ পুনঃ বিন্ধে বাণ পূরিল আকর্ণ।
বাণাঘাতে সুধন্বা যে হইল বিবর্ণ॥
সুধন্বা সহিত রণ কৈল বহুতর।
কেহ পরাভব নহে দোঁহাতে সোসর॥
হেনমতে দুইজনে হইল সমর।
কৃতবর্ম্মা আইলেন ল'য়ে ধনুঃশর॥
সুধন্বা সহিত রণ কৈল বহুতর।
সহিতে না পারি যুদ্ধ হইল ফাঁপর॥
বাণাঘাতে কৃতবর্ম্মা পড়ে গিয়া দূরে।
অনুশাল্ব দৈত্য আসে যুদ্ধ করিবারে॥
ধনুক পাতিল সুধন্বার সন্নিধানে।
আবরে আকাশ দোঁহে বাণ বরিষণে॥
ডাক দিয়া অনুশাল্ব বলে ক্রোধ বাণী।
আজি শরাঘাতে তোর বধিব পরাণী॥
ভয় পেয়ে দৈত্যেশ্বর সুধন্বার রণে।
সহিতে না পারে বীর বাণের সন্ধানে॥
পরশু পট্টিশ গদা এড়ে দৈত্যপতি।
সুধন্বা নিবারে তাহা করিয়া শকতি॥
শিলীমুখ সূচীমুখ অর্দ্ধচন্দ্র বাণ।
সুধন্বা উপরে দৈত্য পূরিল সন্ধান॥
নিবারয়ে রাজসুত বাণের আঘাতে।
তাহা দেখি অনুশাল্ব ভীত হৈল চিতে॥
সুধন্বা করিল তবে বাণের সন্ধান।
শরজালে দৈত্যের কাটিল ধনুর্ব্বাণ॥
কাটিল রথের ঘোড়া সারথির মুণ্ড।
বাণ গুণ ধনু কাটি কৈল খণ্ড খণ্ড॥
মারিল সহস্র বাণ দৈত্যের উপরে।
মূর্চ্ছা হৈয়া অনুশাল্ব পড়ে গিয়া দূরে॥
আগে হৈয়া যুবনাশ্ব পুত্রের সংহতি।
বাণবৃষ্টি করে দোঁহে যতেক শকতি॥
সুধন্বা নিবারে বাণ হাতে ধরি চাপ।
বাণবৃষ্টি করিলেন দুর্জ্জয় প্রতাপ॥
সুধন্বার বাণ যেন অগ্নির সমান।
সহিতে না পারে রাজা কাতর পরাণ॥
সুবেগ সাহস করি প্রবেশিল রণে।
পিতা পুত্রে অচেতন সুধন্বার বাণে॥
রথ হৈতে দূরেতে পড়িল দুইজন।
সাত্যকি আইল তবে করিবারে রণ॥
সাত্যকি সহিত পরে যুঝয়ে সুধন্বা।
ভয়েতে কাতর হয় পাণ্ডবের সেনা।
যুঝিতে নারিল কেহ সুধন্বার সাথে।
পলায় পাণ্ডব-সেনা ভয় পেয়ে চিতে॥
বিমুখ হইল তবে যত সেনাপতি।
তাহা দেখি আইলেন পার্থ মহামতি॥
ধনঞ্জয় ডাকিয়া বলে সুধন্বারে।
ভঙ্গ দিল সৈন্য মম তোমার সমরে॥
পরাক্রম যত তব দেখিলাম আমি।
সাহস করিয়া মম সঙ্গে যুঝ তুমি॥
সুধন্বা বলেন শুন বীর ধনঞ্জয়।
যুঝিব তোমার সনে মম নাহি ভয়॥
কিন্তু এক কথা আমি জিজ্ঞাসি তোমারে।
কৃষ্ণেরে না দেখি কেন তব রথোপরে॥
সারথি তোমার রথে নাহি নারায়ণ।
কেমনে করিবে তুমি মম সহ রণ॥
কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে তুমি জিনিলে সবায়।
তব রথে সারথি ছিলেন যদুরায়॥
এবে কৃষ্ণহীন তুমি কিসের লাগিয়া।
নারিবে জিনিতে যুদ্ধ, যাওত ফিরিয়া॥

তোমার প্রতিজ্ঞা আমি শুনি লোকমুখে।
খাণ্ডব দাহন তুমি করিলা কৌতুকে ॥
কিরাত শঙ্কর সঙ্গে করিলা সমর।
ত্রিভুবনে বীর নাহি তোমার সোসর ॥
শুনহ অর্জ্জুন তোমায় করি নিবেদন
কোন্ স্থানে কৃষ্ণ বিনা জিনিয়াছ রণ ॥
সংগ্রাম জিনিয়া তব প্রকাশিল যশ।
হারিলে আমার যুদ্ধে হবে অপযশ ॥
যদি যুদ্ধ করিতে তোমার থাকে মন।
আপনি সারথি লহ দেব নারায়ণ ॥
সুধন্বার বচনে অর্জ্জুন ক্রোধবান।
গাণ্ডীব লইয়া হাতে পূরেন সন্ধান ॥
আকর্ণ পূরিয়া মারিলেন সুধন্বারে।
হংসধ্বজ সুত তাহা নিবারিল শরে ॥
ক্রোধে বাণ মারিলেন রাজার নন্দন।
বাণের উপর বাণ করে বরিষণ ॥
অর্জ্জুনের বাণ বৃষ্টি আকাশ ছাইল।
ঘোরতর অন্ধকার করি আচ্ছাদিল ॥
ভয়েতে পলায় যত নৃপ-সেনাগণ।
অর্জ্জুনের বাণে কেহ নহে স্থির মন ॥
গজবাজী রথ পড়ে গণিতে না পারি।
রুধিরে কর্দ্দম ভূমি দেখে ভয় করি ॥
অর্জ্জুনের যুদ্ধ দেখি কম্পবান সেনা।
সাহস করিয়া যুদ্ধ করিছে সুধন্বা ॥
কাটিল সকল অস্ত্র চক্ষুর নিমিষে।
সুধন্বা বিক্রম দেখি অর্জ্জুন প্রশংসে ॥
সুধন্বা সাহস করি করিছে সংগ্রাম।
অর্জ্জুন উপরে অস্ত্র পড়ে অবিশ্রাম ॥
অর্জ্জুনের রথ বীর করে নিরীক্ষণ।
সারথি চালায় রথ নাহি নারায়ণ ॥
নৃপতি-তনয় তবে বিচারিল মনে।
অর্জ্জুনের সারথি কাটিলে এক বাণে ॥
তবে আসিবেন কৃষ্ণ অর্জ্জুনের রথে।
এত বলি দশ বাণ যুড়িল ত্বরিতে ॥
সুধন্বা এড়িল বাণ পূরিয়া সন্ধান।
সারথির মাথা কাটি কৈল দুইখান ॥
জর্জ্জর অর্জ্জুন-তনু সুধন্বার বাণে।
রথ নাহি চলে বীর যুঝেন কেমনে ॥
হইলেন কাতর তখন ধনঞ্জয়।
স্মরণ করিবামাত্র কৃষ্ণের উদয় ॥
সুধন্বা দেখিল কৃষ্ণ রথের উপর।
যোড়হস্ত হ'য়ে বীর নানা স্তুতি করে ॥
আজি যে সফল হৈল আমার জীবন।
একত্র দেখিনু আজি নর নারায়ণ ॥
ব্রহ্মাদি দেবতা যাঁরে না পায় দেখিতে।
হেন কৃষ্ণ দেখিলাম অর্জ্জুনের রথে ॥
ধন্য হে অর্জ্জুন তুমি পাণ্ডুর নন্দন।
স্মরণে আনিলে তুমি দেব নারায়ণ ॥
চিরদিন যোগাসনে ভাবে যোগীগণ।
বহু তপ করিয়া না পায় দরশন ॥
হেন কৃষ্ণ আইলেন স্মরণ করিতে।
হস্তেতে পাঁচনী ধরি রথ চালাইতে ॥
ধন্য হে অর্জ্জুন তুমি পাণ্ডুর কুমার।
এ তিন ভুবনে নাহি তুলনা তোমার ॥
এখন যুঝিব আমি তোমার সংহতি।
প্রতিজ্ঞা করহ তুমি পার্থ মহামতি ॥
অর্জ্জুন বলেন তোমা পরাজিব রণে।
প্রতিজ্ঞা করিনু আমি কৃষ্ণ বিদ্যমানে ॥
সুধন্বা বলেন শুন বীর ধনঞ্জয়।
আমি তব তিন বাণ কাটিব নিশ্চয় ॥
কাটিয়া তোমার বাণ ফেলিব ভূমিতে।
সত্য করি কহিলাম কৃষ্ণের সাক্ষাতে ॥
সুধন্বার বচন শুনিয়া নারায়ণ।
প্রবোধ করিয়া পার্থে কহেন তখন ॥
এমত প্রতিজ্ঞা তুমি কর কি কারণ।
এমত প্রতিজ্ঞা কভু না হয় শোভন ॥
সুধন্বা বৈষ্ণব বড় শুন ধনঞ্জয়।
কাটিবে তোমার অস্ত্র কহিনু নিশ্চয় ॥
তিনবাণে সুধন্বাকে কাটিবে কেমনে।
তৃণ তুল্য নহ তুমি সুধন্বার রণে ॥
মহাবলবন্ত হংসধ্বজের নন্দন।
শুন সখা প্রতিজ্ঞা করিলে কি কারণ ॥

অর্জ্জুন বলেন কৃষ্ণ তুমি যার নাথ ।
কখন' কি হয় তার প্রতিজ্ঞা ব্যাঘাত ॥
কখন প্রতিজ্ঞা মম ব্যর্থ নাহি হয় ।
তোমার প্রসাদে মম সর্ব্বত্রেতে জয় ॥
ঈষৎ হাসেন হরি অর্জ্জুনের বোলে ।
সুধন্বা ধনুক হাতে নিল সেইকালে ॥
অর্জ্জুন গাণ্ডীব ধরিলেন হৃষ্টমনে ।
সাহস করিয়া যুদ্ধ করে দুইজনে ॥
সুধন্বা যতেক বাণ পূরিল সন্ধান ।
বাণেতে অর্জ্জুন করিলেন খান খান ॥
অর্জ্জুন এড়েন বাণ সুধন্বা উপরে ।
নৃপতি-তনয় তাহা নিবারিল শরে ॥
হেনমতে দোঁহে যুদ্ধ করিলেন নানা ।
দেবাসুরে দিতে নাহি তাহার তুলনা ॥
অগ্নিবাণ সুধন্বা করিল অবতার ।
বারুণাস্ত্রে নিবারিল ইন্দ্রের কুমার ॥
যুড়িল বায়ব্য অস্ত্র পাণ্ডুর কুমার ।
পর্ব্বতাস্ত্রে সুধন্বা করিলেন সংহার ॥
দোঁহে মহাবলবন্ত বিক্রমে বিশাল ।
দুইজনে যুঝে যেন প্রলয়ের কাল ॥
কোপেতে সুধন্বা দিব্য অস্ত্র নিল হাতে ।
আকর্ণ পূরিয়া মারে অর্জ্জুনের মাথে ॥
বাণাঘাতে হইলেন অর্জ্জুন ফাঁপর ।
পড়িলেন কৃষ্ণ কোলে হইয়া কাতর ॥
হাত বুলায়েন হরি পার্থের শরীরে ।
শ্রম দূর করিয়া নিলেন ধনু করে ॥
অর্জ্জুন মারেন বাণ দিয়া হুহুঙ্কার ।
দশযোজন পাছু হৈল রাজার কুমার ॥
কতক্ষণে সুধন্বা আইল পুনর্ব্বার ।
মহাক্রোধে বাণ মারে অর্জ্জুন উপর ॥
সেই বাণে রথ গেল উভয় যোজন ।
দেখিয়া কহেন কৃষ্ণে পাণ্ডুর নন্দন ॥
হে কৃষ্ণ দেখিয়া কি করিলা নিরূপণ ।
দোঁহা মধ্যে বলবান হয় কোন্ জন ॥
হাসিয়া অর্জ্জুন বাক্যে কহেন শ্রীহরি ।
তোমা হৈতে সুধন্বারে আমি ব্যাখ্যা করি ॥
আমি রথে বিশ্বম্ভর ধ্বজে হনুমান ।
আমা দোঁহে ঠেলি গেল উভয় যোজন ॥
আমি নামি রথ হৈতে দেখ বীরবর ।
কিমতে রাখহ রথ আমার গোচর ॥
এত বলি নামিলেন হরি বিশ্বম্ভর ।
মারিলেন ক্রোধে বাণ রাজার কুমার ॥
সেই বাণে রথ গেল চল্লিশ যোজন ।
দেখিয়া বিস্ময় মানে অর্জ্জুনের মন ॥
কতক্ষণে আইলেন ইন্দ্রের নন্দন ।
কহিলেন বন্দি প্রভু কমললোচন ॥
তোমার মায়ায় মুগ্ধ আছে সর্ব্বজন ।
তোমার মহিমা প্রভু জানে কোন্ জন ॥
অনেক সঙ্কটে প্রভু ক'রেছ তারণ ।
এবার করহ রক্ষা শ্রীমধুসূদন ॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান ।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান ॥

সুধন্বার মুণ্ডচ্ছেদ ও মুণ্ড প্রয়াগে নিক্ষেপ ।

জন্মেজয় জিজ্ঞাসিল মুনিবর স্থানে ।
কহিল বৈশম্পায়ন রাজা বিদ্যমানে ॥
শেলপাট হাতে নিয়া পাণ্ডুর কুমার ।
সুধন্বারে মারিলেন দিয়া হুহুঙ্কার ॥
সুধন্বা কাটিল শেল দিয়া দশ শর ।
অর্জ্জুন চিন্তিত তবে দেখিয়া সমর ॥
সুধন্বারে জিনিতে নারিল ধনঞ্জয় ।
তিন বাণ লইলেন হইয়া নির্ভয় ॥
সন্ধান করেন পার্থ ধনুকের গুণে ।
সুধন্বা দেখিয়া তাহা ভীত হৈল মনে ॥
অর্জ্জুন বলেন তুমি ভীত অকারণ ।
মরিবে আমার বাণে নাহি পরিত্রাণ ॥
সুধন্বা বলেন মম যদি ভাগ্য থাকে ।
শরীর ত্যজিব আমি কৃষ্ণের সম্মুখে ॥
চিরদিন সাধ আছে কৃষ্ণ দরশনে ।
দেখিনু সে নারায়ণ আপন নয়নে ॥
ক্ষত্রিয় প্রধান কর্ম্ম সম্মুখ সংগ্রাম ।
মরিলে পাইব আমি অক্ষয় নির্ব্বাণ ॥

কাটিব তোমার বাণ শুন ধনঞ্জয় ।
রাখিতে না পারিবেন হরি দয়াময় ॥
এত যদি সুধন্বা করিল অহঙ্কার ।
কোপে বাণ এড়িলেন পাণ্ডুর কুমার ॥
অনন্তের ভয় হৈল চঞ্চলা ধরণী ।
বাণ দেখি সুধন্বা জপিছে চক্রপাণি ॥
হুহুঙ্কার দিয়া বাণ এড়েন অর্জ্জুন ।
সুধন্বা সে তিন বাণ কাটে সেইক্ষণ ॥
তাহা দেখি পার্থে পাইলেন অপমান ।
হেঁটমাথা করিলেন ব্যর্থ দেখি বাণ ॥
মনোহর কৃষ্ণলীলা কে বুঝিতে পারে ।
ভূমিতে পড়িয়া বাণ উঠিল সত্বরে ॥
মহাবেগে অর্দ্ধশর শীঘ্রগতি যায় ।
ভগ্নবাণ সুধন্বাকে কাটিয়া ফেলায় ॥
মহাশব্দে হাহাকার করে সেনাগণে ।
পড়িল সুধন্বা বীর অর্জ্জুনের বাণে ॥
অর্জ্জুন কাটিল যদি সুধন্বার মাথা ।
কাটামুণ্ড ডাকি বলে প্রাণকৃষ্ণ কোথা ॥
বিষ্ণু অনুগত সেই সুধন্বা বৈষ্ণব ।
হাসিয়া তাহার তেজ নিলেন মাধব ॥
সুধন্বা হইল লিপ্ত কৃষ্ণ কলেবরে ।
তাহা দেখি পার্থ বীর বিস্ময় অন্তরে ॥
হরি পদতলে তার পড়িলেক শির ।
সেই শির হস্তে লইলেন যদুবীর ॥
ভক্তের মস্তক দেখি দয়া হৈল মনে ।
গরুড়েরে নারায়ণ ডাকেন তখনে ॥
বিনতা-নন্দন রহে যোড়হাত হৈয়া ।
কহিলেন তাঁরে হরি ঈষৎ হাসিয়া ॥
সুধন্বার মুণ্ড ল'য়ে চলহ সত্বরে ।
ফেলাইয়া এস মুণ্ড প্রয়াগের নীরে ॥
প্রয়াগ পবিত্র হবে মস্তক পরশে ।
শুনহ গরুড় রাহ আমার আদেশে ॥
পাইয়া হরির আজ্ঞা কশ্যপনন্দন ।
সুধন্বার শির ল'য়ে করিল গমন ॥
হিমালয়ে থাকিয়া দেখেন পশুপতি ।
বৃষকে ডাকিয়া তবে বলেন [illegible] ॥

শুনহ বৃষভ তুমি আমার বচন ।
গরুড়ের স্থানে তুমি করহ গমন ॥
সুধন্বার মুণ্ড তুমি আনহ সত্বরে ।
ফেলিতে না পারে যেন প্রয়াগের নীরে ॥
তাহা শুনি শঙ্করে বলেন ভগবতী ।
আনিতে নারিবে মুণ্ড বৃষ অল্পমতি ॥
গরুড়ের স্থানে মুণ্ড কে আনিতে পারে ।
অপমান পাবে প্রভু কহিনু তোমারে ॥
প্রয়াগে ফেলিতে আজ্ঞা দিলেন শ্রীহরি ।
বৃষভ অশক্ত হবে আনিতে না পারি ॥
শিবের হইল ক্রোধ শিবার বচনে ।
ত্বরায় বৃষভ গেল গরুড়ের স্থানে ॥
বিনতানন্দন জিজ্ঞাসিল বৃষভেরে ।
শিবের বাহন তুমি যাবে কোথাকারে ॥
বৃষভ বলিল শুন বিনতানন্দন ।
সুধন্বার মুণ্ডেতে শিবের প্রয়োজন ॥
পাঠাইল মহাদেব মস্তক লইতে ।
এই হেতু আইলাম তোমার সাক্ষাতে ॥
গরুড় বলিল মুণ্ড দিতে নাহি পারি ।
প্রয়াগে ফেলিতে মুণ্ড কহিলেন হরি ॥
তাঁর বাক্য লঙ্ঘিবারে আমি নাহি পারি ।
প্রয়াগে ফেলিব মুণ্ড শুন সত্য করি ॥
বৃষভ বলিল মুণ্ড নারিবা ফেলিতে ।
সুধন্বার মুণ্ড আমি লৈব বলেতে ॥
হাসিয়া গরুড় বলে নাহি তোর লাজ ।
শুন নাহি শিবমুখে আমি পক্ষীরাজ ॥
গরুড়ের বাক্যে বৃষভের ক্রোধ হৈল ।
মস্তক কারণ দোঁহে যুদ্ধ উপজিল ॥
গরুড়ের সনে বৃষ বুঝিতে নারিয়া ।
ভাবিতে লাগিল বৃষ পরাভব পাইয়া ॥
পাখসাটে বৈনতেয় ফেলাইল তারে ।
বৃষভ পড়িল গিয়া শিবের গোচরে ॥
অচেতন বৃষভেরে দেখিয়া ভবানী ।
মুখে জল দিয়া তার রাখিল পরাণী ॥
শঙ্করে কহেন ক্রোধে দেবী ভগবতী ।
যতেক [illegible] ॥

বিষ্ণুর বাহন পক্ষী মহাবল ধরে।
বৃষভ পাঠাও তুমি মুণ্ড আনিবারে॥
গৌরীর বচনে ক্রুদ্ধ হ'য়ে গঙ্গাধর।
নন্দীকে বলেন তুমি যাহত সত্বর॥
গরুড়ে জিনিয়া মুণ্ড আনিবে সত্বরে।
হিমালয় নন্দিনী আমাকে তুচ্ছ করে॥
এত বলি শুল দেন দেব পঞ্চানন।
নন্দী মহাবীর তবে করিল গমন॥
গরুড় দেখিয়া তবে শিবের কিঙ্কর।
মহাবলবান নন্দী শিবের সোসর॥
ইহা দেখি পক্ষীরাজ আকাশে উঠিল।
দেখিয়া শিবের দূতে ভয় উপজিল॥
গরুড় ফেলিল মুণ্ড প্রয়াগের জলে।
হাত পাতি নন্দী মুণ্ড ধরিল সে কালে॥
আনিয়া মস্তক দিল শঙ্করের হাতে।
তাহা দেখি পার্ব্বতী রহিল হেঁটমাথে॥
সুধন্বার মস্তক পাইয়া শূলপাণি।
মালাতে সুমেরু করিলেন মহাজ্ঞানী॥
শুন রাজা জন্মেজয় কহিনু তোমারে।
সুধন্বা নিপত হৈল অর্জ্জুনের শরে॥
হংসধ্বজ শুনিল এ সব বিবরণ।
কোথায় সুধন্বা বলি করয়ে রোদন॥
পিতার ক্রন্দন দেখি সুরথ সত্বরে।
যোড়হাতে বলিলেন পিতার গোচরে॥
শুন পিতা আর তুমি না কর ক্রন্দন।
আমি তোমা আনিয়া দেখাব নারায়ণ॥
সেনাগণ ল'য়ে বীর প্রবেশিল রণে।
কামদেব আইল করিয়া বীরপণে॥
যুবনাশ্ব অনুশাল্ব নীলধ্বজ রায়।
বৃষকেতু মেঘবর্ণ শীঘ্রগতি ধায়॥
সুরথ উপরে সবে বরিষয়ে বাণ।
নিবারয়ে ভূপতি তনয় সাবধান॥
সুরথ সংগ্রাম করে ভয় নাহি মনে।
শরীর জর্জ্জর হৈল বাণ বরিষণে॥
মোহ গেল কামদেব বাণের আঘাতে।
সারথি লইয়া রথ পলায় ত্বরিতে॥
বৃষকেতু বীরে মারে এক শত বাণ।
ভঙ্গ দিল বৃষকেতু লইয়া পরাণ॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান॥

সুরথের যুদ্ধ এবং হংসধ্বজ রাজার কৃষ্ণ দর্শন।

জন্মেজয় বলিলেন শুন মুনিগণ।
অপূর্ব্ব ভারত-কথা শুনিতে সুন্দর॥
দুই বাণে যুবনাশ্ব হৈল হতজ্ঞান।
রথ ল'য়ে সারথি হইল পাছুয়ান॥
সুবেগে বিন্ধিল বীর ষষ্টি গোটা বাণে।
ভঙ্গ দিল সৈন্যগণ ভয় পেয়ে মনে॥
সৈন্য ভঙ্গ দেখিয়া কুপিত ধনঞ্জয়।
জিজ্ঞাসেন নারায়ণে করিয়া বিনয়॥
সংগ্রাম করিতে আসে কোন্ মহারথী।
সৈন্য ভঙ্গ দিল মম যত সেনাপতি॥
সুরথ উহার নাম বড় বলবান।
সংগ্রামে না হয় কেহ উহার সমান॥
অর্জ্জুন বলেন রথ চালাও শ্রীহরি।
আজি সুরথেরে পাঠাইব যমপুরী॥
পার্থে দেখি সুরথ করয়ে অহঙ্কার।
পড়িলে আমার হাতে নাহিক নিস্তার॥
সুরথের বচনে অর্জ্জুন ক্রুদ্ধ হৈল।
এক শত বাণ বীর ধনুকে যুড়িল॥
মারেন আকর্ণ পূরি সুরথ উপরে।
ভূপতি তনয় তাহা নিবারিল শরে।
তবেত সুরথ হংসধ্বজের কোঙর।
হুঙ্কারে এড়িল অস্ত্র অর্জ্জুন উপর॥
লুপ্ত হৈল রবিকর সব অন্ধকার।
দিব্য অস্ত্রে সংগ্রাম করয়ে বার বার॥
জিনিতে না পারে যুদ্ধ সুরত চিন্তিত।
চঞ্চল নয়ন বীর দৃষ্টি-চারিভিত॥
কপিধ্বজ রথখান দেখিয়া সম্মুখে।
দুই হাতে সাপটিয়া ধরিল তাহাকে॥
সাপটি তুলিল রথ নিজ বাহুবলে।
ফেলাইয়া দিতে চাহে সমুদ্রের জলে॥

তাহা দেখি ঈষৎ হাসিয়া গদাধর ।
বিশ্বম্ভর মূর্ত্তি হইলেন রথোপর ॥
তুলিতে নারিল রথ ভূমিতে পাড়িল ।
আপনার রথে গিয়া আরোহণ কৈল ॥
সুরথের বিক্রম দেখিয়া ধনঞ্জয় ।
গাণ্ডীব নিলেন বীর অত্যন্ত নির্ভয় ॥
অর্জ্জুন এড়েন বাণ পূরিয়া সন্ধান ।
সুরথের মাথা কাটি করে দুই খান ॥
পড়িল সুরথ হংসধ্বজের নন্দন ।
মুণ্ড ল'য়ে শিবদূত করিল গমন ॥
বৈষ্ণবের মুণ্ড বলি নিলেন শঙ্কর ॥
সুরথ পড়িল বার্ত্তা পায় নৃপবর ॥
পুত্রশোকে হংসধ্বজ করয়ে রোদন ।
প্রবোধ করেন পাত্র মিত্র সর্ব্বজন ॥
কেমনে দেখিব হরি বল না আমারে ।
পাত্র বলে মহারাজ চলহ সত্বরে ॥
রথ পদাতিক ল'য়ে করহ গমন ।
অর্জ্জুনের সারথি দেখিব নারায়ণ ॥
আপনি যজ্ঞের ঘোড়া লহ নরপতি ।
হরির সম্মুখে রাখি করহ প্রণতি ॥
নানা উপহার ল'য়ে চলে নরপতি ।
দূত গিয়া শ্রীহরিরে কহেন ভারতী ॥
অশ্ব ল'য়ে আসে হংসধ্বজ নরবর ।
শরণ লইবে তব শুন গদাধর ॥
নৃপতির অভিপ্রায় বুঝি যদুবর ।
বারণ করেন পার্থে করিতে সমর ॥
হেনমতে হংসধ্বজ আইল ত্বরিতে ।
দেখিলেন নারায়ণে অর্জ্জুনের রথে ॥
শঙ্খ চক্র গদাপদ্ম চতুর্ভুজ লীলা ।
মকর কুণ্ডল কর্ণে গলে বনমালা ॥
নবজলধর জিনি শ্রীঅঙ্গের আভা ॥
দক্ষিণ বামেতে লক্ষ্মী সরস্বতী শোভা ॥
পারিষদগণ তাঁর সঙ্গেতে দেখিল ।
রথ হৈতে হংসধ্বজ ভূমেতে নামিল ॥
অষ্টাঙ্গে প্রণাম করি পড়িল ভূমেতে ।
গোবিন্দ-চরণে রাজা লাগিল [illegible]

যোড়হস্ত হ'য়ে রাজা করিল স্তবন ।
তুমি ব্রহ্মা তুমি বিষ্ণু তুমি ত্রিলোচন ॥
কুবের বরুণ তুমি দেব পুরন্দর ।
তুমি চন্দ্র তুমি সূর্য্য তুমি বৈশ্বানর ॥
তুমি স্বর্গ তুমি মর্ত্ত্য তুমি দিবারাতি ।
সলিল সাগর তুমি সর্ব্ব অব্যাহতি ॥
তা সবার মূল তুমি দেব নারায়ণ ।
তোমাতেই সর্ব্ব সৃষ্টি লভিল জনম ॥
অপার মহিমা তব কেহ নাহি জানে ।
বলিতে না পারে ব্রহ্মা সহস্র বদনে ॥
আমার মনেতে প্রভু এই ছিল সাধ ।
অর্জ্জুন সহিত তোমা দেখি কালাচাঁদ ॥
সে সাধ সম্পূর্ণ আজি হইল আমার ।
দয়াময় দয়া করি করহ নিস্তার ॥
ধন্য ধনঞ্জয় বীর পাণ্ডুর নন্দন ।
যার রথে আছ তুমি ব্রহ্ম সনাতন ॥
সফল জনম মম হৈল এতদিনে ।
দেখিনু তোমার রূপ আপন নয়নে ॥
এত বলি হংসধ্বজ স্তবন করিলে ।
ভক্তপ্রিয় হরি তারে করিলেন কোলে ॥
হরির প্রসাদ পেয়ে সুখী নরপতি ।
অর্জ্জুন-চরণে রাজা করিল প্রণতি ॥
আলিঙ্গনে রাজারে তোষেন ধনঞ্জয় ।
হেনকালে অনুচরে আনিলেক হয় ॥
হংসধ্বজ বলিলেন পাণ্ডুর নন্দন ॥
ঘোড়া ধরিলাম দেখিবারে নারায়ণ ॥
পূর্ণ হৈল অভিলাষ হরিকে দেখিয়া ।
শুন অর্জ্জুন তুমি যাহ অশ্ব লৈয়া ॥
কিন্তু এক ভিক্ষা আমি মাগিহে তোমারে ।
আজি তুমি বিশ্রাম করহ মম পুরে ॥
অনুমতি দেন পার্থ রাজার বচনে ।
কৃষ্ণ ল'য়ে গেল রাজা নিজ নিকেতনে ॥
সবান্ধবে নৃপতি দেখিল নারায়ণে ।
যতেক আনন্দ হৈল না যায় লিখনে ॥
যথাযোগ্য আহারে তুষিল সবাকারে ।
রজনী [illegible]

বিজয় পাণ্ডব কথা অমৃত লহরী।
কাশীরাম দাস কহে তরি ভববারি ॥

যজ্ঞাশ্বের ব্যাঘ্ররূপ হওনের বিবরণ।

জন্মেজয় বলিলেন শুন তপোধন।
শুনিলাম হংসধ্বজ রাজার কথন ॥
বিবরিয়া কহ শুনি মুনি মহাশয়।
ঘোড়া সঙ্গে কোথায় গেলেন ধনঞ্জয় ॥
মুনি বলে অশ্ব গিয়া প্রবেশিল বনে।
হরষিতে যান হরি অর্জ্জুনের সনে ॥
বনের ভিতরে আছে দিব্য সরোবর।
চারিদিকে পুষ্পোদ্যান দেখিতে সুন্দর ॥
রামরম্ভা আছে কত সরোবর তটে।
দৈবযোগে অশ্ববর গেল সেই ঘাটে ॥
জল পরশিয়া অশ্ব ঘোটকী হইল।
তাহা দেখি অর্জ্জুনের ভয় উপজিল ॥
ঘোড়ীরূপী হ'য়ে অশ্ব চলিল সত্বরে।
যতনে পাণ্ডব সৈন্য রাখিতে না পারে ॥
আপনার মনে ঘোড়ী চলে যেইখানে।
ঘোড়ী বেড়ি সৈন্যগণ যায় হৃষ্টমনে ॥
ঘোড়ী রূপ হয়ে অশ্ব সত্বরে চলিল।
দৈবযোগে এক হ্রদ সম্মুখে দেখিল ॥
ব্যাঘ্ররূপ হৈল তার জল পরশিয়া।
তাহা দেখি রহে পার্থ অধোমুখ হৈয়া।
গোবিন্দ বলেন সখা চিন্তা কর কেন।
এখনি পাইবে তত্ত্ব মুনি বিদ্যমান ॥
পাইবে ইহার তত্ত্ব মুনিবর স্থানে।
ব্যাঘ্ররূপ হ'ল ইহা কিসের কারণে ॥
কৌণ্ডিন্য নামেতে মুনি আছে সেই স্থানে।
নরনারায়ণ যান মুনি বিদ্যমানে ॥
মুনির চরণে দোঁহে করেন প্রণাম।
আশীর্ব্বাদ করিলেন মুনি গুণধাম ॥
তবে হরি কহিলেন শুন তপোধন।
আসিলাম তব স্থানে আছে প্রয়োজন ॥
অশ্বমেধ যজ্ঞ করিলেন যুধিষ্ঠির।
[illegible] হেতু আসিলেন পার্থবীর ॥
দৈবে এই বনে ঘোড়া প্রবেশ করিল।
জল পরশিয়া অশ্ব তুরগী হইল ॥
কার অভিশাপ ছিল এই সরোবরে।
পূর্ব্বকথা মহামুনি জিজ্ঞাসি তোমারে ॥
জিজ্ঞাসিল নারায়ণ কৌণ্ডিন্য মুনিরে।
মুনি বলে পূর্ব্ব কথা কহিব তোমারে ॥
কৌণ্ডিন্য বলেন শুন দেবনারায়ণ।
তুমি শ্রোতা আমি বক্তা এ নহে শোভন ॥
তবে যদি জানিয়া জিজ্ঞাসা কর তুমি।
সরোবর বিবরণ শুন কহি আমি ॥
বড় রম্য এই স্থান দেখিয়া পার্ব্বতী।
তপস্যা করিল আরাধিতে পশুপতি ॥
তপস্যা করেন গৌরী সরোবর তীরে।
সমাধি করিয়া মনে ভাবেন শঙ্করে ॥
হেনকালে এক দৈত্য তথায় আইল।
দেখিয়া গৌরীর রূপ মূর্চ্ছিত হইল ॥
কামে মত্ত হৈল পাপী অভয়া দেখিয়া।
যায় ধরিবারে দৈত্য বাহু প্রসারিয়া ॥
বুঝিয়া তাহার মন নগেন্দ্র-নন্দিনী।
তপ ভঙ্গ হেতু দেন অভিশাপ বাণী ॥
পুরুষ হইয়া যে আসিবে সরোবরে।
নারীরূপ সেই হবে শাপিলেন তারে
নারীরূপ হৈল তবে পার্ব্বতীর শাপে।
ঘরে নাহি গেল দৈত্য সেই মনস্তাপে ॥
সরোবরে অভিশাপ দিলেন ভবানী।
পুরুষ হইবে নারী পরশিলে পানি ॥
শাপান্ত না জানি শুন হরি মহাশয়।
প্রতিকার ইহার করিবে দয়াময় ॥
তবে কৃষ্ণ কহিলেন শুন মহামুনি।
আর এক কথা তোমা জিজ্ঞাসি যে আমি ॥
ঘোড়ীরূপ হ'য়ে ঘোড়া চলিল সত্বরে।
জলপান হেতু প্রবেশিল সরোবরে ॥
ব্যাঘ্ররূপ হৈল তার জল পরশিয়া।
কারণ জিজ্ঞাসি আমি কহ বিবরিয়া ॥
কৌণ্ডিন্য বলেন হরি বাক্যে দেহ মন।
কহিব তোমারে আমি [illegible] ॥

মিত্রসেন নামে মুনি ছিল এই বনে ।
তার কথা কহি আমি তব বিদ্যমানে ॥
তীর্থ করি সে মুনি পাইল বড় ক্লেশ ।
চিরদিন পরে আইলেন নিজ দেশ ॥
স্নানের কারণে মুনি হ্রদে প্রবেশিল ।
স্নানাদি তর্পণ সেই জলেতে করিল ॥
হেনকালে এক দৈত্য তথাতে আসিল ।
ভয়ঙ্কর বেশ ধরি মুনিকে ধরিল ॥
দৈত্যের দেখিয়া মূর্ত্তি মুনি বলে তারে ।
ব্যাঘ্ররূপ দৈত্য হও শাপিনু তোমারে ॥
মুনিশাপে সেই দৈত্য ব্যঘ্ররূপ হয় ।
শুনহ শ্রীহরি এই হ্রদের বিষয় ॥
অভিশাপ হ্রদকে দিলেন মহামুনি ।
ব্যাঘ্ররূপ হবে তোর পরশিলে পানি ॥
শাপান্ত নাহিক জানি শুন চক্রপাণি ।
তুমি পরশিলে ঘোড়া হইবে এখনি ॥
শুন মহাশয় তুমি জগৎ ঈশ্বর ।
যাহা জানি কহিলাম তোমার গোচর ॥
ব্যাঘ্র পরশি যে আমি তোমার বচনে ।
ব্রাহ্মণের অভিশাপ ঘুচায় ব্রাহ্মণে ॥
এত বলি ব্যাঘ্রে পরশিল গদাধর ।
ব্যাঘ্ররূপ ত্যজি অশ্ব হইল সত্বর ॥
প্রণমিয়া মুনিকে চলেন দুইজন ।
অর্জ্জুনেরে কহিলেন দেব নারায়ণ ॥
অশ্ব রাখিবার হেতু ভ্রম চরাচর ।
আমি শীঘ্রগতি যাই হস্তিনানগর ॥
সঙ্কট হইলে আমা করিও স্মরণ ।
এত বলি বিদায় হলেন নারায়ণ ॥
ভ্রমণ করয়ে ঘোড়া আপনার সুখে ।
সর্ব্ব সৈন্য সঙ্গে পার্থ চলিল কৌতুকে ॥

প্রমীলার দেশে অর্জ্জুনের গমন ও প্রমীলার কথা ।

বলেন বৈশম্পায়ন শুন জন্মেজয় ।
প্রমীলার দেশে গেল পাণ্ডবের হয় ॥
মহাবনে আছয়ে প্রমীলা নামে নারী ।
পদ্মিনী তাহার সনে আছে সব নারী ।
আর কত রমণী বিরাজে তার পাশে ।
পুরুষ নাহিক তাহে কহিনু বিশেষে ॥
ভ্রমিতে ভ্রমিতে ঘোড়া গেল তার পুরে ।
ধরিল রমণী সব পাইয়া ঘোড়ারে ॥
মহা বলবতী তারা শুন নরপতি ।
ধরিল যজ্ঞের ঘোড়া করিয়া শকতি ॥
প্রমীলার বাক্যে ঘোড়া রাখিল বান্ধিয়া ।
প্রবেশ করেন পুরে পার্থ পাছু গিয়া ॥
বনিতা ধরিল ঘোড়া শুনিয়া শ্রবণে ।
পাণ্ডুর নন্দন ভীত হইলেন মনে ॥
পুরে প্রবেশিয়া দেখে বহু কন্যাগণ ।
বিমান দেখেন কত তুরগ বারণ ॥
অর্জ্জুন প্রভৃতি মনে ভাবেন বিষাদ ।
এমন না দেখি কভু হইল প্রমাদ ॥
ঘোড়া নাহি দেখি পথে চৌদিকে রমণী ।
পুরুষ না দেখি পথে অমঙ্গল গণি ॥
অবলা প্রবলা হ'য়ে ধরে ধনুঃশর ।
কি বুঝি ইহার সঙ্গে করিব সমর ॥
প্রদ্যুম্ন বলেন ঘোড়া আইল সঙ্কটে ।
যুদ্ধে কার্য্য নাহি চল প্রমীলা নিকটে ॥
অবলা সহিত রণ এ বড় নিন্দিত ।
লইব যজ্ঞের ঘোড়া করিয়া সম্প্রীত ॥
প্রদ্যুম্নের বচন শুনিয়া ধনঞ্জয় ।
প্রবেশ করেন পুরে মনে পেয়ে ভয় ॥
বৃষকেতু বীর দিল ধনুকে টঙ্কার ।
তা শুনি বনিতাগণে আনন্দ অপার ॥
অর্জ্জুনের ভয় উপজিল তা শুনিয়া ।
যুদ্ধ না করিব বলি বলেন ডাকিয়া ॥
প্রয়োজন আছে মম প্রমীলার সনে ।
তাহা শুনি নিবৃত্ত হইল নারীগণে ॥
যুবতীগণের চিত্তে বাড়িল মদন ।
সম্মুখে আছেন কাম শ্রীহরিনন্দন ॥
লাবণ্য কটাক্ষ হাস্য করে কোন জন ।
ধাইয়া প্রমীলা অগ্রে কহিছে বচন ॥
অর্জ্জুন আইল হেথা অশ্বের কারণে ।
শীঘ্রগতি ঠাকুরাণী চল দরশনে ॥

প্রমীলা উন্মত্ত হৈল দাসীর বচনে।
আপনি সাজিয়া চলে অর্জ্জুনের স্থানে॥
স্বর্ণথালে পাদ্য অর্ঘ্য লইয়া সুন্দরী।
অর্জ্জুন সম্মুখে আসে নানা বেশ করি॥
প্রমীলা প্রণাম করে অর্জ্জুন চরণে।
পাদ্য অর্ঘ্য লইয়া দাণ্ডায় বিদ্যমানে॥
পদ্মিনী সমান রূপ দেখি ধনঞ্জয়।
বসিতে বলেন তারে পেয়ে মনে ভয়॥
প্রমীলা বসিল সঙ্গে লইয়া পদ্মিনী।
জিজ্ঞাসেন ধনঞ্জয় অভিপ্রায় বাণী॥
শুনহ প্রমীলা আমি জিজ্ঞাসি তোমারে।
পুরুষ না দেখি কেন তোমার নগরে॥
সকল সুন্দরী দেখি ভয় পাই মনে।
তোমারে জিজ্ঞাসি আমি এই সে কারণে॥
প্রমীলা বলিল, শুন পাণ্ডুর নন্দন।
ভাগ্যে আমি পাইলাম তব দরশন॥
প্রসন্ন আমার চিত্ত তব দরশনে।
দূর হবে মনস্তাপ তোমার মিলনে॥
পূর্ব্বকথা কহি আমি তোমার গোচরে।
রমণী হইনু মোরা যেমন প্রকারে॥
দিলীপ নামেতে রাজা সর্ব্ব ভূমিপতি।
শুন হে কিরীটি আমি তাহার সন্ততি॥
দৈবেতে আইনু আমি মৃগয়া করিতে।
এই বনে উপস্থিত জনকের সাথে॥
পার্ব্বতী সহিত শিব ছিলেন এ বনে।
বিহার করেন দোঁহে আনন্দিত মনে॥
সেকালে জনকেরে দেখিলেন গৌরী।
কোপেতে দিলেন শাপ লজ্জা মনে করি॥
[illegible] যুবতী হও আমার বচনে।
[illegible] হইয়া সবে থাক এই বনে॥
[illegible] দেবীর বাক্য না হয় লঙ্ঘন।
[illegible] বনিতারূপ হইনু তখন॥
পার্ব্বতীর বরে কারে ভয় নাহি করি।
[illegible] অস্ত্র কেহ না আইসে মম পুরী॥
[illegible] তোমার ঘোড়া আমার নগরে।
[illegible] ধরিল তাহারে॥

বান্ধিয়া রাখিল ঘোড়া করিয়া যতন।
না থাক এদেশে আর পাণ্ডুর নন্দন॥
পদ্মিনী সহিত আমি ভজিব তোমারে।
সংহতি করিয়া পার্থ ল'য়ে চল মোরে॥
কৃষ্ণসখা হেতু সে সবার প্রিয় তুমি।
বিবাহ করহ আমা বলিলাম আমি॥
কিরীটি বলেন শুন প্রমীলা সুন্দরী।
এখন বিবাহ তোমা করিতে না পারি॥
যজ্ঞ হেতু যুধিষ্ঠির হইয়াছে ব্রতী।
অশ্ব সঙ্গে আমি বেড়াইব বসুমতী॥
হস্তিনানগরে যাহ সকল সুন্দরী।
পুরাব তোমার আশা যজ্ঞ সাঙ্গ করি॥
কিরীটির বচনে প্রমীলা প্রীতি পায়।
সকল সুন্দরী মিলি গেল হস্তিনায়॥
মুক্ত হ'য়ে যজ্ঞ ঘোড়া যায় বনে বনে।
সৈন্য সহ কিরীটি চলেন অশ্ব সনে॥
জন্মেজয় বলিলেন শুন তপোধন।
অমৃত সমান এই ভারত কথন॥
তোমার সুন্দর মুখ পদ্মের সমান।
তাহে কত মধু ঝরে নাহি পরিমাণ॥
পান করি তৃষ্ণা দূর না হয় আমার।
কহ কহ মহামুনি করিয়া বিস্তার॥
বলেন বৈশম্পায়ন শুন জন্মেজয়।
বৃক্ষদেশে প্রবেশিল পাণ্ডবের হয়॥
বৃক্ষ নামে সেই দেশ মহাভয়ঙ্কর।
ভীষণ নামেতে তথা আছে নিশাচর॥
ত্রিকোটি রাক্ষস আছে তাহার সংহতি।
দেবতা গন্ধর্ব্ব লোকে নাহি করে ভীতি॥
হরগৌরী বরে সেই মহাবলবান।
অমর অসুরগণে করে তৃণজ্ঞান॥
অরুণ উদয়কালে যত বৃক্ষগণে।
সুবাসিত পুষ্প তাহে হয় দিনে দিনে॥
মধ্যাহ্ন সময় নররূপ ফল ধরে।
আনন্দে রাক্ষসগণ তাহা ভোগ করে॥
তাহা দেখি বিস্ময় মানেন ধনঞ্জয়।
প্রবেশিল সেই দেশে পাণ্ডবের হয়॥

কামদেব বৃষকেতু আদি বীরগণে ।
চমকিত হন সবে রাক্ষস দর্শনে ॥
যোড়হস্তে ভীষণ জিজ্ঞাসে সমাচার ।
কি কারণে আগমন হইল তোমার ॥
পুরোহিত বলে শুন রাক্ষসের পতি ।
আজি বড় হৈল মম আনন্দিত মতি ॥
স্মরণ হইল এক অপূর্ব্ব কথন ।
অশ্বমেধ যজ্ঞ কৈল রাজা দশানন ॥
তাহাতে মনুষ্য মাংস খাইনু বিস্তর ।
স্ত্রী পুত্রাদি সবাকার পূরিল উদর ॥
তুমিহ করহ আজি যজ্ঞ নরমেধ ।
তোমার প্রসাদে ঘুচে নরমাংস খেদ ॥
লম্বোদরী নিশাচরী সম্মুখে দেখিল ।
ভীষণ রাক্ষস তারে পাঠাইয়া দিল ॥
নরবেশে যাহ তুমি সৈন্যের ভিতরে ।
জেনে এস কেবা প্রবেশিল মম পুরে ॥
ভীষণের আজ্ঞা পেয়ে হইল মানুষী ।
সৈন্যেতে প্রবেশ গিয়া করিল রাক্ষসী ॥
একে একে সবাকারে কৈল নিরীক্ষণ ।
সম্মুখে দেখিল হনু পবননন্দন ॥
হনু দেখি ভয় তার জন্মিল অন্তরে ।
তত্ত্ব ল'য়ে শীঘ্র গেল ভীষণ গোচরে ॥
লম্বোদরী বলে শুন রাক্ষসের পতি ।
কটক চর্চ্চিয়া এনু যেমত শকতি ॥
অর্জ্জুন প্রধান তাহে পাণ্ডুর নন্দন ।
আইল যজ্ঞের ঘোড়া করিতে রক্ষণ ॥
মহা মহা বীরগণ দেখিলাম তাতে ।
হনুমান দেখিলাম অর্জ্জুনের রথে ॥
ঘটোৎকচ সুত মেঘবর্ণ মহাবলী ।
পাণ্ডব মিলনে অতি হ'য়ে কুতূহলী ॥
কিন্তু হনুমান দেখি উপজিল ভয় ।
সংগ্রামেতে কার্য্য নাহি জানাই তোমায় ॥
হনুমান দেখি মনে বড় হয় শঙ্কা ।
হনুমান হৈতে প্রভু নাশ হৈল লঙ্কা ॥
এত যদি লম্বোদরী বলিল ভারতী ।
দেবের অগম্য তুমি নাম বৃক্ষদেশ ।
মরিতে অর্জ্জুন কৈল ইহাতে প্রবেশ ॥
ভাল হৈল পিতৃবৈরী আইল আপনি ।
নিশ্চয় বধিব আজি ভীমের পরাণী ॥
বক নামে মম পিতা বিদিত সংসারে ।
ভীমার্জ্জুন মম শত্রু বিনাশিল তারে ॥
রাক্ষসের বৈরী বটে বীর হনুমান ।
নিশ্চয় বধিব আজি ভীমের পরাণ ॥
সাজ সাজ বলি ডাকে ভীষণ রাক্ষস ।
যুদ্ধ হেতু নিশাচর করিল সাহস ॥
বৃষকেতু কামদেব বরিষয়ে শর ।
বিন্ধিয়া রাক্ষসগণে করিল জর্জ্জর ॥
যুবনাশ্ব অনুশাল্ব বরিষয়ে বাণ ।
নীলধ্বজ হংসধ্বজ করয়ে সংগ্রাম ॥
মেঘবর্ণ সহদেব সুবেশ সহিত ।
যুঝয়ে রাক্ষসগণ মনে নাহি ভীত ॥
অর্জ্জুন যুড়েন বাণ পূরিয়া সন্ধান ।
নানা মায়া ধরে সেই রাক্ষস প্রধান ॥
মেঘরূপ হ'য়ে করে বাণ বরিষণ ।
বাণেতে অর্জ্জুন তাহা করে নিবারণ ॥
বৃক্ষ শিলা পর্ব্বত বরিষে নিশাচর ।
বৃষকেতু বাণ এড়ি কাটয়ে সত্বর ॥
ক্রুদ্ধ হৈল ভীমসেন রাক্ষসের বাণে ।
গদা হাতে ধায় বীর শঙ্কা নাহি মনে ॥
কালদণ্ডসম গদা হাতেতে করিয়া ।
ভীষণেরে মারিলেন সাহস করিয়া ॥
ভীমের গদার বেগ কে সহিতে পারে ।
মূর্চ্ছাগত নিশাচর দারুণ প্রহারে ॥
ভীষণ রাক্ষস তবে সাহস করিয়া ।
অর্জ্জুনের শিরে মারে মুষল ফেলিয়া ॥
মোহ যায় ধনঞ্জয় মুষলের ঘাতে ।
তাহা দেখি ভীমসেন ধায় গদা হাতে ॥
হানিল গদার বাড়ি ভীষণ রাক্ষসে ।
দৈবে প্রাণ পেয়ে সেই পলায় তরাসে ॥
যুদ্ধ দেখি হনুমানে আনন্দ বাড়িল ।

হনুমানে দেখিয়া পলায় নিশাচর।
শরীর ত্যজিয়া কেহ গেল যমঘর ॥
নয় লক্ষ রাক্ষস যে ছিল শেষ রণে।
প্রাণভয়ে পলাইল সবে ঘোর বনে ॥
কত সৈন্য সঙ্গে ল'য়ে ভীষণ দুর্ম্মতি।
মায়াতে হইল সেই মুনির মূরতি ॥
মায়া পাতি করিল মধুর ফুল ফল।
মায়াতে নির্ম্মাণ কৈল সরোবর জল ॥
সঙ্গে নিশাচরগণ শিষ্যরূপ হৈল।
অধ্যয়ন হেতু তারা চৌদিকে বসিল ॥
হেনমতে মায়া করি আছে নিশাচর।
রাক্ষস জিনিয়া যান পার্থ ধনুর্দ্ধর ॥
কতদূর বনেতে দেখেন তপোধন।
মুনিরূপে বসে আছে সঙ্গে পুণ্যজন ॥
অর্জ্জুনে দেখিয়া ভয়ে আদর করিল।
অতিথি বলিয়া পাদ্য অর্ঘ্য যোগাইল ॥
দীর্ঘ নখ জটাভার দেখি ধনঞ্জয়।
মুনিজ্ঞানে তাহারে কহেন সবিনয় ॥
শুন প্রভু তব স্থানে চাহি আশীর্ব্বাদ।
অশ্বমেধ সাঙ্গ হৈলে পুরে মনোসাধ ॥
মুনি বলে শুন তুমি পাণ্ডুর নন্দন।
যজ্ঞ সাঙ্গ তোমার করিবে নারায়ণ ॥
কিন্তু আজি বিশ্রাম করহ এই স্থানে।
আমার অতিথি হও দিন অবসানে ॥
বিবেচনা মনে করিলেন ধনঞ্জয়।
রাক্ষস বলিয়া তারে জানেন কথায় ॥
অর্জ্জুন বলেন মায়া না করিহ তুমি।
মুনিবেশ ধরিয়াছ জানিয়াছি আমি ॥
কিন্তু মম স্থানে আজি নাহিক নিস্তার।
এখনি পাঠাব তোমা যমের দুয়ার ॥
প্রাণ-ভয়ে তপস্বী হইল নিশাচর।
বিদিত হইল মায়া সবার গোচর ॥
এত বলি অর্জ্জুন নিলেন ধনুর্ব্বাণ।
ভয়েতে রাক্ষস হয় নিজ মূর্ত্তিমান ॥
ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি দেখি বীর ধনঞ্জয়।
গাণ্ডীবে টঙ্কার দেন হইয়া নির্ভয় ॥
গাণ্ডীবে টঙ্কার শুনি এল সর্ব্বজন।
যুবনাশ্ব অনুশাল্ব কর্ণের নন্দন ॥
ভীম হংসধ্বজ আদি যত বীরগণ।
ত্বরায় আইল সবে করিবারে রণ ॥
গাছ শিলা অর্জ্জুনে মারয়ে নিশাচর।
বাণে নিবারেণ তাহা পার্থ ধনুর্দ্ধর ॥
বহু যুদ্ধ করিলেন ভীষণ সংহতি।
গদাঘাতে মারিলেন ভীম মহামতি ॥
বিজয় পাণ্ডব কথা অমৃত লহরী।
কাশী কহে শুনিলে তরয়ে ভববারি ॥

মণিপুরে বভ্রুবাহনের সহিত অর্জ্জুনের পরিচয়।

মুনি বলে শুন পরীক্ষিতের তনয়।
মণিপুরে প্রবেশিল পাণ্ডবের হয় ॥
মণিপুরে বভ্রুবাহ নামে নরপতি।
তিন বৃন্দ সেনা তার নব লক্ষ হাতী ॥
এক লক্ষ নৃপতি রাজায় সেবা করে।
নানা রত্ন আনে তারা ভূপতি গোচরে ॥
চিত্রাঙ্গদাসুত সেই অর্জ্জুন নন্দন।
নব লক্ষ রথ যার আছে সুশোভন ॥
ষাটি কোটি রণেতে অশ্ব আছে যাহার।
মহাবল বভ্রুবাহ বীর অবতার ॥
তীর্থযাত্রা যেই কালে করে ধনঞ্জয়।
সে কালে গন্ধর্ব্ব কন্যা করে পরিণয় ॥
তার গর্ভে জনমিল সে বভ্রুবাহন।
অর্জ্জুন সমান তারে বলে সর্ব্বজন ॥
নাগকন্যা উলুপী আছেন তার ঘরে!
ইলাবন্ত তার পুত্র পড়িল সমরে ॥
কুরুক্ষেত্র রণে ইলাবন্ত হৈল ক্ষয়।
শুনিয়াছ সেই কথা শ্রীজনমেজয় ॥
অর্জ্জুন আইল অশ্ব রাখিবার তরে।
দৈবে আসি অশ্ব প্রবেশিল মণিপুরে।
ধরিল যজ্ঞের ঘোড়া বভ্রুবাহ বীর।
জননীর কাছে কহে করি চিত্ত স্থির ॥
তুমি বল মম পিতা পাণ্ডুর নন্দন।
মণিপুরে আইলেন দৈবের ঘটন ॥

না জানিয়া যজ্ঞ অশ্ব ধরিলাম আমি।
কি করি উপায় এবে কহ গো জননী ॥
চিত্রাঙ্গদা বলে শুন সুবুদ্ধি কুমার।
যত্নেতে পালন কর বচন আমার ॥
অশ্ব ল'য়ে যাহ তুমি জনকের স্থানে।
অপরাধ মাগি লহ তাঁহার চরণে ॥
নানারত্ন অগ্রে থুয়ে করিবেক নতি।
পশ্চাতে কহিবে পুত্র আপন ভারতী ॥
চিত্রাঙ্গদা গর্ভে জন্ম কহিবে তাঁহারে।
তনয় বলিয়া তেঁই তুষিবেন তোরে ॥
বভ্রুবাহ বলে মাতা করি নিবেদন।
শুনিলাম যত আমি তোমার বচন ॥
এ রীতি ক্ষত্রের নহে শুনগো জননী।
যুদ্ধ করি পরিচয় তারে দিব আমি ॥
পদানত হৈলে ঘৃণা করিবে আমারে।
শুনগো জননী অগ্রে না জানাব তাঁরে ॥
চিত্রাঙ্গদা বলে পুত্র না হয় যুকতি।
কেমনে বুঝিবা তুমি পিতার সংহতি ॥
নাহি শুন লোকমুখে ইতিহাস কথা।
পুজা কৈলে পিতৃলোকে প্রসন্ন দেবতা ॥
তারে পুত্র বলি যে পিতার সেবা করে।
সেই পুত্র বলি যে পিতার বাক্য ধরে ॥
তুমি যাহ পিতা সঙ্গে করিবারে রণ।
কিমতে এ সব লাজে ধরিবে জীবন ॥
অশ্ব ল'য়ে যাহ তুমি পাণ্ডব গোচরে।
লোকধর্ম্ম কথা আমি কহিনু তোমারে ॥
আপন স্বধর্ম্ম রক্ষা করে যেইজন।
সর্ব্বত্র কল্যাণ তার বলে মুনিগণ ॥
জননীর বাক্যে বভ্রুবাহ নরপতি।
নানা রত্ন নিল সঙ্গে সুশোভন অতি ॥
অগুরু চন্দন গন্ধ লইল কস্তুরী।
পুষ্পমালা স্বর্ণথালে নিল যত্ন করি ॥
অশ্ব নিয়া চলিলেক পার্থের নন্দন।
অর্জ্জুনে ভেটিতে যান আনন্দিত মন ॥
দূত গিয়া কহিলেন পার্থের গোচরে।
বভ্রুবাহ আইলেন তোমা ভেটিবারে ॥
পদাতিক সঙ্গে আসে পাত্র মিত্রগণ।
অভিপ্রায় বুঝি তব লইবে শরণ ॥
তাহা শুনি সম্মতি দিলেন ধনঞ্জয়।
দিব্যাসনে বসিলেন সানন্দ হৃদয় ॥
কামদেব বৃষকেতু যুবনাশ্ব রায়।
হংসধ্বজ নীলধ্বজ বসিল সভায় ॥
অনুশাল্ব-বৃকোদর সুবেগ সহিত।
অর্জ্জুন সমাজ কৈল পেয়ে মহাপ্রীত ॥
পুষ্পক চন্দন অর্জ্জুনের পদে দিয়া।
প্রণাম করিল রাজা ভূমিষ্ঠ হইয়া ॥
পঞ্চরত্ন সম্মুখে রাখিয়া নরপতি।
অর্জ্জুন-চরণে রাজা করিল প্রণতি ॥
সম্মুখে রাখিয়া অশ্ব কহে নরপতি।
অবধান করি শুন পাণ্ডুর সন্ততি ॥
অর্জ্জুন চরণ প্রান্তে বসিয়া রাজন।
আপনার কথা যত করে নিবেদন ॥
তোমার তনয় আমি শুন মহাশয়।
চিত্রাঙ্গদা গর্ভেতে আমার জন্ম হয় ॥
যখন করিলা তুমি তীর্থ পর্য্যটন।
করিলা গন্ধর্ব্বসুতা বিবাহ তখন ॥
তোমার ঔরসে চিত্রাঙ্গদার উদরে।
হইল আমার জন্ম কহিনু তোমারে ॥
না জানি ধরিনু ঘোড়া ক্ষমা দেহ মোরে।
বভ্রুবাহ বলি নাম জানহ আমারে ॥
এত বলি পুনরপি ধরিল চরণে।
শুনিয়া জন্মিল ক্রোধ অর্জ্জুনের মনে ॥
কাহারে বলিস পিতা নটির তনয়।
অভিপ্রায় বুঝি তোর নাহি লজ্জা ভয় ॥
নটি চিত্রাঙ্গদা সেই গন্ধর্ব্ব দুহিতা।
তুই যার পুত্র তার শুনিয়াছি কথা ॥
এত বলি করিলেন চরণ প্রহার।
ভূমেতে পাড়িল চিত্রাঙ্গদার কুমার ॥
না করিহ তিরস্কার পাণ্ডুর তনয়।
আমিত তোমার পুত্র কহিনু নিশ্চয় ॥
তবে হংসধ্বজ আর নীলধ্বজ রায়।
অর্জ্জুনে কহিল যুক্তি না হয় তোমায় ॥

কুসুম চন্দন দিয়া পূজিল তোমারে ॥
চরণ প্রহার করা নহেত উচিত।
তোমার তনয় হয় এ কথা নিশ্চিত ॥
আপনি আসিয়া বলে তোমার তনয়।
আপে পিতা কহিতে অন্যের লজ্জা হয় ॥
তাহা শুনি ধনঞ্জয় কহেন বচন।
অভিমন্যু বীর ছিল আমার নন্দন ॥
সুভদ্রা তনয় বীর বিদিত ভুবনে।
চক্রব্যূহে যুঝিলেক দ্রোণ গুরু সনে ॥
দ্রোণ দ্রৌণি কৃপ কর্ণে সংগ্রামে তুষিয়া।
স্বর্গে গেল মহাবীর শরীর ত্যজিয়া ॥
সেই পুত্র হয় মম কুলের ভূষণ।
বভ্রুবাহ হয় দেখ নটীর নন্দন ॥
পুত্রে গর্ব্ব করিয়া ধরিল মম হয়।
ভয় পেয়ে বলে শেষে তোমার তনয় ॥
এ যদি হইত মম ঔরস নন্দন।
যুদ্ধ বিনা ঘোড়া না করিত সমর্পণ ॥
কাতর হইল, নহে আমার নন্দন।
পিতৃর জিনয়ে বীজে বলে সর্ব্বজন ॥
পিতা হৈতে পুত্র শ্রেষ্ঠ সর্ব্বলোকে জানে।
শাস্ত্রেতে এ সব কথা কহে মুনিগণে ॥
এতেক বলেন যদি বীর ধনঞ্জয়।
বভ্রুবাহ রাজা তবে অধোমুখে রয় ॥
মহাকোপ উপজিল বভ্রুবাহ চিতে।
সম্মুখে দাণ্ডায়ে বীর রহে যোড়হাতে ॥
শুন মহাশয় তুমি কহিলা বিস্তর।
ব্যবহারে মন্দ কিন্তু ধর্ম্মেতে গোচর ॥
আপন জন্মের কিছু জান সমাচার।
সে কথা কহিতে হৈল সাক্ষাতে তোমার ॥
নটীর বলিয়া তুমি গালি দিলা মোরে।
তোমার আত্মজ তাহা বিদিত সংসারে ॥
লজ্জা নাহি পাই আমি তোমাকে দেখিয়া।
[illegible] আসিয়াছি তুরগ লইয়া ॥
সে কারণে অপমান করিলে আমারে।
পরাক্রম আমি দেখাব তোমারে ॥

বান্ধিয়া রাখহ অশ্ব করিয়া শকতি ॥
এত বলি অশ্ব দিল অনুচরগণে।
অশ্ব ল'য়ে গেল তারা পরম যতনে ॥
যে আজ্ঞা বলিয়া বীর প্রবেশিল ঘরে।
সেনাগণে আজ্ঞা দিল যুদ্ধ করিবারে ॥
নৃপাদেশে সৈন্যগণ করিল সাহস।
আনন্দেতে দেয় সবে দামামা নির্ঘোষ ॥
সাজ সাজ বলি পুরে উঠিল ঘোষণা।
নানা অস্ত্র লইয়া চলিল সর্ব্বসেনা ॥
হয় গজ বিমানে করিয়া আরোহণ।
ধনুর্ব্বাণ হাতে নিল করিবারে রণ ॥
তোমর পট্টিশ গদা মুষল মুদ্গর।
শেল টাঙ্গি হাতে নিল করিতে সমর ॥
চিত্রাঙ্গদা পাইলেক যুদ্ধ সমাচার।
পুত্রের সম্মুখে গেল করি হাহাকার ॥
কি কহিল প্রাণনাথ পাণ্ডুর নন্দন।
কেন পুত্র যুদ্ধ হেতু করহ সাজন ॥
শুনিয়া মাতার কথা বভ্রুবাহ কয়।
বিলক্ষণ পাইনু পিতার পরিচয় ॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান ॥

বভ্রুবাহনের যুদ্ধে অর্জ্জুনের মৃত্যু।

শ্রীজন্মেজয় বলে শুন তপোধন।
বভ্রুবাহ কিরীটী কেমনে হৈল রণ ॥
বিস্তারিয়া সেই কথা কহ মহামুনি।
তোমার প্রসাদে আমি পূর্ব্বকথা শুনি ॥
বলিলা বৈশম্পায়ন শুন নরপতি।
যুদ্ধকথা কহি আমি কর অবগতি ॥
অনুমতি দিয়া চিত্রাঙ্গদা গেল ঘরে।
বভ্রুবাহ রাজা গেল যুদ্ধ করিবারে ॥
দৈবের নির্ব্বন্ধ সেই হইবারে চায়।
এই হেতু ধনঞ্জয় নিজিলেন তায় ॥
শাপ দিয়াছেন গঙ্গা কিরীটী নিধনে।
এ সব ঈশ্বর লীলা কেহ নাহি জানে ॥

হয় গজ বিমানেতে সাজন করিয়া।
বভ্রুবাহ রাজা রণে প্রবেশিল গিয়া ॥
সিংহনাদ বাদ্যরব শুনিয়া শ্রবণে।
পাণ্ডবের সেনা সব প্রবেশিল রণে ॥
ধনুর্ব্বাণ হাতে করি বীর বৃষকেতু।
অগ্রে রথ চালাইল যুঝিবার হেতু ॥
বৃষকেতু বাণ তবে পূরিল সন্ধান।
কিরীটী তনয় তাহা করে খান খান ॥
হেনমতে দুইজন অনেক যুঝিল।
গগনমণ্ডল দোঁহে বাণে আচ্ছাদিল ॥
অন্ধকার হৈল সব না দেখি নয়নে।
পরিচয় নাহি যুদ্ধ করি কার সনে ॥
তবে বভ্রুবাহ কৈল বাণ অবতার।
দিনকর আচ্ছাদিল হৈল অন্ধকার ॥
দুই বাণে বিন্ধে বভ্রুবাহ নরপতি।
বৃষকেতু রথধ্বজ কাটে শীঘ্রগতি ॥
পঞ্চবাণ দিয়া কাটে সারথির মুণ্ড।
বাণ গুণ ধনু কাটি করে খণ্ড খণ্ড ॥
ফাঁপর হইল তবে কর্ণের নন্দন।
বভ্রুবাহনের রণে হৈল অচেতন ॥
তাহা দেখি শাম্ব বীর প্রবেশিল রণে।
অনেক সংগ্রাম করে বভ্রুবাহ সনে ॥
ক্রমে ক্রমে তাহা আমি কতেক কহিব।
ভারত সমুদ্র কথা সুধার অর্ণব ॥
বভ্রুবাহ বাণে কার' নাহিক নিস্তার।
হইল অস্থির রণে শাম্ব বীরবর ॥
জর্জ্জর হইল তনু রক্ত বহে স্রোতে।
কিংশুক কুসুম যেন শোভিছে বসন্তে ॥
প্রাণভয়ে পদাতিক নাহি রহে রণে।
অচেতন হৈল বভ্রুবাহনের বাণে ॥
ভীম আর সাত্যকি যে সাহস করিল।
বভ্রুবাহনের সনে অনেক যুঝিল ॥
রুধিরে কর্দ্দম ভূমি দেখিয়া নয়নে।
ভীমসেন মহাবীর ভয় পায় মনে ॥
তবে বভ্রুবাহ করে বাণের সন্ধান।
পলায় পাণ্ডব সৈন্য লইয়া পরাণ ॥

অন্যের থাকুক কথা ভীম ভঙ্গ দিল।
যুবনাশ্ব অনুশাল্ব সবে পলাইল ॥
নীলধ্বজ হংসধ্বজ পরাভব পেয়ে।
অর্জ্জুন সম্মুখে সবে উত্তরিল গিয়ে ॥
অপমান পেয়ে সবে বভ্রুবাহ রণে।
তা দেখি কিরীটী বীর কুপিলেন মনে ॥
গাণ্ডীব লইয়া পরে বীর ধনঞ্জয়।
যুঝিতে গেলেন বীর হইয়া নির্ভয় ॥
হেনকালে বৃষকেতু ধনুর্ব্বাণ ল'য়ে।
রণে প্রবেশিল পুনঃ সাহস করিয়ে ॥
বৃষকেতু করিলেন বাণ বরিষণ।
বাণে বাণ নিবারয়ে কিরীটী নন্দন ॥
ধ্বজছত্র কাটে বাণ হাতে ল'য়ে ধনু।
এক বাণে বভ্রুবাহ কাটিলেন তনু ॥
বভ্রুবাহ সৈন্য তবে বিন্ধিলেক বহু।
কুপিল কিরীটী বীর যেন গ্রহ রাহু ॥
ইন্দ্র চন্দ্র বরুণ কুবের দত্ত বাণ।
কোপাগ্নিতে ধনঞ্জয় করেন সন্ধান ॥
বভ্রুবাহ রাজা তাহা নিবারিল শরে।
দেখিয়া কিরীটী বীর সক্রোধ অন্তরে ॥
পিতা পুত্রে উভয়ে যে সংগ্রাম হইল
বাহুল্য কারণ সব লেখা নাহি গেল ॥
অক্ষয় গাণ্ডীব তূণ রণে হৈল ক্ষয়।
তা দেখি চিন্তিত হইলেন ধনঞ্জয় ॥
বভ্রুবাহ বলে শুন ইন্দ্রের নন্দন।
পাণ্ডুর তনয় তোমা বলে সর্ব্বজন
ধর্ম্মসুত যুধিষ্ঠির বড় ভাগ্যবান।
পবননন্দন ভীম পবন সমান ॥
সহদেব নকুল দুই অশ্বিনীকুমার।
ভাল চন্দ্রবংশে জন্ম হইল তোমার ॥
আপন জন্মের কথা মনে না করিলা।
তুমি মোরে জারজ বলিয়া গালি দিলা ॥
সম্মুখ সমরে আমি পাইনু তোমারে।
স্মরণ করহ তুমি দেব গদাধরে ॥
আজি কৃষ্ণ সঙ্গে তোমা পরাজয় করি।
তবে আমি প্রবেশ করিব নিজপুরী ॥

শুনেছি প্রতিজ্ঞা তব জননীর স্থানে ।
তোমার সমান বীর নাহি ত্রিভুবনে ॥
কিন্তু আজি যশোলোপ হইবে তোমার ।
ফিরিয়া না যাবে তুমি বাণেতে আমার ॥
বভ্রুবাহ বচনে কহেন ধনঞ্জয় ।
অহঙ্কার না করিও বেশ্যার তনয় ॥
তাহা শুনি বভ্রুবাহ ক্রুদ্ধ হৈল মনে ।
বাণেতে জর্জ্জর তনু করিল অর্জ্জুনে ॥
ব্যতিব্যস্ত হইলেন বীর ধনঞ্জয় ।
নর নারায়ণ মনে পাইলেন ভয় ॥
মঙ্গল না দেখিলেন সংগ্রাম ভিতরে ।
ঊর্দ্ধমুখ হ'য়ে শিবা ডাকে উচ্চৈঃস্বরে ॥
মুণ্ডহীন ছায়া বীর দেখি আপনার ।
চিন্তান্বিত হইলেন পাণ্ডুর কুমার ॥
অকুশল দেখিলেন ধ্বজে পড়ে কাক ।
হইলেন ব্যাকুলিত মুখে নাহি বাক্ ॥
বৃষকেতু সম্বোধি বলেন ধনঞ্জয় ।
হস্তিনানগরে যাহ কর্ণের তনয় ॥
ইহার সমরে মম নাহি পরিত্রাণ ।
হস্তিনানগরে যাহ লইয়া পরাণ ॥
তোমা বিনা বংশে আর না আছে সন্তান ।
তুমি দিলে পিতৃলোকে জল পিণ্ড দান ॥
যুবনাশ্ব সুবেগ প্রভৃতি সৈন্যগণ ।
বভ্রুবাহনের রণে না পায় রক্ষণ ॥
কিরীটীর কথা শুনি কর্ণের কুমার ।
কহিতে লাগিল বীর করি অহঙ্কার ॥
অমঙ্গল কথা তুমি কহ কি কারণে ।
বভ্রুবাহনেরে আমি পরাজিব রণে ॥
এত বলি ধনুর্ব্বাণ লইয়া সত্বরে ।
বিন্ধিল পঞ্চাশ বাণ বভ্রুবাহনেরে ॥
বভ্রুবাহ বলে শুন কর্ণের নন্দন ।
পুনঃ পুনঃ এস তুমি করিবারে রণ ॥
কৃষ্ণে স্তুতি কর তুমি মরণ সময় ।
পরকালে দিব্যগতি দিবেন তোমায় ॥
এত বলি বভ্রুবাহ হাতে নিল বাণ ।
আকর্ণ পূরিয়া তাহা করিল সন্ধান ॥
অর্দ্ধচন্দ্র বাণ তবে সত্বরে এড়িল ।
বৃষকেতু মাথা কাটি ভূমিতে পাড়িল ॥
তাহা দেখি প্রদ্যুম্নাদি যত বীরগণ ।
সাহসে আইল সবে করিবারে রণ ॥
পার্থের তনয় পরাজিল সবাকারে ।
পড়িয়া রহিল সবে ভূমির উপরে ॥
তাহা দেখি ধনঞ্জয় বিষণ্ণ বদন ।
বৃষকেতু শোকে কান্দি কহিল বচন ॥
মহাবীর বৃষকেতু কর্ণের নন্দন ।
অহঙ্কার করি পুত্র হারালে জীবন ॥
নিষেধ করিনু যত না শুনিলে কাণে ।
শরীর ত্যজিলে বভ্রুবাহনের বাণে ॥
কি বলি যাইব আমি হস্তিনানগরে ।
কি বোল বলিব গিয়া রাজা যুধিষ্ঠিরে ॥
কি বলিয়া প্রবোধিব কুন্তীর হৃদয় ।
এই শোকে কি বলিবে কৃষ্ণ মহাশয় ॥
বৃষকেতু মুণ্ড তবে হৃদয়েতে ধরি ।
বিলাপ করেন পার্থ উচ্চৈঃস্বর করি ॥
কান্দেন বিষাদ মনে ইন্দ্রের নন্দন ।
তাহা দেখি হাসি কহে সে বভ্রুবাহন ॥
ক্ষত্রিয় এ ধর্ম্ম নয় শুন মহাশয় ।
এখনি দেখিবা তুমি আপন সংশয় ॥
হাসিবে ভূপতিগণ দেখিয়া তোমারে ।
ক্রন্দন উচিত নয় সমর ভিতরে ॥
যুদ্ধ করি বৃষকেতু গেল স্বর্গলোকে ।
গতজীবে শোকযুক্ত না শোভে তোমাকে ॥
আপনি ত্বরিতে তুমি করহ উপায় ।
সমরে বিষাদ করিবারে না যুয়ায় ॥
কি কারণে বিলাপ করহ তুমি শোকে ।
স্মরণ করিয়া শীঘ্র আনহ কৃষ্ণকে ॥
কৃষ্ণগত তব প্রাণ আমি ভাল জানি ।
কৃষ্ণহীন হ'য়ে কেন হারাবে পরাণী ॥
যদি বাঞ্ছা করহ কুশল আপনার ।
স্মরণ করহ শীঘ্র দৈবকী-কুমার ॥
চিন্তহ গোবিন্দপদ ওহে ধনঞ্জয় ।
নহিলে আমার বাণে যাবে যমালয় ॥

এত যদি বভ্রুবাহ বলিল ডাকিয়া ।
কিরীটী চিন্তেন কৃষ্ণে সঙ্কটে পড়িয়া ॥
হা কৃষ্ণ করুণাসিন্ধু ওহে ভগবান ।
বিষম সমরে মোরে কর প্রভু ত্রাণ ॥
আইস কমলাপ্রিয় শীঘ্র মণিপুরে ।
বভ্রুবাহনের যুদ্ধে রক্ষা কর মোরে ॥
গজেন্দ্রে করুণা করি উদ্ধারিলা হরি ।
অপার মহিমা তব কি কহিতে পারি ॥
দ্রৌপদীর লজ্জা তুমি কৈলে নিবারণ ।
জতুগৃহে রক্ষা কৈলে আমা পঞ্চজন ॥
দুর্ব্বাসার অভিশাপে রাখিলা আমারে ।
আপনি করিলা ত্রাণ বিরাট নগরে ॥
কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে মুক্ত করিয়াছ তুমি ।
সংসারে বিদিত তাহা কি বলিব আমি ॥
সুরথ সুধন্বা যুদ্ধে রাখিলে আমারে ।
এবার আসিয়া রক্ষা কর মণিপুরে ॥
গঙ্গার বচন সত্য করিতে মুরারি ।
পার্থেরে রাখিতে না গেলেন ত্বরা করি ॥
চাহেন আপন রথপানে ধনঞ্জয় ।
কৃষ্ণে না দেখিয়া পার্থ মনে পান ভয় ॥
বভ্রুবাহ বলে তুমি কি ভাবিছ মনে ।
না পাবে নিস্তার তুমি আমার এ রণে ॥
এত বলি করে বীর বাণ বরিষণ ।
নিবারিতে না পারেন নর নারায়ণ ॥
জর্জ্জর হইল বীর বাণের প্রহারে ।
ফুটিল অর্জ্জুন বীরে রক্ত বহে ধারে ॥
ব্রহ্মঅস্ত্র পাশুপত আদি যত বাণ ।
ভয়েতে কিরীটী সব করেন সন্ধান ॥
বভ্রুবাহ রাজা তাহা শরে নিবারেণ ।
প্রাণপণে কিরীটী জিনিতে না পারেন ॥
বাণবেশে গঙ্গাদেবী আসিয়া সেখানে ।
কহেন সকল কথা বভ্রুবাহ কাণে ॥
তাহা শুনি আনন্দিত হন নরপতি ।
রাখিলেন গঙ্গা অস্ত্র করিয়া শকতি ॥
তবে সেই অস্ত্র রাজা যুড়িলেন চাপে ।
বাণ দেখি ইন্দ্র আদি দেবগণ কাঁপে ॥

মহাবেগে গঙ্গাবাণ আকাশে উঠিল ।
কিরীটীর মাথা কাটি ভূমিতে পাড়িল ॥
পাণ্ডবের দলে যত শেষ সৈন্য ছিল ।
অর্জ্জুন নিধন হেতু আতঙ্ক পাইল ।
সংগ্রাম জিনিয়া বভ্রুবাহ কুতূহলে ।
পরে প্রবেশিল বীর জয় জয় বোলে ॥
নানাবাদ্য নৃত্য গীত হরিষ ঘোষণ ।
মায়ের সম্মুখে গেল সে বভ্রুবাহন ॥
ভূমিষ্ঠ হইয়া মায়ে করিল প্রণাম ।
হাসিয়া বলেন আমি জিনিনু সকল ॥
নাশিলাম ধনঞ্জয়ে সংগ্রামের স্থলে ।
যতেক পাণ্ডব-সৈন্য জিনিলাম হেলে ॥
পুত্রের মুখেতে কথা শুনিয়া এমন ।
ভয় পেয়ে চিত্রাঙ্গদা করয়ে রোদন ॥
ওরে পুত্র কি কহিলি অমঙ্গল কথা ।
কেমনে কাটিলি তুই জনকের মাথা ॥
পিতৃহত্যা কৈলি তুই মহাপাপকারী ।
এত বলি অচেতন হইল সুন্দরী ॥
ভূমিতে পড়িয়া চিত্রাঙ্গদা মহাশোকে ।
কোথা গেল প্রাণনাথ ঘন ঘন ডাকে ॥
অনেক বিলাপ করি কান্দয়ে বিস্তর ।
শুনিয়া উলুপী ধেয়ে আইল সত্বর ॥
মুখে জল দিয়া তারে তুলে হাত ধরি ।
না জানি বিষাদ কেন করহ সুন্দরী ॥
কৃষ্ণ সখা কিরিটির না হবে মরণ ।
বভ্রুবাহনের বাণে হৈল অচেতন ॥
পূর্ব্ব কথা কহি আমি তোমার গোচরে ।
আপন মরণ তেঁই কহিল আমারে ॥
রোপিল দাড়িম্ব বৃক্ষ করিয়া যতন ।
আমারে কহিল কথা পাণ্ডুর নন্দন ॥
দাড়িম্ব নিধনে মম জানিহ মরণ ।
এত বলি নিজ দেশে করিল গমন ॥
ক্রন্দন ত্যজহ তুমি আমার বচনে ।
দাড়িম্বের বৃক্ষ গিয়া দেখি দুইজনে ॥
উলুপীর বোলে চিত্রাঙ্গদা হরষিত ।
দাড়িম্বের বৃক্ষতলে গেলেন ত্বরিত ॥

মৃত তরু দেখি দোঁহে হৈল অচেতন।
হাহা প্রাণনাথ বলি করয়ে রোদন ॥
পতি দরশনে দোঁহে করিল গমন।
অগ্রে পিছে কান্দিয়া চলিল দাসীগণ ॥
হেথা বভ্রুবাহ রাজা পেয়ে অপমান।
বিনাশিয়া জনকেরে ভাবয়ে নিদান ॥
পাত্রমিত্র পাঠাইল জনকের স্থানে।
প্রবোধিতে তারা যায় পরম যতনে ॥
উলুপী বলেন হেদে শুন চিত্রাঙ্গদা।
আচম্বিতে স্মরণ হইল এক কথা ॥
অনন্ত দুহিতা আমি শুন গো সুন্দরী।
আমা বিবাহিয়া পার্থ গেল যমপুরী ॥
অর্জ্জুনেরে ভক্তি করি অনন্ত পূজিল।
নানা ধন দিয়া মোরে অর্জ্জুনেরে দিল ॥
অর্জ্জুনে দিলেন আমা হইয়া কৌতুকে।
অমৃত নামেতে মণি দিলেম যৌতুকে ॥
পুণ্ডরীক নাগ দিল আমার সেবনে।
তাহাকে আনিব আমি করিয়া যতনে ॥
মণির কারণ তারে পাতালে পাঠাব।
আনিয়া অমৃত মণি অর্জ্জুন জীয়াব ॥
এত যদি চিত্রাঙ্গদা শুনিল বচন।
উলুপীরে বলে মণি আনহ এখন ॥
অর্জ্জুনের শোকে তনু না পারি ধরিতে।
শুন গো ভগিনী মণি আনহ ত্বরিতে ॥
উলুপী বলেন তুমি স্থির কর মতি।
এখনি পাইবে প্রাণ পাণ্ডবের পতি ॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান ॥

অর্জ্জুনের জীবনার্থ মণি আনায়ন।

শ্রীজনমেজয় বলে শুন মহামুনি।
অর্জ্জুন নিপাত কথা কহিব কাহিনী ॥
কিমতে আনিল মণি পাতাল হইতে।
পাণ্ডুর নন্দন প্রাণ পাইল কিমতে ॥
কহেন বৈশম্পায়ন শুন নরপতি।
অদ্ভুত কহিব কথা সে সব ভারতী ॥
উলুপী স্মরণ কৈল নাগ পুণ্ডরীকে।
ত্বরায় আইল নাগ উলুপী সম্মুখে ॥
স্ত্রীবুদ্ধি প্রলয়ঙ্করী বিচারিল মনে।
আইলেন বভ্রুবাহ জননীর স্থানে ॥
অধোমুখে আইলেন মায়ের সদনে।
চিত্রাঙ্গদা বলে তারে করুণ বচনে ॥
পিতৃ-হত্যা কৈলি তুই পাপিষ্ঠ চণ্ডাল।
মারিলি আমার বুকে এই বড় শাল ॥
কি বলে উলুপী এবে শুনহ শ্রবণে।
পার্থে জীয়াইতে চাহে মণির মিলনে ॥
পাতালে আছয়ে মণি অনন্ত সমীপে।
সত্বরে আনিয়া মণি রাখ মনস্তাপে ॥
বভ্রুবাহ বলিলেন শুন গো জননী।
পুণ্ডরীক নাগ যাক আনিবারে মণি ॥
পরিচয় নাহি মম মাতামহ সনে।
মণি নাহি দিবে নাগ আমার বচনে ॥
পুণ্ডরীক গেলে যদি নাহি দেয় মণি।
সংগ্রাম করিব শেষে শুনগো জননী ॥
উলুপী বলিল পুত্র কহিলে প্রমাণ।
সম্প্রীতে না দিলে মণি উচিত সংগ্রাম ॥
পুণ্ডরীক নাগে তবে কহিল সুন্দরী।
মণি হেতু নাগ গেল রসাতল পুরী ॥
অনন্তের স্থানে গিয়া কহিল সকল।
তাহা শুনি নাগরাজ হইল বিকল ॥
সর্পগণ আগে কহে নাগ অধিপতি।
উলুপী মাগিল মণি অর্জ্জুনের প্রতি ॥
বভ্রুবাহ সমরে মরিল ধনঞ্জয়।
মণি নিয়া গেলে জীয়ে পাণ্ডুর তনয় ॥
পাণ্ডবের সখা কৃষ্ণ সংসারে বিদিত।
বিলম্ব না কর মণি পাঠাও ত্বরিত ॥
অনন্তের কথা শুনি ধৃতরাষ্ট্র কহে।
এ সব অগ্রাহ্য কথা আমারে না সহে ॥
আপন মঙ্গল রাজা নাহি চিন্ত তুমি।
গরুড়ের ভয়ে সর্প রক্ষা করে মণি ॥
হেন মণি পাঠাইতে চাহ নরলোকে।
শুন সর্পরাজ আমি বলিব তোমাকে ॥

ভাল হৈল বভ্রুবাহ মারিল অর্জ্জুনে।
আমার আনন্দ বড় উপজিল মনে॥
মিত্র মোর ধৃতরাষ্ট্র কৌরবের পতি।
অর্জ্জুন মারিল তার শতেক সন্ততি॥
একথা শুনিয়া চিত্তে দুঃখ উপজিল।
অর্জ্জুন নিধনে মম আনন্দ হইল॥
না দিব অমৃত মণি কহিনু তোমারে।
বভ্রুবাহনের শক্তি কি করিতে পারে॥
মারিল বান্ধব বন্ধু গুরু ধনঞ্জয়।
সেই পাপে নষ্ট হৈল পাণ্ডুর তনয়॥
নরলোকে কদাচিত মণি না রাখিব।
কত জীব জীবে বলি এ মণি রাখিব॥
গরুড়ের ভয়ে মোরা না পাব নিস্তার।
মণি নাহি দিব শুন বচন আমার॥
আমার সম্মতি নহে শুন নাগরায়।
তবে সে তোমার চিত্তে যেমত যুয়ায়॥
আমরা যতেক নাগ না দিব সম্মতি।
সত্য কহিলাম কথা শুন নাগপতি॥
অনন্ত বলেন কথা শুন নাগগণ।
ধর্ম্মপথ আচরিব শুনহ কথন॥
অর্জ্জুন পাইলে প্রাণ মণির মিলনে।
সুখী হবে নারায়ণ একথা শ্রবণে॥
কৃষ্ণপ্রীতে সুখ মোক্ষ চতুর্ব্বর্গ পায়।
মণি দিয়া রক্ষা কর পাণ্ডুর তনয়॥
শুন ধৃতরাষ্ট্র তুমি আমার বচন।
মণি নাহি দিলে পার্থ পাইবে জীবন॥
সখা যার নারায়ণ মৃত্যু নাহি তার।
মণি দিয়া যশ তুমি রাখ আপনার॥
নহে বভ্রুবাহ হাতে পাবে অপমান।
সত্য কহিলাম আমি তোমা বিদ্যমান॥
নাগমন্ত্রী ধৃতরাষ্ট্র নাহি দিল মণি।
পুণ্ডরীক মুখে তাহা বভ্রুবাহ শুনি॥
উলুপী বলিল পুত্র কি হবে উপায়।
মণি আনিবারে তুমি চলহ তথায়॥
বভ্রুবাহ বলিলেন সম্প্রীতে না পাব।
বিক্রম করিয়া মণি শেষেতে আনিব॥

এত বলি বভ্রুবাহ সাজন করিল।
রথ আরোহিয়া বীর পাতালে চলিল॥
বাসুকী না দিল মণি জানিয়া রাজন।
মণি না পাইয়া রাজা অতি ক্রুদ্ধমন॥
প্রবেশিল পাতালেতে যুদ্ধের কারণে।
তাহা দেখি দূত কহে রাজা-বিদ্যমানে॥
দূতমুখে অনন্ত পাইল সমাচার।
যুদ্ধ হেতু আসে চিত্রাঙ্গদার কুমার॥
অর্জ্জুন-নন্দন বীর জানে নানা শিক্ষা।
অপার বিক্রম তার নাহি কার' রক্ষা॥
ধৃতরাষ্ট্রে ডাকিয়া বলিল নাগপতি।
বভ্রুবাহ হেথা এল কি করি যুকতি॥
মণি নাহি দিলে তুমি আমার বচনে।
পাতালে আইল সেই যুদ্ধের কারণে॥
ধৃতরাষ্ট্র বলে মম কি ভয় মানুষে।
বিনাশিব নৃপতিকে চক্ষুর নিমিষে॥
তাহার কারণ তুমি না চিন্তহ মনে।
আমি যুদ্ধ করি রাজা বভ্রুবাহ সনে॥
এত বলি বাসুকীরে দিল সমাচার।
যুদ্ধ করিবারে আজ্ঞা হইল তাহার॥
স্মরণে আনিল যত ছিল নাগগণ।
বভ্রুবাহনের সনে আরম্ভিল রণ॥
সে সব সংগ্রাম কথা কহিতে বিস্তর।
সংক্ষেপে কহিব আমি শুন নরবর॥
গজ বাজী পদাতিক করিয়া সংহতি।
রণে প্রবেশিল বভ্রুবাহ নরপতি॥
অনল সমান বাণ বরিষে রাজন।
আগু হৈতে নাহি পারে ছিল যতজন॥
বিষদন্তে নাগগণ দংশিবে যাহারে।
চক্ষুর নিমিষে সেই যায় যমঘরে॥
ধনুক ধরিয়া করে বাণ বরিষণ।
অগ্নিবাণে পুড়িয়া মরিল নাগগণ॥
সর্প মনুষ্যেতে রণ অপূর্ব্ব কথন।
বড় বড় নাগগণ হারায় জীবন॥
বাসুকী সংগ্রামে এল ক্রোধ করি চিতে।
অনেক যুঝিল বভ্রুবাহন সহিতে॥

নিবারিতে নাহি পারি অর্জ্জুন নন্দনে ॥
ধৃতরাষ্ট্র গর্জ্জিলেন দুঃখ পেয়ে মনে ॥
দুই পুত্র ল'য়ে ধৃতরাষ্ট্র করে রণ ।
বিংশতি সহস্র সৈন্য বধিল জীবন ॥
মহাক্রোধ উপজিল অর্জ্জুন নন্দনে ।
যুড়িল গরুড় বাণ ধনুকের গুণে ॥
হইল গরুড় মূর্ত্তি দেখি ভয়ঙ্কর ।
প্রাণভয়ে নাগ সব পলায় সত্বর ॥
প্রমাদ পড়িল আর না দেখি নয়নে ।
ভয়েতে গেলেন নাগ অনন্ত সদনে ॥
অনন্ত বলেন কেন পলাও এখন ।
শুন ধৃতরাষ্ট্র তুমি কর গিয়া রণ ॥
মণি নাহি দিলে তুমি আমার বচনে ।
এখন করহ যুদ্ধ বভ্রুবাহ সনে ॥
বিনাশ হইবে নাগ তোমার বিচারে ।
অর্জ্জুন নন্দনে কেবা জিনিবারে পারে ॥
অনন্তের বাক্য শুনি বলে নাগগণ ।
সে কোপে করিবে তুমি নাগের নিধন ॥
আপনি বিদায় কর বভ্রুবাহনেরে ।
যাইবে পাইলে মণি আপনার পুরে ॥
তবে ধৃতরাষ্ট্র দিল অনন্তেরে মণি ।
মণি ল'য়ে নাগরাজ চলিল আপনি ॥
অনন্ত বলেন শুন হে বভ্রুবাহন ।
মণি লহ যুদ্ধে রাজা নাহি প্রয়োজন ॥
এত বলি বভ্রুবাহনেরে মণি দিল ।
অর্জ্জুন নন্দন তবে বাণ সম্বরিল ॥
মণি পেয়ে চিত্রাঙ্গদাসুত তুষ্ট হৈল ।
মণির প্রভাবে মৃতসেনা বাঁচাইল ॥
তবে ধৃতরাষ্ট্র নাগ মনে বিচারিল ।
আপনার দুই পুত্রে ডাকিয়া কহিল ॥
তোমরা করহ যদি কলঙ্ক ভঞ্জন ।
তবে সে রাখিব আমি আপন জীবন ॥
বৃষকেতু অর্জ্জুনের আন গিয়া মাথা ।
তবে মোর দূর হয় যত মনোব্যাথা ॥
বাপের বচনে দুই ভাই কুতূহলে ।
মণিপুরে গেল তবে সংগ্রামের স্থলে ॥

বৃষকেতু [illegible] লইয়া ।
প্রবেশিল পাতালেতে হরষিত হৈয়া ॥
শুন রাজা জন্মেজয় পূর্ব্বের ভারতী ।
কদাচিত খল জন নহে শুদ্ধমতি ॥
মণি ল'য়ে বভ্রুবাহ গেল নিজপুরে ।
উপনীত হৈল গিয়া মায়ের গোচরে ॥
উলুপী কহিল পুত্র কহ বিবরণ ।
আনিলা কি রত্ন মণি অর্জ্জুন-নন্দন ॥
বভ্রুবাহ রাজা বলে আনিলাম মণি ।
কিন্তু অর্জ্জুনের মাথা না দেখি জননী ॥
বৃষকেতু মুণ্ড নাহি কেবা ল'য়ে গেল ।
তাহা শুনি চিত্রাঙ্গদা কান্দিতে লাগিল ॥
কুণ্ডলে মণ্ডিত মুণ্ড নিল কোনজন ।
বিলাপিয়া ভূমে পড়ে অর্জ্জুন নন্দন ॥
চিত্রাঙ্গদা উলুপী কান্দেন দুইজনে ।
তা দেখিয়া পাত্রমিত্র দুঃখ পায় মনে ॥
অন্বেষণ করি মুণ্ড কোথা না পাইল ।
ভূমে পড়ি সর্ব্বজন কান্দিতে লাগিল ॥
পাত্রমিত্র প্রবোধয়ে সে বভ্রুবাহনে ।
চিত্রাঙ্গদা উলুপী শান্তাইল দুইজনে ॥
অধোমুখে বিলাপ করেন নরপতি ।
পিতৃহত্যা করিলাম হইয়া সন্তাত ॥
এ পাপ শরীর আর না রাখিব আমি ।
আত্মহত্যা করি আমি শুন গো জননী ॥
শরীর ত্যজিব আমি এই পিতৃশোকে ।
কৃমি হ'য়ে দুঃখ ভোগ করিব নরকে ॥
বুঝিনু আমার সম পাপী নাহি আর ।
বিনা দোষে বিনাশিনু পিতা আপনার ॥
নাগগণে জিনি আমি আনিলাম মণি ।
কেবা ল'য়ে গেল মুণ্ড কি হবে জননী ॥
উলুপী বলিল তুমি না কর ক্রন্দন ।
প্রতিকার ইহার করিবে নারায়ণ ॥
এ কর্ম্ম অন্যের সাধ্য নহে কদাচন ।
কৃষ্ণ বিনা আনিতে নারিবে কোনজন ॥
ভকতবৎসল প্রভু আসিবে ত্বরিত ।
কৃষ্ণসখা অর্জ্জুনের নাহি কিছু ভীত ॥

এত বলি প্রবোধিল সে বভ্রুবাহনে ।
চৌদিকে বেড়িয়া সবে রহিল অর্জ্জুনে ॥
অধোমুখে চিত্রাঙ্গদা উলুপী সুন্দরী ।
বিষাদে রহিল সর্ব্ব সুখ পরিহরি ॥
শুন রাজা জন্মেজয় কহি যে তোমারে ।
কুন্তীদেবী দেখে স্বপ্ন হস্তিনানগরে ॥
বৃষকেতু অর্জ্জুন হইল ক্ষয় রণে ।
স্বপেতে দেখিল বভ্রুবাহনের বাণে ॥
ভয়ে কুন্তীদেবী শীঘ্র গোবিন্দে ডাকিল ।
শুনহ গোবিন্দ মম অমঙ্গল হৈল ॥
উচাটন চিত্ত মম শুন নারায়ণ ।
বৃষকেতু অর্জ্জুনের হইল নিধন ॥
মণিপুরে বভ্রুবাহ নামে নরপতি ।
মহাবলবান সেই অর্জ্জুন সন্ততি ॥
ঘোড়া রাখিবারে পার্থ গেল তার পুরে ।
বভ্রুবাহ সে অশ্ব ধরিল অহঙ্কারে ॥
অশ্বভালে লিখন পড়িয়া নরপতি ।
অর্জ্জুনে ভেটিতে সে আইল শীঘ্রগতি ॥
নানা রত্ন অগ্রে করি প্রণাম করিল ।
ক্রোধ করি পার্থ তার পূজা না হইল ॥
চরণ প্রহার কৈল মস্তক উপরে ।
জারজ বলিয়া গালি দিলেক তাহারে ॥
বভ্রুবাহ রাজা তবে পেয়ে অপমান ।
করিল অর্জ্জুন সঙ্গে অনেক সংগ্রাম ॥
ভীম আদি যুবনাশ্ব যত সেনাগণ ।
বভ্রুবাহনের হাতে হৈল অচেতন ॥
বৃষকেতু অর্জ্জুনের কাটিলেক মাথা ।
তোমারে জানাই কৃষ্ণ বিপদের কথা ॥
স্বপ্নেতে দেখিনু আমি শুন নারায়ণ ।
তুমি গেলে দূর হবে চিত্ত উচাটন ॥
এতেক শুনিয়া কৃষ্ণ কুন্তীর বচন ।
অন্তরে হৈলেন দুঃখী কমললোচন ॥
অমঙ্গল কথা পিসি কহ কি কারণে ।
কিরীটী জিনিবে হেন নাহি ত্রিভুবনে ॥
কুন্তীরে প্রবোধ করি [illegible] ।

কৃষ্ণের স্মরণে আসে বিনতানন্দন ।
আজ্ঞা কর কোন কর্ম্ম করিব এখন ॥
তবে কৃষ্ণ গরুড়ে করিয়া আরোহণ ।
অতি শীঘ্র যান প্রভু কিরীটী কারণ ॥
উপনীত হইলেন হরি মণিপুরে ।
যেইখানে চিত্রাঙ্গদা কান্দে উচ্চৈঃস্বরে ॥
কৃষ্ণ দরশনে সবে চেতন পাইল ।
বভ্রুবাহ রাজা তবে উঠি দাণ্ডাইল ॥
বিজয় পাণ্ডব কথা অমৃত লহরী ।
কাশী কহে শুনিলে তরয়ে ভববারি ॥

শ্রীকৃষ্ণের প্রতি বভ্রুবাহনের বিনয় ।

বভ্রুবাহ নরনাথ, যোড় করি দুই হাত,
নিবেদয়ে কৃষ্ণের চরণে ।
আমি অতি দুরাশয়, শুন কৃষ্ণ মহাশয়,
জানিয়া প্রবৃত্ত এই রণে ॥
অশ্ব এল মণিপুরে, কহিলেন অনুচরে,
অহঙ্কারে ধরিলাম আমি ।
অশ্বভালে লেখা যত, পড়িয়া হইনু জ্ঞাত,
শুন শুন দেব চক্রপাণি ॥
পরিচয় পিতাসনে ইচ্ছা করিলাম মনে,
বিশেষ কহিল চিত্রাঙ্গদা ।
অশ্ব নিয়া আগে ধরি, কুসুম চন্দন পূরি,
দূর করি আপন মর্য্যাদা ॥
নানারত্ন স্বর্ণথালে, দিয়া পার্থ পদতলে,
যথাযোগ্য করিনু প্রণাম ।
জারজ বলিয়া মোরে, লাথি মারিলেন শিরে,
সভাতে পাইনু অপমান ॥
তবু দুঃখ নাহি ধরি, আমি কৃতাঞ্জলি করি,
করিলাম অনেক বিনয় ।
শুন শুন চক্রপাণি, নটীর তনয় আমি,
কহিলেন পার্থ মহাশয় ॥
এ পঞ্চভৌতিক দেহ, কামক্রোধ লোভমোহ,
সম্বরিতে না পারিনু আমি ।
[illegible]

অহঙ্কারে হ'য়ে মত্ত, না বুঝিনু ধর্ম্মতত্ত্ব,
বিনাশ করিনু জন্মদাতা।
প্রবেশিয়া রসাতলে, নাগে জিনিলাম বলে,
মনি আনি না দেখিনু মাথা॥
আদি অন্ত বিবরণ, করিলাম নিবেদন,
কে লইল হরি পার্থশির।
আমি আপনার প্রাণ, না রাখিব ভগবান,
ভাল হৈল এলে যদুবীর॥
এত বলি বভ্রুবাহ, ত্যাজিয়া সকল মোহ,
দিব্য অস্ত্র লইল তখন।
নৃপতির হাতে ধরি, বারণ করেন হরি,
না মরিও অর্জ্জুন নন্দন॥
মহাভারতের কথা, শুনিলে ঘুচয়ে ব্যথা,
কলির কলুষ হয় নাশ।
কমলাকান্তের সুত, হেতু সুজনের প্রীত,
বিরচিল কাশীরাম দাস॥

মণিস্পর্শে অর্জ্জুনাদির জীবন প্রাপ্ত ও
তাম্রধ্বজের সঙ্গে যুদ্ধ।

শ্রীজনমেজয় বলে শুন তপোধন।
কি প্রকারে পাইলেন অর্জ্জুন জীবন॥
সে সকল কথা এবে কহ মহাশয়।
তোমার প্রসাদে শুনি খণ্ডুক সংশয়॥
বলেন বৈশম্পায়ন শুন নরপতি।
কহি যে তোমারে আমি সে সব তারতী॥
নিজ পরিচয় দিল শ্রীবভ্রুবাহন।
করিলেন আশ্বাস তাহারে নারায়ণ॥
গোবিন্দ বলেন মুণ্ড হরিল যে জন।
তাহার মস্তক খসি পড়ুক এখন॥
অর্জ্জুনের মুণ্ড আসি স্কন্ধেতে লাগুক।
ইহা কহিলেন কৃষ্ণ হ'য়ে সকৌতুক॥
তবে সে দুজনার মস্তক খসিল।
বভ্রুবাহ রাজা তাহা নয়নে দেখিল॥
বৃষকেতু অর্জ্জুনের মস্তক লইয়া।
অনন্ত আপনি আসে সানন্দ হইয়া॥
দোঁহাকার স্কন্ধে মুণ্ড করিল যোজন।
অমৃত আপনি ছড়াইলা নারায়ণ॥
প্রাণদান পায় সবে মণির পরশে।
রাখিলেন কৃষ্ণচন্দ্র আপনার পাশে॥
হস্তী ঘোড়া আদি যত ছিল মৃতলোক।
মণি হৈতে প্রাণ পায় দূর হৈল শোক॥
উঠিয়া বলি যত নৃপতিকুমার।
মহাশব্দে সৈন্য সব বলে মার মার॥
যদুমণি মণি দেন অনন্তের স্থানে।
মণি ল'য়ে গেল নাগ আপন ভবনে॥
গোবিন্দ বলেন শুন অর্জ্জুন তনয়।
ক্ষত্রধর্ম্ম আচরিলা নাহি ধর্ম্মভয়।
অপরাধ বলি তুমি না ভাবিহ মনে।
ক্ষত্রিয় প্রধান কর্ম্ম সম্মুখ সংগ্রামে॥
অর্জ্জুনেরে বুঝাইয়া কহিলেন হরি।
বভ্রুবাহনেরে তোষ আলিঙ্গন করি॥
কৃষ্ণবাক্যে ধনঞ্জয় সম্প্রীতি পাইয়া।
বভ্রুবাহে তুষিলেন আলিঙ্গন দিয়া॥
আমার নন্দন তুমি বড় বলবান।
ত্রিভুবনে বীর নাহি তোমার সমান॥
সম্প্রীতি পাইয়া সবে দিল আলিঙ্গন।
সবে বলে যোদ্ধা বড় শ্রীবভ্রুবাহন॥
প্রণমিয়া বভ্রুবাহ কহে যোড়হাতে।
একদৃষ্টে নিরীক্ষয়ে পাণ্ডবের নাথে॥
অনুশাল্ব দৈত্য সঙ্গে কৈল আলিঙ্গন।
সবে বলে ধন্য ধন্য অর্জ্জুন নন্দন॥
চিত্রাঙ্গদা উলুপী গেলেন অন্তঃপুরে।
কৃষ্ণ হেথা কহিলেন বভ্রুবাহনেরে॥
তুরঙ্গ রাখিতে যাহ অর্জ্জুন সংহতি।
সৈন্যগণ সঙ্গে লহ ঘোড়া আর হাতী॥
বভ্রুবাহ রাজা তবে হরষিত চিতে।
তুরঙ্গ রাখিতে গেল অর্জ্জুনের সাথে॥
লক্ষ ধেনু সেখানে ব্রাহ্মণে দিল দান।
তুরঙ্গ লইয়া বীর করিল প্রয়াণ॥
এই বিবরণ রাজা কহিনু তোমারে।
আর কি বলিব রাজা বলহ আমারে॥

শ্রীজনমেজয় বলে শুন তপোধন।
অশ্ব ল’য়ে কোথা গেল পাণ্ডুর নন্দন ॥
বলেন বৈশম্পায়ন শুন জন্মেজয়।
রত্নাবতী পুরে গেল পাণ্ডবের হয় ॥
রত্নাবতীপুরে রাজা ময়ূরধ্বজ নাম।
বড়ই ধার্ম্মিক রাজা সর্ব্ব গুণধাম ॥
সংগ্রামে নাহিক কেহ তাহার সমান।
তার নামে বীরগণ হয় কম্পমান ॥
অশ্বমেধ যজ্ঞ করিলেন নরপতি।
অশ্বরক্ষা করে তাম্রধ্বজ মহামতি ॥
অশ্ব ল’য়ে আছে সেই নর্ম্মদার তীরে।
দৈবে অর্জ্জুনের অশ্ব গেল সেই পুরে ॥
অশ্ব দেখি তাম্রধ্বজ আনন্দিত মন।
অশ্বকে ধরিল বীর করিয়া যতন ॥
লিখন পড়িয়া তার হৈল অহঙ্কার।
পাণ্ডব সমান বীর কেহ নাহি আর ॥
বীরবেশ অহঙ্কারে কাঁপে কলেবরে।
ডাক দিয়া বলিল যতেক অনুচরে ॥
বান্ধিয়া রাখহ ঘোড়া করিয়া যতন।
দেখি কি করিতে পারে পাণ্ডুর নন্দন ॥
অহঙ্কারে অশ্বভালে করেছে লিখন।
ধরিতে আমার ঘোড়া পারে কোনজন ॥
শীঘ্র লহ সেনাগণ ধনুর্ব্বাণ হাতে।
সকলে সুসজ্জ হও সংগ্রাম করিতে ॥
গোপাদেশে অনুচর অশ্ব ল’য়ে গেল।
তাম্রধ্বজ যুদ্ধ হেতু সুসজ্জ হইল ॥
শিখিধ্বজ সুত অশ্ব ধরিলেক বলে।
কিরীটি শুনিয়া আজ্ঞা করেন সকলে ॥
আগে হৈল বৃষকেতু ল’য়ে ধনুর্ব্বাণ।
তাম্রধ্বজ সহ তার বাজিল সংগ্রাম ॥
ডাক দিয়া বৃষকেতু বলে উচ্চৈঃস্বরে।
কে ধরিল যজ্ঞ ঘোড়া মরিবার তরে ॥
যুধিষ্ঠির সহায় আপনি নারায়ণ।
পাণ্ডবে জিনিতে নারে এ তিন ভুবন ॥
তাম্রধ্বজ বলে কৃষ্ণ সবাকার পতি।
না বুঝিয়া কহ কেন কুৎসিত ভারতী ॥
ভক্তের অধীন কৃষ্ণ ভজনেতে পাই।
এ তিন ভুবনে তাঁর শত্রু কেহ নাই ॥
পাণ্ডবের কৃষ্ণ বলি কর অহঙ্কার।
শুন বৃষকেতু জ্ঞান নাহিক তোমার ॥
দেখিব কেমনে আজি জিনিবে সংগ্রাম।
অশ্ব নিয়া নিজদেশে করহ প্রয়াণ ॥
মম পিতা অশ্বমেধ যজ্ঞ আরম্ভিল।
অশ্ব রাখিবার তরে মোরে পাঠাইল ॥
ভাল হৈল এই অশ্ব দৈবে দিল আনি।
লইতে যজ্ঞের ঘোড়া না পারিবা তুমি ॥
বৃষকেতু বলে শুন নৃপতি নন্দন।
জিনিয়া আনিল সঙ্গে যত রাজগণ ॥
যুবনাশ্ব নীলধ্বজ হংসধ্বজ আদি।
পরাভব পেয়ে সবে আইল সংহতি ॥
বৃথা অহঙ্কার কর মরিবে এখন।
নহে অশ্ব কিরীটিরে করহ অর্পণ ॥
বৃষকেতু বাক্যে বীর ক্রুদ্ধ হৈল মনে।
যুড়িল পঞ্চাশ বাণ ধনুকের গুণে ॥
কর্ণের নন্দন নিবারিতে না পারিল।
তাম্রধ্বজ বাণে বীর জর্জ্জর হইল ॥
তবে তাম্রধ্বজ বীর পাঁচ বাণ দিয়া।
বৃষকেতু রথধ্বজ ফেলিল কাটিয়া ॥
তুণ গুণ কাটিলেন রথের সারথি।
বিরথ হইল বৃষকেতু মহামতি ॥
দশ বাণে তাম্রধ্বজ তাহাকে বিন্ধিল।
কর্ণের নন্দন রণে মূর্চ্ছিত হইল ॥
তবে যুবনাশ্ব রাজা সুবেগ সহিত।
করে বহু যুদ্ধ তাম্রধ্বজের সহিত ॥
পিতা পুত্রে মূর্চ্ছিত হইল দুইজনে।
তবে অনুশাল্ব আসি প্রবেশিল রণে ॥
তাম্রধ্বজ সহ কৈল অনেক সংগ্রাম।
ভূমিতে পড়িল দৈত্য হইয়া অজ্ঞান ॥
তবে হংসধ্বজ আর সে বভ্রুবাহন।
প্রাণপণে দুই জনে কৈল মহারণ ॥
মহাবীর তাম্রধ্বজ ভয় নাহি করে।
জিনিতে নারিল কেহ তাম্রধ্বজ বীরে ॥

প্রাণপণে যুঝে সবে অনেক প্রকার।
অচেতনে পড়ি গেল রথের উপর ॥
কেহ ভূমি পড়ি গেল হ'য়ে অচেতন।
তবে রণে প্রবেশিল কৃষ্ণের নন্দন ॥
তাম্রধ্বজ সনে সেও অনেক যুঝিল।
বাহুল্য কারণ তাহা লেখা নাহি গেল ॥
তাম্রধ্বজ বাণে তার শেষ হৈল তনু।
অচেতন হ'য়ে রণে পড়ে ফুলধনু ॥
আইল সাত্যকি ভীম করিতে সমর।
ছাইল গগন তবে এড়ি নানা শর ॥
মহাবীর তাম্রধ্বজ ভয় নাহি করে।
কাটিল ভীমের গদা দিব্য পাঁচ শরে ॥
ধনুর্ব্বাণ হাতে ল'য়ে বীর বৃকোদর।
তাম্রধ্বজ সহ কৈল অনেক সমর ॥
সাত্যকি সাহস করি এড়ে নানা বাণ।
নৃপতি তনয় তাহা করে খান খান ॥
তবে তাম্রধ্বজ বীর আশী বাণ দিয়া।
বিন্ধিলেক ভীমসেনে জর্জ্জর করিয়া ॥
সাত্যকি সহিত তবে বাধে মহারণ।
তারে পরাজিল শিখিধ্বজের নন্দন ॥
এ সব ঈশ্বরলীলা কেহ নাহি জানে।
যতেক পাণ্ডবসৈন্য পরাজিল রণে ॥
তাহা দেখি কিরীটির ক্রোধ হৈল মনে।
গাণ্ডীব লইয়া বীর প্রবেশেন রণে ॥
কিরীটী দেখিয়া তবে তাম্রধ্বজ বীর।
তীক্ষ্ণবাণ দিয়া তার বিন্ধিল শরীর ॥
কিরীটী যতেক বাণ যুড়েন ধনুকে।
তাম্রধ্বজ নিবারিল বাণ দিয়া তাকে ॥
নিবারিতে না পারিয়া তাম্রধ্বজ শরে।
পার্থের জর্জ্জর অঙ্গ রক্ত বহে ধারে ॥
মহাকোপে উপজিল পাণ্ডুর নন্দনে।
ভয় পেয়ে জিজ্ঞাসেন তবে নারায়ণে ॥
ওহে কৃষ্ণচন্দ্র আমি না পারি বুঝিতে।
সংগ্রামে সমর্থ নাহি তাম্রধ্বজ সাথে ॥
ভীষ্ম দ্রোণ কর্ণবীরে পরাজিনু আমি।
নিবাতকবচে বিনাশিনু চক্রপাণি ॥
খাণ্ডব দহিনু আমি তুষিনু অনলে।
কালকেতু নিপাত করিনু বাহুবলে ॥
সংগ্রাম করিয়া আমি তুষিনু শঙ্করে।
জিনিনু কৌরবগণে বিরাট নগরে ॥
চিত্ররথ গন্ধর্ব্বের কৈনু অপমান।
আপনি জানহ তুমি আমার সংগ্রাম ॥
সুরথ সুধন্বা আমি নিপাতিনু রণে।
যুঝিতে না পারি আমি তাম্রধ্বজ সনে ॥
বীর নাহি দেখি তাম্রধ্বজের সমান।
শুন কৃষ্ণ পাইলাম বড় অপমান ॥
গোবিন্দ বলেন সখা ত্যজহ সমর।
মহাবলবান শিখিধ্বজের কোঙর ॥
জিনিতে নারিবে তুমি তাম্রধ্বজ বীরে।
বৈষ্ণব উহার পিতা বিদিত সংসারে ॥
গোবিন্দ বলেন সখা কর অবধান।
তুমি কিম্বা আমি হারি একই সমান ॥
তোমাতে আমাতে সখা কিছু ভেদ নাই।
ভক্তের মর্য্যাদা আমি রাখিবারে চাই ॥
রাজার সাহস আজি দেখাব তোমারে।
চল দুইজন যাই পুরীর ভিতরে ॥
শিখিধ্বজ সম দাতা নাহি ত্রিভুবনে।
সংগ্রাম ত্যজহ তুমি আমার বচনে ॥
দ্বিজবেশ ধরিয়া রাজার ঠাঁই যাব।
নৃপতি সাহস আমি তোমারে দেখাব ॥
পাইবে যজ্ঞের ঘোড়া ভয় নাহি মনে।
সংগ্রাম ত্যজিয়া তুমি এস মোর সনে ॥
এত শুনি ধনঞ্জয় কৃষ্ণের উত্তর।
ঈষৎ হাসিয়া বীর ত্যজেন সমর ॥
পাণ্ডবের কৃষ্ণ বলি জানে সর্ব্বজন।
তব পদে ভক্তি মোর নাহি নারায়ণ ॥
দর্পহারী তব নাম বিদিত সংসারে।
সাক্ষাৎ সে দর্প তুমি দেখাও আমারে ॥
এত শুনি কৃষ্ণচন্দ্র হাস্যমুখে কন।
তোমা বিনা সখা মম আছে কোন্‌জন ॥
রণ জিনি তাম্রধ্বজ ছাড়ে সিংহনাদ।
চলিল বাপের পাশে লইতে প্রসাদ ॥

অশ্বমেধ পুণ্যকথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান ॥

ব্রাহ্মণবেশে ময়ূরধ্বজ রাজার সভায়
কৃষ্ণার্জ্জুনের গমন।

পুত্রের বচন শুনি আনন্দ পাইল।
আলিঙ্গন দিয়া রাজা পুত্রকে তুষিল ॥
শুভ সমাচর পুত্র কহিলে আমারে।
আইলেন নারায়ণ রত্নাবতীপুরে ॥
সার্থক তপস্যা মম হৈল এত দিনে।
দেখিব পরমানন্দে কিরীটী মিলনে ॥
বান্ধিয়া রাখহ ঘোড়া মিলাইল বিধি।
সবান্ধবে পরশিব কৃষ্ণ গুণনিধি ॥
যাঁর পাদপদ্ম হৈতে গঙ্গার জনম ;
আইলেন মম পুরে সেই নারায়ণ ॥
যাঁর পদ পরশে সানন্দ বসুমতী।
মুনিগণ যাঁর পদ ভাবে দিবারাতি ॥
হেন যাদবেন্দ্র আইলেন মম পুরে।
পূর্ব্ব তপফলে আমি দেখিব তাঁহারে ॥
তুমি পুত্র আমার জন্মিলে শুভক্ষণে।
কৃষ্ণ দরশন পাব কিরীটী মিলনে ॥
শুনিলাম তব মুখে যুদ্ধ বিবরণ।
বাহুবলে পরাজিলে শ্রীবভ্রুবাহন ॥
এক লক্ষ রাজা যাঁর খাটে ছত্রতলে।
তাহাকে জিনিলা তুমি নিজ বাহুবলে ॥
যুবনাশ্ব অনুশাল্ব বড় বীরবর।
তাহারে জিনিয়া তুমি করিলা সমর ॥
সাত্যকি ও বৃষকেতু বড় বলবান।
তাহাকে জিনিলা তুমি বিক্রমে প্রধান ॥
পরাজিলা রতিনাথে আশ্চর্য্য কথন।
কিরীটী তোমার বাণে হল অচেতন ॥
এ সব আশ্চর্য্য কথা শুনে লাগে ভয়।
একেলা করিলা তুমি সবাকারে জয় ॥
পাণ্ডব বান্ধব করিবেন আগমন।
অশ্ব হেতু গোবিন্দের দেখিব চরণ ॥

এত বলি আনন্দ পুলকে নরপতি।
সমাজ করিল পাত্র-মিত্রের সংহতি ॥
পুনঃ আলিঙ্গনে পুত্রে তোষে নৃপবর।
সিংহাসনে বসিলেন সভার ভিতর ॥
হেথা জনার্দ্দন যুক্তি বিচারিল মনে।
দ্বিজরূপ হইলেন অর্জ্জুনের সনে ॥
বৃদ্ধ বিপ্ররূপ হইলেন নারায়ণ।
রাজারে করিতে কৃপা করেন গমন ॥
খুঙ্গি পুঁথি কাঁখে শিষ্যরূপে ধনঞ্জয়।
নৃপতির স্থানে যান হইয়া নির্ভয় ॥
সমাজ করিয়া রাজা আছেন যেখানে।
তথা উপনীত কৃষ্ণ অর্জ্জুনের সনে ॥
ব্রাহ্মণ দেখিয়া রাজা উঠিল সত্বরে।
প্রণমিয়া পাদ্য অর্ঘ্য দিল দ্বিজবরে ॥
যোড়হাত হ'য়ে রাজা বলেন বচন।
কি হেতু আইলে তুমি কহ বিবরণ ॥
রাজার বচন শুনি দেব নারায়ণ।
কপট করিয়া কৃষ্ণ কহেন বচন ॥
শুনহ ভূপতি মম দুঃখের কাহিনী।
কহিতে বদনে মম নাহি সরে বাণী ॥
কৃষ্ণশর্ম্মা নামে দ্বিজ তোমার নগরে।
পুত্রের সম্বন্ধ আমি কৈনু তার ঘরে ॥
বিবাহ দিবস দৈবে নিকট হইল।
নিমন্ত্রণ ইষ্টবন্ধু কুটুম্ব আইল ॥
বর ল'য়ে আসিতে ছিলাম হরষিতে।
দৈবে এক সিংহ আসি আগুলিল পথে ॥
মম পুত্রে খাইবারে চাহিল কেশরী।
ভয়ে আমি কহিলাম যোড়হাত করি ॥
আমারে ভক্ষণ কর ছাড়িয়া পুত্রেরে।
এক পুত্র বিনা আর নাহিক সংসারে ॥
পুত্রশোক সহিতে না পারিব যে আমি।
শুন সিংহ আমারে ভক্ষণ কর তুমি ॥
সিংহ বলে তব মাংসে প্রীতি নাহি পাব।
নবীন কোমল মাংস পেট পুরে খাব ॥
তপস্যায় শুষ্ক মাংস তোমার শরীরে।
খাইতে নারিব আমি কহিনু তোমারে ॥

পুত্রের নিমিত্ত মোর বড় হৈল মায়া।
পুনঃ সিংহে কহিলাম যোড়হাত হৈয়া॥
কি বস্তু পাইলে ছাড় আমার কুমারে।
আজ্ঞা কর সেই দ্রব্য দিব সে তোমারে॥
তবে সিংহ কহিলেন নিদারুণ বাণী।
সে কথা কহিতে নাহি পারি নৃপমণি॥
রাজা বলিলেন কহ সেই ত কথন।
কি কহিল সে কেশরী শুনি বিবরণ॥
বিপ্র বলে সেই কথা কহিতে না পারি।
যে নিষ্ঠুর বাক্য মোরে কহিল কেশরী॥
শুন বিপ্র পুত্রের বাঞ্ছহ যদি প্রাণ।
ময়ুরধ্বজের অঙ্গ কাটি শীঘ্র আন॥
নানা ভোগযুক্ত সেই রাজ-কলেবর।
খাইতে আমার বাঞ্ছা আছয়ে বিস্তর॥
তবে সে ছাড়িব আমি তোমার নন্দনে।
এত বলি আজ্ঞা দিনু পরম যতনে॥
নির্ব্বন্ধ করিয়া আইলাম তব স্থান।
তুমি অঙ্গ দিলে রহে তনয়ের প্রাণ॥
এতেক বচন বিপ্র বলে বারে বারে।
নিজ তনু দিয়া তুমি রাখহ আমারে॥
দ্বিজের শুনিয়া কথা হরিষ রাজন।
দিব বলি অঙ্গীকার করিল তখন॥
তাহা দেখি পাত্রমিত্র করে হাহাকার।
যোড়হাত করি বলে রাজার কুমার॥
তাম্রধ্বজ বলিলেন শুন নিবেদন।
তুমি গেলে শূন্য হবে রাজ-সিংহাসন॥
আমি যাই দ্বিজ সঙ্গে সিংহের সম্মুখে।
পরম হরিষে সিংহ খাইবে আমাকে॥
রাজা বলে তোমা যদি লয়ত ব্রাহ্মণ।
তবে সত্য হয় পুত্র আমার বচন॥
তবে তাম্রধ্বজ বড় সম্বিত পাইয়া।
দ্বিজ কাছে কহে কথা হরষিত হৈয়া॥
শুন দ্বিজ তোমারে যে করি নিবেদন।
যেই পিতা সেই পুত্র শাস্ত্রের কথন॥
সিংহাসন শূন্য হবে ভূপতি-বিহনে।
আমি শিশুমতি প্রজা পালিব কেমনে॥
অনুমতি দেহ আমি যাই সিংহপাশে।
নিজ পুত্র ল'য়ে তুমি যাহ গৃহবাসে॥
এত যদি কহিলেন ভূপতি-নন্দন।
তাহা শুনি হাসি বলে কপট ব্রাহ্মণ॥
যেই পুত্র সেই পিতা করিলা প্রমাণ।
সমান শরীর তুমি ইথে নাহি আন॥
কিন্তু সে সিংহের কথা কহি যে তোমাকে।
ভূপতির অর্দ্ধ অঙ্গ মাগিল আমাকে॥
ভূপতির অর্দ্ধ অঙ্গ যদি পাই ভিক্ষা।
তবে সে আমার পুত্র পাইবেক রক্ষা॥
শুনহ ময়ুরধ্বজ আমার বচন।
সমস্ত শরীরে মম নাহি প্রয়োজন॥
অর্দ্ধাঙ্গ দিবেক তুমি বলহ আমারে।
পুত্র হেতু এই ভিক্ষা মাগিহে তোমারে॥
রাজা বলিলেন অঙ্গ দিব আপনার।
ইহাতে তিলেক দুঃখ নাহিক আমার॥
অর্দ্ধ অঙ্গ ব্রাহ্মণে দিলেন নরপতি।
সমাচার পায় পুরে নারী কুমুদ্বতী॥
দুই চারি দাসী সঙ্গে আইল সেখানে।
যোড়হাত করি বলে দ্বিজ বিদ্যমানে॥
নৃপতির অর্দ্ধ অঙ্গ গণি যে আমাকে।
মোরে সিংহে দিয়া রাখ আপন বালকে॥
কেন সিংহাসনশূন্য কর দ্বিজবর।
আজ্ঞা দেহ আমি যাই সিংহের গোচর॥
আমা দরশনে তুষ্ট হবেন কেশরী।
পুত্র ল'য়ে যাহ তুমি আপনার পুরী॥
এত যদি রাজরাণী করিল সাহস।
গোবিন্দে নিন্দেন পার্থ হইয়া বিরস॥
তবে কৃষ্ণ কহিলেন শুনহ রাজন।
নারী বাম অঙ্গ মোর নাহি প্রয়োজন॥
দক্ষিণাঙ্গ দেহ রাজা কহিল আমারে।
যাচিঞা করিনু আমি তোমার গোচরে॥
দক্ষিণাঙ্গ দেহ মোরে শুন নরপতি।
মন দিয়া শুন তুমি সিংহের ভারতী॥
স্ত্রী পুত্রে করাত ধরি তোমারে চিরিবে।
তবে তব অর্দ্ধ অঙ্গ কেশরী লইবে॥

কেশরা কহিল এই নিষ্ঠুর বচন ।
তবে সে পাইব আমি আমার নন্দন ॥
পরকাল তরিবারে এত যত্ন করি ।
পুত্র বিনা নিদানে নরকে ঘুরে মরি ॥
অতএব মাগিলাম এ ভিক্ষা তোমারে ।
কাতর না হ'য়ে অর্দ্ধ অঙ্গ দেহ মোরে ॥
দক্ষিণাঙ্গ দিয়া হে পুরাও অভিলাষ ।
পরিণামে তোমার হইবে স্বর্গবাস ॥
শিখিধ্বজ বলে অর্দ্ধ অঙ্গ দিব আমি ।
ক্ষণেক বিলম্ব কর দ্বিজবর তুমি ॥
রাজা বলে তাম্রধ্বজ আর রহ কেনে ।
করাতে চিরহ আমা সবা বিদ্যমানে ॥
বসিল ময়ূরধ্বজ পূর্ব্ব মুখ হৈয়া ।
নবীন তুলসীমালা গলায় পরিয়া ॥
স্নান করি তাম্রধ্বজ জননীর সনে ।
হাতেতে করাত নিল আনন্দিত মনে ॥
ব্রাহ্মণের আজ্ঞা পুনঃ ল'য়ে যোড়হাতে ।
করাত দিলেন তবে জনকের মাথে ॥
অর্দ্ধ অঙ্গ রাজা দেয় উঠিল ঘোষণা ।
দেখিতে আইল যত নগরের জনা ॥
শিশু বৃদ্ধ যুবা কেহ না রহিল ঘরে ।
স্ত্রী পুরুষ উপনীত নৃপতির পুরে ॥
পথে যেতে পরস্পর কহে কোনজনে ।
আপনারে নাশে রাজা ধর্ম্মের কারণে ॥
কেহ বলে ধন্য ধন্য শিখিধ্বজ রায় ।
রাজতনু দিয়া রাজা স্বর্গপুরে যায় ॥
কেহ বলে ক্লেশ বিনা নাহি হয় ধর্ম্ম ।
কেহ বলে নৃপতি করিল বড় কর্ম্ম ॥
অনিত্য শরীর এই বিচারিয়া মনে ।
আপনার অঙ্গ রাজা দিলেন ব্রাহ্মণে ॥
চল চল দেখি গিয়া ভূপতি সাহস ।
ভুবন ভরিয়া রাজা রাখিলেন যশ ॥
দূর হবে যত পাপ রাজ দরশনে ।
দেখিলে সাহস হয় সত্য জানি মনে ॥
এত বলি সকলেতে তথায় চলিল ।
ভূপতির পত্নী পুত্র করাত ধরিল ॥

শিখিধ্বজ বলিলেন শুন কুমুদ্বতী ।
আমাকে চিরিতে নাহি হবে দুঃখমতি ॥
করাত ধরহ আমি ভয় নাহি করি ।
চিরহ মস্তক মম শুদ্ধচিত্ত করি ॥
মাতাপুত্রে আনন্দিত নৃপতি বচনে ।
চিরিছে মস্তক তার কৃষ্ণ বিদ্যমানে ॥
অন্তর্য্যামী ভগবান জানেন সকল ।
বলেন ঈষৎ হাসি ভকতবৎসল ॥
আর অর্দ্ধ অঙ্গ মম নাহি প্রয়োজন ।
অশ্রদ্ধায় দান আমি না করি গ্রহণ ॥
কান্দিয়া অর্দ্ধেক অঙ্গ তুমি দিলা মোরে ।
এ দান লইয়া আমি নারি তরিবারে ॥
না চিরিহ ভূপতিরে শুন রাজরাণী ।
কাতর হইলে দান নাহি লই আমি ॥
এত বলি নারায়ণ ধনঞ্জয় সাথে ।
সভা ত্যজি উঠিলেন আপনি ত্বরিতে ॥
কুমুদ্বতী বলে ভূপে যোড়হাত হৈয়া ।
না নিলেন দান বিপ্র কিসের লাগিয়া ॥
শুনিয়া কহিল রাজা প্রিয়ার বচন ।
কাতর দেখিয়া দান না নিল ব্রাহ্মণ ॥
এত বলি রাজা বামনেত্রে জল ঝরে ।
যোড়হাত হ'য়ে বলে কপট দ্বিজেরে ॥
বাম নয়নেতে মম দেখি জলধার ।
হৈলাম কাতর, মনে হইল তোমার ॥
তোমার সাক্ষাতে সত্য কথা কহি আমি ।
করাতের ব্যথা নয় শুন দ্বিজস্বামী ॥
যে কারণে অশ্রুপাত বাম নয়নেতে ।
তাহার কারণ আমি কহি যে তোমাতে ॥
দক্ষিণাঙ্গ তুমি মম করিলে গ্রহণ ।
অভিমানে বামচক্ষু করয়ে ক্রন্দন ॥
এই সে আমার দোষ কহি যে তোমারে ।
দক্ষিণাঙ্গ ল'য়ে তুমি যাহ ত সত্বরে ॥
হাসিয়া বলেন কৃষ্ণ শুন নরপতি ।
আমি তোমা পরীক্ষিনু কিরীটী সংহতি ॥
তাম্রধ্বজ যুদ্ধে কত সম্বিত পাইয়া ।
আইলাম পার্থ সঙ্গে কপট করিয়া ॥

তোমার সাহস যত দেখিলাম আমি।
ক্ষিতিতে রাখিলে যশ ধন্য রাজা তুমি ॥
এত বলি বিপ্ররূপ ত্যজিয়া মুরারী।
সেইক্ষণে হইলেন শঙ্খচক্রধারী ॥
গদাপদ্ম চতুর্ভুজ বনমালা গলে।
মকর কুণ্ডল কর্ণে করে ঝলমলে ॥
ভকতবৎসল হরি জানে নানা মায়া।
মুগ্ধ করিলেন নিজ মূর্ত্তি প্রকাশিয়া ॥
তবেত ময়ূরধ্বজ হরষিত হৈয়া।
প্রণমিল কৃষ্ণপদে পাদ্য অর্ঘ্য দিয়া ॥
পরশিল নৃপশির দেব জগৎপতি।
হইল ময়ূরধ্বজ সুন্দর মূরতি ॥
তা দেখি উঠিল পুরে জয় জয়কার।
প্রণমিল কৃষ্ণপদে রাজার কুমার ॥
কৃষ্ণপদ পরশিল রাজার রমণী।
আশীর্ব্বাদ সবারে দিলেন চক্রপাণি ॥
যোড়হাতে শিখিধ্বজ করেন স্তবন।
পরম কারণ তুমি দেব নিরঞ্জন ॥
ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর তিন রূপ তুমি।
তোমার মহিমা প্রভু কি বলিব আমি ॥
করে পরশিলা তুমি আমারে মুরারী।
আমার ভাগ্যের কথা সীমা দিতে নারী ॥
সিদ্ধ হৈল অশ্বমেধ শুন নারায়ণ।
অশ্ব লহ, যজ্ঞে মম নাহি প্রয়োজন ॥
এত বলি দুই অশ্ব সেখানে আনিল।
কৃষ্ণের সম্মুখে অশ্ব কিরীটীরে দিল ॥
কিরীটীর হাতে ধরি করিল প্রবোধ।
ক্ষম মম অপরাধ তুমি মহাবোধ ॥
তাম্রধ্বজ যুদ্ধ কৈল তোমার সংহতি।
ক্ষমহ সকল দোষ পাণ্ডবের পতি ॥
কিরীটী বলেন রাজা নহে অবিচার।
আচরিল ক্ষত্রধর্ম্ম তনয় তোমার ॥
তবে কৃষ্ণ কহিলেন শুন নরবর।
যুধিষ্ঠির যজ্ঞে যাবে হস্তিনানগর ॥
ময়ূরধ্বজ বলে আমি কিরীটী সাথে।
আজ্ঞা দেহ যাই আমি তুরগ রাখিতে ॥
তাম্রধ্বজ পুত্রে ডাকি সকলি কহিল।
পুরী রাখিবারে সেই অঙ্গীকার কৈল ॥
কিরীটির সঙ্গে রাজা চলিল আপনি।
সঙ্গেতে চলিল সেনা লেখা নাহি জানি ॥
মূর্চ্ছাগত সৈন্য যত আছিল সমরে।
কৃষ্ণ আজ্ঞা পেয়ে সবে উঠিল সত্বরে ॥
বিজয় পাণ্ডব কথা অমৃত লহরী।
কাশী কহে শুনিলে তরয়ে ভববারি ॥

সরস্বতীপুরে পাণ্ডবের প্রবেশ ও যমের সহিত যুদ্ধ।

শ্রীজনমেজয় বলে কহ মহামুনি।
কোন্ দেশে গেল অশ্ব কহ দেখি শুনি ॥
বলেন বৈশম্পায়ন শুন জন্মেজয়।
সরস্বতীপুরে গেল পাণ্ডবের হয় ॥
বীরব্রহ্মা নামে রাজা তার অধিকারী।
সেই দেশে যান পার্থ সহিত মুরারী ॥
বীরব্রহ্মা নৃপতীর পুত্র পঞ্চজন।
মহাবলবান তারা গুণে বিচক্ষণ ॥
ধনুর্ব্বাণ হাতে তারা আছিল নগরে।
দৈবে দুই অশ্ব তারা দেখিল গোচরে ॥
বীরবেশে অহঙ্কারে তুরগ ধরিল।
অনুচরে নিয়োজিয়া পুরে পাঠাইল ॥
ধনুর্ব্বাণ হাতে নিল পঞ্চ সহোদর।
সৈন্যেতে বেষ্টিত রহে করিতে সমর ॥
তুরগ ধরিল বীর ব্রহ্মার নন্দন।
তাহা শুনি কিরীটীর মলিন বদন ॥
আগে হৈল বৃষকেতু ধনুর্ব্বাণ করে।
বৃষকেতু ডাক দিয়া বলয়ে তাহারে ॥
কে ধরিল যজ্ঞ হয় দেহ পরিচয়।
আয়ুশেষ হৈল কার, যাবে যমালয় ॥
বৃষকেতু বচনে কহিল পঞ্চজন।
মোরা অশ্ব ধরি বীরব্রহ্মার নন্দন ॥
যজ্ঞ হেতু জনকের আছে অভিলাষ।
অশ্বমেধ যজ্ঞ করি যাবে স্বর্গবাস ॥
দৈবে আসি দুই অশ্ব মিলিল নগরে।
কে তোমরা পরিচয় দেহ ত আমারে ॥

বৃষকেতু বলে আমি কর্ণের নন্দন।
পরিচয় তব সঙ্গে কোন্ প্রয়োজন ॥
বাক্যজালে দোঁহাকার ক্রোধ উপজিল।
বৃষকেতু দশবাণ ধনুকে জুড়িল ॥
বীরব্রহ্মা পুত্র তাহা নিবারিল বাণে।
মারিল বিংশতি বাণ কর্ণের নন্দনে ॥
বাণাঘাতে বৃষকেতু মানে পরাজয়।
হাতে বাণ অগ্রে হৈল কিরীটী তনয় ॥
চিত্রাঙ্গদা সুত বীর বরিষয়ে বাণ।
পঞ্চজনে বিন্ধিয়া করিল খান খান ॥
গজবাজী পদাতিক ক্ষয় হৈল রণে।
নিবেদয়ে পঞ্চভাই জনকের স্থানে ॥
যুদ্ধ বিবরণ যত বাপেরে কহিল।
তাহা শুনি বীরব্রহ্মে ক্রোধ উপজিল ॥
জামাতার প্রতি তবে কহিল ভূপতি।
রাখহ আমার দেশ করিয়া শকতি ॥
পরাভব পায় মম পুত্র পঞ্চজন।
আপনি সাজিয়া যাহ করিবারে রণ ॥
তোমার সাহসে কারে ভয় নাহি করি।
বাহুবলে তুমি রক্ষা কর মম পুরী ॥
শ্বশুরের বাক্য শুনি সূর্য্যের নন্দন।
দণ্ড ধরি মহিষে করয়ে আরোহণ ॥
সংগ্রামে শমন এল দণ্ড ল'য়ে হাতে।
দরশনে সৈন্যগণ ভয় পায় তাতে ॥
বভ্রুবাহ আদি করি যত বীরগণ।
প্রাণপণে করিলেন শর বরিষণ ॥
শেল টাঙ্গী নানা অস্ত্র মুষল মুদ্গর।
ভিন্দিপাল ক্ষুরপাদি বাণ প্রাণহর ॥
সাহসে যুঝিছে যত পাণ্ডবেরগণ।
শমনের দণ্ডে হয় সব নিবারণ ॥
যুবনাশ্ব অনুশাল্ব সুবেগ কুমার।
ধনুর্ব্বাণ ধরিয়া করিল মহামার ॥
হংসধ্বজ নীলধ্বজ বরিষয়ে বাণ।
সাত্যকি ধনুক ধরি করয়ে সন্ধান ॥
গদা হাতে ভীমসেন প্রবেশিল রণে।

প্রদ্যুম্নাদি বীরবর অনেক যুঝেন।
যমের সংগ্রামে সবে বিষণ্ণ বদন ॥
ভয়ে ভঙ্গ দিল সবে রণ পরিহরি।
যুঝিতে অর্জ্জুন আইলেন ধনু ধরি ॥
সাহস করিয়া করিলেন বহু রণ।
দণ্ড ল'য়ে যম সব করিল বারণ ॥
যুদ্ধ ত্যজি পার্থ জিজ্ঞাসেন নারায়ণে।
সংগ্রামে আইল যম কিসের কারণে ॥
হরি কহিলেন আদি অন্তের কথন।
শুনিয়া প্রবোধ পান কুন্তীর নন্দন ॥
সেই কথা কহি আমি শুন নরপতি।
শুনি ভারতের কথা কৃষ্ণে হয় মতি ॥
বীরব্রহ্মা কন্যা নাম হয় যে মালিনী।
শুন রাজা জন্মেজয় অপূর্ব্ব কাহিনী ॥
পরমা সুন্দরী কন্যা জিনি রতিরূপ।
দুহিতা দেখিয়া বড় আনন্দিত ভূপ ॥
দিনে দিনে সেই কন্যা বাড়িতে লাগিল।
পূর্ণিমার চন্দ্র যেন কলাতে পূরিল।
বিবাহের যোগ্য কন্যা দেখিয়া তখনে।
বীরব্রহ্মা মহারাজ বিচারিল মনে।
বিবাহের যোগ্য হৈল নহে ভাল কায।
কালাতীত হৈলে কন্যা হবে লোক লাজ ॥
স্বয়ম্বর হেতু কন্যা বিচারিল মনে।
ডাকিয়া বলেন যত পাত্র মিত্রগণে ॥
স্বয়ম্বর উদ্যোগ শুনিয়া রূপবতী।
যোড়হাতে জনকেরে বলিল ভারতী ॥
কিসের লাগিয়া তুমি কর স্বয়ম্বর।
যমে আমি বরিয়াছি মনের ভিতর ॥
যমে আনি বিবাহ করাও নরপতি।
ত্রিভুবনে যোগ্য দেখি সেই মম পতি ॥
মরিলে সকলে যায় যমের নগরী।
আর কারে বরিব তাহাকে পরিহরি ॥
দুহিতার বাক্য শুনি বীরব্রহ্মা রায়।
মহামুনি নারদেরে আনিল সভায় ॥
নৃপাদেশ পাইয়া আসিল তপোধন।

কহিল আপন কথা করিয়া বিনয়।
মহামুনি নারদ গেলেন যমালয়॥
নারদে দেখিয়া যম করিল আদর।
যোগাইল পাদ্য অর্ঘ্য আসন সত্বর॥
যম বলে কি হেতু আইলে তপোধন।
মম ভাগ্যে তোমার হইল আগমন॥
নারদ বলেন যম শুন মন দিয়া।
বীরব্রহ্মা রাজা মোরে দিল পাঠাইয়া॥
মালিনী নামেতে তার আছয়ে তনয়া।
তুমি স্বামী হবে তার আছয়ে মনয়া॥
এই হেতু আগমন তোমার গোচরে।
আমার বচনে চল সরস্বতীপুরে॥
অলঙ্ঘ্য মুনির বাক্য লঙ্ঘিতে নারিয়া।
রবিসুত যাত্রা কৈল ব্যাধিগণ লৈয়া॥
যম আগমনে ব্যাধি লোকেরে পীড়িল।
ব্যাধিভয়ে লোক সব দুঃখিত হইল॥
তবে নারদেরে জিজ্ঞাসিল নরপতি।
ব্যাধি হেতু প্রজানাশ কি হবে যুকতি॥
মুনি বলে রাজা ধর্ম্মপথে দাও মন।
ব্যাধি বল না করিবে শুনহ বচন॥
ধর্ম্ম আচরণে সবে পাবে মহাসুখ।
পরম পুলকে রবে, ভুলি যত দুঃখ॥
নারদের বাক্যে বীরব্রহ্মা নরপতি।
পাত্রমিত্র প্রজা সবে ধর্ম্মে দিল মতি॥
মুনি বলে আসিবেন সূর্য্যের নন্দন।
নিশ্চয় তোমার কন্যা করিবে গ্রহণ॥
মালিনীর অভিপ্রায় বুঝিয়া অন্তরে।
যম আইলেন বীরব্রহ্মার গোচরে॥
পরিচয় আপনার কহিল রাজনে।
হরষিত বীরব্রহ্মা যম আগমনে॥
শুভক্ষণ করি কন্যা দিল নরপতি।
মালিনীর সঙ্গে হৈল পরম পীরিতি॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান॥

কৌণ্ডিন্যপুরে পাণ্ডবের প্রবেশ ও চন্দ্রহংস রাজার কথা।

বলেন বৈশম্পায়ন শুন জন্মেজয়।
কৌণ্ডিন্যনগরে গেল পাণ্ডবের হয়॥
ধৃষ্টবুদ্ধি নামেতে রাজার পাত্র ছিল।
কালকূট মিশাইয়া রাজারে মারিল॥
আপনি করয়ে রাজ্য বসি সিংহাসনে।
জন্মিয়াছে চন্দ্রহংস ইহা নাহি জানে॥
তবে ধৃষ্টবুদ্ধি মন্ত্রী বিরলে বসিয়া।
মদনে লিখিল পত্র যতন করিয়া॥
শুন জন্মেজয় রাজা পত্রের লিখন।
খলের নির্ম্মল মতি নহে কদাচন॥
স্বস্তি আগে লিখিয়া লিখিল আশীর্ব্বাদ।
শুনহ মদন তুমি আমার সম্বাদ॥
চন্দ্রহংসে পাঠাইনু তব বিদ্যমানে।
যাবামাত্র বিষ দান করিবে যতনে॥
তোমার মঙ্গল হবে এ কর্ম্ম করিলে।
নহে পুত্র দুঃখ পাবে অবশেষকালে॥
কদাচিত না লঙ্ঘিবে আমার বচন।
আমি ত পশ্চাতে যাব নিজ নিকেতন॥
আমার অপেক্ষা কদাচিত না করিবে।
যাবামাত্র চন্দ্রহংসে বিষদান দিবে॥
পত্র লিখি পরে তাতে এক চিহ্ন দিল।
চন্দ্রহংস হাতে দিয়া বিশেষ কহিল॥
শুন চন্দ্রহংস তুমি বিষ্ণুভক্তজন।
মদনে লিখিনু আমি বিশেষ কথন॥
না পড়িবে এই পত্র নিষেধিনু আমি।
মদনেরে পত্র দিয়া তত্ত্ব আন তুমি॥
শিব বিষ্ণু ভেদ কৈলে যত পাপ হয়।
এ পত্র পড়িলে হবে কহিনু নিশ্চয়॥
এত বলি পত্র দিল চন্দ্রহংস হাতে।
কলিঙ্গ নন্দন তাহা রাখিলেন মাথে॥
চন্দ্রহংস যাত্রা করিলেন শুভক্ষণে।
মন্ত্রীর নগরে গেল আনন্দিত মনে॥
নিদাঘ সময়ে সেই প্রথম জ্যৈষ্ঠমাসে।
দেখিলেন উপবন নগর প্রবেশে॥

চারিদিকে পুষ্পোদ্যান মধ্যে সরোবর ।
বকুলের বৃক্ষ শোভে পাড়ের উপর ॥
রম্যস্থান দেখি চন্দ্রহংস হরষিত ।
বসিল বকুল মূলে পাইয়া পীরিতি ॥
পথশ্রমে চন্দ্রহংস বসিল সেখানে ।
নিদ্রা আকর্ষিল আসি তাহার নয়নে ॥
শুন শুন জন্মেজয় অপূর্ব্ব কথন ।
দৈবমায়া বুঝিতে না পারে কোনজন ॥
ধৃষ্টবুদ্ধি রাজার দুহিতা রূপবতী ।
সখীসঙ্গে উপবনে আইল ঝটিতি ॥
পুষ্প তুলি সেই কন্যা শিবপূজা করে ।
স্নান হেতু উপনীত হৈল সরোবরে ॥
কতদূরে পুষ্প ল'য়ে আসে সখীগণ ।
একাকিনী আসে কন্যা স্নানের কারণ ॥
বৃক্ষ তলে নিদ্রা যায় পুরুষ সুন্দর ।
কন্দর্প জিনিয়া রূপ অতি মনোহর ॥
কামে বশ হৈল কন্যা তাহারে দেখিয়া ।
মস্তক উপরে পত্র দেখিতে পাইয়া ॥
পাত্র ল'য়ে পড়িল বসিয়া রূপবতী ।
বাপের লিখন দেখি মদনের প্রতি ॥
গতিমাত্র চন্দ্রহংসে বিষদান দিবে ।
কদাচ বিলম্ব এতে তুমি না করিবে ॥
লিখন পড়িয়া কন্যা করে মনস্তাপ ।
বিষয়া বলিল বড় নিদারুণ বাপ ॥
দেখিয়া এমন রূপ দয়া না জন্মিল ।
বিষদান দিয়া এরে মারিতে বলিল ॥
বিষয়া বলিল মোরে মিলাইল ধাতা ।
নিশ্চয় হইব আমি ইহার বনিতা ॥
পূজিলাম শিব পদ ইহার কারণে ।
চন্দ্রহংস হবে পতি বিচারিয়া মনে ॥
নয়ন-কজ্জল নিল নখেতে করিয়া ॥
'য়া' লিখিয়া পত্র দিল হরষিত হৈয়া ॥
মুদিত করিয়া পত্র রাখিল সেখানে ।
বিষয়া গেলেন ঘরে আনন্দিত মনে ॥
স্নান করি কন্যাগণ শিবপূজা কৈল ।
হেথা চন্দ্রহংস পরে নিদ্রাভঙ্গ হৈল ॥
দিবাশেষে উত্তরিল মদনের স্থানে ।
দিলেন মন্ত্রীর পত্র পরম যতনে ॥
মদন পড়িয়া পত্র সকল জানিল ।
বিষয়াকে দান দিতে লিপি পাঠাইল ॥
চন্দ্রহংসে সমর্পিব বিষয়া সুন্দরী ।
বাপের বচন আমি লঙ্ঘিতে না পারি ॥
নানাবাদ্য হরিষে বাজায় রাজপুরে ।
বিষয়াকে সমর্পিল চন্দ্রহংস বরে ॥
নানা ধন কৌতুকে তুষিল তার মন ।
ক্ষীরভোগ অবশেষে কৈল দুইজন ॥
কুসুম শয্যাতে দোঁহে করিল শয়ন ।
হেথা ধৃষ্টবুদ্ধি মন্ত্রী বিচারিয়া মন ॥
কলিঙ্গে করিল বন্দী নিল সর্ব্বধন ।
প্রজাগণে মহাপাপী করিল তর্জ্জন ॥
রজনী প্রভাতে হেথা মদন উঠিয়া ।
বাদ্যোদ্যম করিলেন আনন্দিত হৈয়া ॥
আইল ভিক্ষুক যত ভিক্ষার কারণে ।
তা সবারে মদন তুষিল নানা ধনে ॥
পথেতে যতেক যায় হরষিত হৈয়া ।
মদন প্রতিষ্ঠা যত কহিয়া কহিয়া ॥
হেনকালে মন্ত্রী আসে কৌণ্ডিন্য হইতে ।
নানা রত্ন গজবাজী লইয়া সহিতে ॥
মন্ত্রী দেখি আশীর্ব্বাদ কৈল দ্বিজগণ ।
শুভক্ষণে তব পুত্র জন্মিল মদন ॥
বিষয়াকে দিল দান চন্দ্রহংস বরে ।
তা সম সুন্দর নাহি সংসার ভিতরে ॥
চক্ষু আছে মদনের বুঝি অভিপ্রায় ।
তুষিলেন নানা ধনে আমা সবাকায় ॥
তাহা শুনি ধৃষ্টবুদ্ধি অতি কোপে জ্বলে ।
আরক্ত করিয়া আঁখি কটুবাক্য বলে ॥
আরে মম কুলে তুই কুপুত্র জন্মিলি ।
কার বাক্যে চন্দ্রহংসে মম কন্যা দিলি ॥
মদন বলিল তব পাইয়া লিখন ।
চন্দ্রহংসে বিষয়া করিনু সমর্পণ ॥
মন্ত্রী বলে কোথা লিখিলাম আন দেখি ।
মদন যোগায় পত্র হইয়া কৌতুকী ॥

ধৃষ্টবুদ্ধি সেই পত্র করে নিরীক্ষণ।
চন্দ্রহংসে বিশ্বাস না জন্মিল এখন॥
মদনের দোষ নাহি বিচারিলা মনে।
চন্দ্রহংসে আনিতে কহিল সেইক্ষণে॥
চন্দ্রহংসে আনিতে দিলেন পাঠাইয়া।
ধৃষ্টবুদ্ধি অনুচরে আনিল ডাকিয়া॥
শুন অনুচরগণ আমার ভারতী।
চণ্ডিকা আলয়ে তোরা যাহ শীঘ্রগতি॥
নিশীথে দেখিবি যারে চণ্ডিকার ঘরে।
যদি মম পুত্র হয় কাটিবে তাহারে॥
ছাড়িয়া না দিবে তারে কহিলাম আমি।
এত বলি অনুচরে দিলেন মেলানি॥
তীক্ষ্ণ অস্ত্র ল'য়ে তারা চলিল সত্বরে।
চন্দ্রহংস আসে হেথা মন্ত্রীর গোচরে॥
বিনয়া সহিত চন্দ্রহংস মহামতি।
মন্ত্রীর চরণে আসি করিল প্রণতি॥
আশীর্ব্বাদ না করিল মনে দুঃখ পেয়ে।
চন্দ্রহংসে মন্ত্রী কহে অধোমুখ হ'য়ে॥
যদ্যপি করিলা মম দুহিতা গ্রহণ।
শুনিলাম না পূজিলে কালিকা-চরণ॥
কুলের দেবতা মম হন ভগবতী।
তাঁহাকে পূজিতে তুমি যাহ শীঘ্রগতি॥
নানা উপহার গন্ধ চন্দন লইয়া॥
চণ্ডীকা পূজিতে যাও একাকী হইয়া॥
চন্দ্রহংস বলিলেন যথা আজ্ঞা হয়।
পূজিব বৈষ্ণবী পদ জানিয়া নিশ্চয়॥
তাহা শুনি মন্ত্রী দাসীগণে আজ্ঞা দিল।
নৈবেদ্য লইয়া চন্দ্রহংসে যোগাইল॥
চন্দ্রহংস সম্মুখে আনিল দাসীগণ।
চণ্ডিকা পূজিতে তবে করিল গমন॥
ভৃঙ্গারে পূরিয়া বারি সব্য করে নিল।
স্বর্ণপাত্র বাম হাতে গমন করিল॥
শুন রাজা জন্মেজয় অপূর্ব্ব কথন।
চন্দ্রহংসে যেমতে রাখেন নারায়ণ॥
অপূর্ব্ব কৃষ্ণের লীলা কে পারে বুঝিতে।
পথে দেখা হৈল তার মদন সহিতে॥
মদন বলিল তুমি যাহ কোথাকারে।
চন্দ্রহংস বলে যাব দেবি পূজিবারে॥
কুলদেবী নাহি পূজি মন্ত্রী দোষ দিল।
আয়োজন দিয়া মোরে হেথা পাঠাইল॥
মদন বলিল তুমি যাহ নিকেতন।
আমি গিয়া চণ্ডিকারে করিব পূজন॥
এত বলি চন্দ্রহংসে পাঠাইল ঘরে।
মদন চলিল হেথা দেবী পূজিবারে॥
দেবী পূজে মদন হইয়া কুতূহলী।
গন্ধ পুষ্প ধূপ দেন হ'য়ে কৃতাঞ্জলি॥
শঙ্খ ঘণ্টা মদন বাজায় কুতূহলে।
শব্দ পেয়ে রাজদূত আসে হেনকালে॥
মন্ত্রীর আদেশে তারা বিচার না কৈল।
তীক্ষ্ণ অস্ত্র দিয়া দূত মদনে কাটিল॥
রাজপুত্র দেখি শেষে মনে পায় ভয়।
অকস্মাৎ সেই স্থানে হৈল জয় জয়॥
চন্দ্রহংসে দেখি মন্ত্রী কোপে জ্বলি বলে।
চণ্ডীকা পূজিতে তুমি কেন নাহি গেলে।
চন্দ্রহংস বলে শুন মোর নিবেদন।
আমারে যাইতে তথা না দিল মদন॥
আপনি গেলেন তথা দেবী পূজিবারে।
তাহার বচনে আমি আইলাম পুরে॥
চন্দ্রহংস মুখে শুনি এতেক ভারতী।
হা পুত্র বলিয়া তবে যায় খলমতি॥
চণ্ডীকা-মণ্ডপে গিয়া চারিদিকে চায়।
কাটাস্কন্ধ মদন ভূতলে প'ড়ে রয়॥
মুণ্ড হাতে করি মন্ত্রী করয়ে রোদন।
আহা মরি কোথা গেল পুত্ররে মদন॥
এত বলি ধৃষ্টবুদ্ধি আত্মঘাতী হৈল।
পুত্রশোকে আপনার মস্তক কাটিল॥
প্রমাদ দেখিয়া তবে অনুচরগণ।
চন্দ্রহংসে আসিয়া করিল নিবেদন॥
মদন সহিত রাজা লোটায় ধরায়।
তত্ত্ব নাহি জানি কেবা কাটিল দোঁহায়॥
শুনিয়া প্রমাদ কথা দূতের বচনে।
চন্দ্রহংস গেল শীঘ্র চণ্ডীকা ভবনে॥

বিচ্ছিন্ন মস্তক দোঁহে আছয়ে পড়িয়া।
ভয় পান চন্দ্রহংস দোঁহারে দেখিয়া ॥
যোড়হাতে চণ্ডীকারে করেন স্তবন।
বিষ্ণুরূপা স্বর্ণময়ী শুন নিবেদন ॥
বিষ্ণুজায়া বৈষ্ণবী যে ব্রাহ্মণী কমলা।
হরপ্রিয়া হৈমবতী হও অনুকূলা ॥
তোমার মহিমা মাতা কেহ নাহি জানে।
নিদ্রারূপা হও তুমি বিষ্ণুর নয়নে ॥
এত বলি চন্দ্রহংস নানা স্তুতি কৈল।
তথাপিও অভয়ার কৃপা না হইল ॥
ভক্ত চন্দ্রহংস তবে বিচারিয়া মনে।
আপনা কাটিতে খড়্গ লইল তখনে ॥
বৈষ্ণব বিনাশ দেখি নগেন্দ্র-নন্দিনী।
আসি চন্দ্রহংস হস্ত ধরিল তখনি ॥
চন্দ্রহংস বলিলেন চরণে ধরিয়া।
পিতা পুত্রে দুইজনে দেহ বাঁচাইয়া ॥
চন্দ্রহংস বাক্যে দেবী দোঁহে বাঁচাইল।
মদন সহিত মন্ত্রী উঠিয়া বসিল ॥
চন্দ্রহংস সৌভাগ্য যে দেখিয়া নয়নে।
মন্ত্রীবর তুষিলেন আনন্দিত মনে ॥
ধৃষ্টবুদ্ধি বলে মম রাজ্যে নাহি কায।
আজি হৈতে চন্দ্রহংস হৈল মহারাজ ॥
মন্ত্রী বলে যাই আমি যোগ সাধিবারে।
হিংসিয়া বৈষ্ণবগণে কি কাজ শরীরে ॥
এত বলি বিবেকী হইল ধৃষ্টবুদ্ধি।
মন্ত্রী গেল কাননে করিতে যোগ সিদ্ধি ॥
তথা চন্দ্রহংস তবে কহিল মদনে।
রাজত্ব করহ তুমি বসি সিংহাসনে ॥
মদন বলিল রাজ্যে নাহি প্রয়োজন।
শুন চন্দ্রহংস তুমি লহ সিংহাসন ॥
মন্ত্রী হ'য়ে থাকি আমি তোমার গোচরে।
রাজ্য ধন হস্তী ঘোড়া দিলাম তোমারে ॥
মদন হইল মন্ত্রী চন্দ্রহংস রাজা।
তাহা দেখি আনন্দিত যত সব প্রজা ॥
কলিঙ্গে আনিল চন্দ্রহংস নরপতি।
নানা সুখ ভোগে তার জন্মিল পীরিতি ॥
বিষয়ার গর্ভে হল উভয় নন্দন।
মকরাক্ষ পদ্মাক্ষ যে দোঁহে বিচক্ষণ ॥
পুনশ্চ কলিঙ্গ গেল আপন নগরে।
চন্দ্রহংস রাজ্য ধন সব দিল তারে ॥
এই কহিলাম চন্দ্রহংসের কথন।
হেনকালে তথায় নারদ আগমন ॥
মুনি দেখি সম্ভ্রমে উঠিল সর্ব্বজনে।
আশীর্ব্বাদ করিলেন হরষিত মনে ॥
অর্জ্জুন পাইয়া বার্ত্তা মুনির গোচর
কৃষ্ণ দরশন করি যান মুনিবর ॥
অর্জ্জুন শুনিয়া কথা নারদের মুখে।
প্রবেশ করেন পুরে পরম কৌতুকে ॥
আনন্দিত চন্দ্রহংস পাণ্ডব গমনে।
কৃষ্ণ দরশন পান অর্জ্জুন মিলনে ॥
চন্দ্রহংস বলে শুন পুত্র দুইজন।
রাখহ যজ্ঞের ঘোড়া করিয়া যতন।
অশ্ব ল'য়ে এল ভূপ হরষিত মতি।
রাখিলেন দুই অশ্ব যথা জগৎপতি ॥
প্রণমিল চন্দ্রহংস লোটাইয়া ক্ষিতি।
পুলকে আকুল তনু অধিক ভকতি ॥
অভয় চরণে শত দণ্ডবৎ হৈয়া।
যোড়হাতে চন্দ্রহংস রহে দাণ্ডাইয়া ॥
চন্দ্রহংসে আশ্বাস করিলা নারায়ণ।
অর্জ্জুন তোষেন তাঁরে দিয়া আলিঙ্গন ॥
সবান্ধবে কৈল রাজা কৃষ্ণ দরশন।
নিজালয়ে ল'য়ে গেল করিয়া যতন।
নানা আয়োজন সব সমর্পণ কৈল।
কৌণ্ডিন্যকপুরে দুই দিবস বঞ্চিল ॥
কহিলাম তোমা চন্দ্রহংসের ভারতী।
যেই জন শুনে ইহা কৃষ্ণে হয় মতি ॥
বিজয় পাণ্ডব কথা অমৃত লহরী।
কাশীরাম দাস কহে শুনি ভবে তরি ॥

মণিভদ্র রাজার দেশে পাণ্ডবদের আগমন।

বলেন বৈশম্পায়ন শুন জন্মেজয়।
উত্তর মুখেতে গেল পাণ্ডবের হয় ॥

দুই গোটা অশ্ব গেল উত্তর সাগরে।
প্রবেশিল দুই অশ্ব সলিল ভিতরে ॥
তাহা দেখি ভয় পায় যত সৈন্যগণ।
অর্জ্জুন বলেন কি হইবে নারায়ণ ॥
সলিলেতে দুই অশ্ব করিল প্রবেশ।
কেমনে পাইব অশ্ব বল হৃষীকেশ ॥
গোবিন্দ বলেন তুমি চিন্তা কর কেনে।
আপনি যাইব জলে অশ্ব অন্বেষণে ॥
এত বলি অর্জ্জুনে লইয়া জগৎপতি।
বভ্রুবাহ রাজা গেল দোঁহার সংহতি ॥
ভীম আদি সৈন্য সব রহিলেন কূলে।
বভ্রুবাহ কৃষ্ণার্জ্জুন প্রবেশিল জলে ॥
বাগদালভ্য মুনি নিকটে গেল চলি।
জানেন সকল তত্ত্ব দেব বনমালী ॥
দ্বীপেতে আছেন মুনি বটপত্র শিরে।
উপনীত তিনজন তাঁহার গোচরে ॥
প্রণমিয়া মুনিরে বলিল তিনজন।
নারায়ণ দেখি মুনি আনন্দিত মন ॥
ঈষৎ হাসিয়া তবে জিজ্ঞাসেন হরি।
দ্বীপ মধ্যে আছ বটপত্র শিরে ধরি ॥
আশ্রম না কর তুমি কিসের কারণে।
কতদিন মুনিবর আছ এইখানে ॥
বাগদালভ্য মুনি তবে বলয়ে বাসিয়া।
কি কারণে দুঃখ পাব আশ্রম করিয়া ॥
অল্পকাল পরমায়ু দিল নারায়ণ।
আজি কালি মরি, গৃহে কোন্ প্রয়োজন ॥
মুনির বচনে জিজ্ঞাসেন ধনঞ্জয়।
কতদিন এখানে আছেন মহাশয় ॥
মুনি বলে এক কল্প আমার জীবন।
শত মন্বন্তর বটপত্র আচ্ছাদন ॥
পার্থ বলে মনন্তর কত দিনে হয়।
এক কল্প কারে বলে কহ মহাশয় ॥
বাগদালভ্য বলে শুন ইন্দ্র নন্দন।
একাত্তর যুগে মন্বন্তরের গণন ॥
চতুর্দ্দশ মন্বন্তরে যত কল্প হয়।
এই পরমায়ু মম পাণ্ডুর তনয় ॥

এত অল্পদিনে কিবা কার্য্য আশ্রমেতে।
অতএব আছি আমি বটপত্র মাথে ॥
কোথা যাও তিনজন বলহ আমারে।
কি কারণে আসিয়াছ আমার গোচরে ॥
অর্জ্জুন বলেন যজ্ঞ করে যুধিষ্ঠির।
অশ্ব রাখি আমি যে সঙ্গেতে যদুবীর ॥
না জানি যজ্ঞের ঘোড়া গেল কোনস্থানে।
অশ্ব তত্ত্বে আইলাম তোমা বিদ্যমানে ॥
অর্জ্জুনের বচন শুনিয়া মুনিবর।
ঈষৎ হাসিয়া তারে দিলেন উত্তর ॥
মিথ্যা অশ্বমেধ কর ভক্তি নাহি মনে।
অনুক্ষণ কৃষ্ণচন্দ্র দেখিছ নয়নে ॥
তথাপি করহ যজ্ঞ কি বলিব আর।
সত্য বলি অর্জ্জুন জানহ চক্রধর ॥
কে বুঝিবে কৃষ্ণলীলা পাণ্ডবনন্দন।
শিব ব্রহ্মা নারিল করিতে নিরূপণ ॥
এত বলি মুনিবর যোড়হস্ত হৈয়া।
কৃষ্ণেরে করিল স্তুতি বিনয় করিয়া ॥
তোমার মায়ায় স্থির নহে সুরগণ।
কিসের গণনা করি পাণ্ডুর নন্দন ॥
পূর্ব্ব তপফলে দেখিলাম তব পদ।
হইল পবিত্র আজি আমার আস্পদ ॥
এত বলি তুষিলেন দেব নারায়ণে।
সে দ্বীপ ভ্রমিয়া অশ্ব এল সেইখানে ॥
সলিল ত্যজিয়া অশ্ব কূলেতে উঠিল।
তাহা দেখি অর্জ্জুনের আনন্দ হইল ॥
মুনি প্রণমিয়া চলিলেন তিন জন।
অশ্বের গমনে সুখী যত রাজগণ ॥
বলেন বৈশম্পায়ন শুন জন্মেজয় ॥
সিন্ধুপুরে গেল তবে পাণ্ডবের হয় ॥
তার অধিকারী মণিভদ্র নরপতি।
দুঃশলার পুত্র জয়দ্রথের সন্ততি ॥
কুরুক্ষেত্রে পার্থ-হস্তে জয়দ্রথ মৈল।
তার পুত্র মণিভদ্র রাজ্যে রাজা হৈল ॥
দূতমুখে শুনি পুরে আইল অর্জ্জুন।
সসৈন্য সাজিয়া এল করিবারে রণ ॥

পলাইয়া গেল তবে রাজ্য পরিহরি ।
অর্জ্জুন দেখেন তবে অরাজকপুরী ॥
পাণ্ডবের সৈন্য যত পশিলেক পুরে ।
তাহা দেখি প্রজাগণ কম্পিত অন্তরে ॥
অর্জ্জুন বলেন এই কাহার নগর ।
প্রজাগণ বলে শুন সে সব উত্তর ॥
জয়দ্রথ রাজা ছিল ইহা অধিকারী ।
কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে মরি গেল স্বর্গপুরী ॥
তাহার তনয় মণিভদ্র নরবর ।
শুনিয়া তোমার নাম পলায় সত্বর ॥
পরিবার সহ রাজা যায় পলাইয়া ।
কহিনু তোমার ঠাঁই বিনয় করিয়া ॥
হাসিলেন ধনঞ্জয় এ কথা শ্রবণে ।
সাত্যকিরে পাঠাইল আশ্বাস কারণে ॥
সাত্যকি সন্ধান করি করিল গমন ।
দুঃশলারে কহিলেন মধুর বচন ॥
প্রবোধ করিয়া তারে সাত্যকি আনিল ।
পুত্রসহ দুঃশলা অর্জ্জুন কাছে গেল ॥
অর্জ্জুন বলেন ভগ্নি কিসের কারণ ।
তুমি কেন ভয় পেয়ে করিলে গমন ॥
পূর্ব্ব বিবরণ তুমি মনেতে করিয়া ।
ভয়ে পলাইলে ধন রাজ্য তেয়াগিয়া ॥
সে ভয় নাহিক আর কহিলাম আমি ।
হস্তিনানগরে মম সঙ্গে চল তুমি ॥
তবে মণিভদ্র আসি বন্দিল চরণে ।
অনেক প্রণাম কৈল লোটাইয়া ভুমে ॥
আলিঙ্গনে তাহাকে তোষেণ ধনঞ্জয় ।
নির্ভয় হইল জয়দ্রথের তনয় ॥
আমার বচন শুন দুঃশলা ভগিনী ।
অশ্বমেধ যজ্ঞ করে ধর্ম্ম নৃপমণি ॥
তুরগ রাখিতে তাই আইলাম হেথা ।
শুন স্বসা পুত্র সঙ্গে তুমি চল তথা ॥
যজ্ঞেতে যাইতে তোমা হয় যে উচিত ।
আইস আমার সঙ্গে দূর কর ভীত ॥
পিতৃ মাতৃ দোঁহাকার বন্দিয়া চরণ ।
যজ্ঞ সাঙ্গ হৈলে তুমি আসিবে ভবন ॥

এত যদি পার্থ বীর আশ্বাস করিল ।
জননী সহিত মণিভদ্র যাত্রা কৈল ॥
পাত্র মিত্র সবাকারে নিয়োজিয়া পুরে ।
মণিভদ্র যাত্রা কৈল হস্তিনানগরে ॥
কত অনুচর সঙ্গে ল'য়ে অশ্ব হাতী ।
হস্তিনানগরে যান আনন্দিত মতি ॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান ।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান ॥

পাণ্ডবের হস্তিনায় পুনঃ প্রবেশ ও যজ্ঞ সাঙ্গ ।

বলেন বৈশম্পায়ন শুন জন্মেজয় ।
পৃথিবী ভ্রমণ কৈল পাণ্ডবের হয় ॥
পুনশ্চ আইল অশ্ব হস্তিনানগরে ।
এই বিবরণ রাজা কহিনু তোমারে ॥
শুন বলি যজ্ঞ সাঙ্গ হইল যেমনে ।
নিবৃত্ত হইল দোঁহে হরষিত মনে ॥
তুরগ ধরিয়া ভীম নিজ বাহুবলে ।
হস্তিনায় প্রবেশ করিল কুতূহলে ॥
দূত গিয়া সমাচার কহে যুধিষ্ঠিরে ।
অশ্ব ল'য়ে ধনঞ্জয় আইলেন পুরে ॥
তাহা শুনি যুধিষ্ঠির আনন্দিত অতি ।
বলিলেন অর্জ্জুনে আনহ শীঘ্রগতি ॥
নৃপাদেশে অর্জ্জুন সহিত নারায়ণ ।
যুধিষ্ঠির সম্মুখে করেন আগমন ॥
অসিপত্র ব্রত পালি পেয়ে বড় দুঃখ ।
কৌতুকে চাহেন রাজা অর্জ্জুনের মুখ ॥
প্রণাম করেন দোঁহে রাজার চরণে ।
আশীর্ব্বাদ দেন রাজা আনন্দিত মনে ॥
মুনিগণে প্রণাম করেন ধনঞ্জয় ।
বসিলেন ধর্ম্মপাশে হইয়া নির্ভয় ॥
ধর্ম্মরাজ জিজ্ঞাসেন অর্জ্জুনের স্থানে ।
আদ্যোপান্ত কথা ভাই কহ সাবধানে ॥
অর্জ্জুন কহেন কথা করিয়া বিনয় ।
যথা তথা ভ্রমণ করিল যজ্ঞ হয় ॥
যত রাজগণ সহ সংগ্রাম বাধিল ।
অর্জ্জুনের মুখে সব প্রকাশ হইল ॥

শুনিয়া পুলক হৈল রাজার শরীরে।
যুধিষ্ঠির বলেন আনহ সবাকারে ॥
তবে কৃষ্ণ ধনঞ্জয় করিয়া গমন।
যজ্ঞস্থানে আনিলেন যত রাজগণ ॥
নিজ পরিচয় দিল যতেক ভূপতি।
সমাজে বসিল ধর্ম্মে করিয়া প্রণতি ॥
হস্তিনানগরে বড় আনন্দ হইল।
নানামত আয়োজনে সবারে তুষিল ॥
রজনী বঞ্চিল সবে অতি কুতূহলে।
সমাজ করেন কৃষ্ণ অতি ঊষাকালে ॥
অর্জ্জুন বিদুর ধৃতরাষ্ট্র নরপতি।
যুধিষ্ঠির পাছে সব বসিলেন তথি ॥
হংসধ্বজ নীলধ্বজ শিখিধ্বজ রায়।
যুবনাশ্ব বীরব্রহ্ম বসিল সভায় ॥
অনুশাল্ব বভ্রুবাহ চন্দ্রহংস আদি।
আর কত নাম লব যতেক নৃপতি ॥
ত্রিকোটি পদ্মিনী সঙ্গে প্রমীলা সুন্দরী।
সভাতে বসিল সবে নানা বেশ ধরি ॥
গান্ধারী প্রভৃতি রাণী আর যে রমণী।
বসিল উত্তম স্থানে সঙ্গেতে রুক্মিণী ॥
হস্তিনানগর মধ্যে যত প্রজা ছিল।
যজ্ঞ দেখিবারে সবে সত্বরে চলিল ॥
পরিহাস অর্জ্জুনে করেন নারায়ণ।
প্রমীলা সহিত সখা ভাল হৈল রণ ॥
তিন কোটি পদ্মিনীর সঙ্গেতে বঞ্চিলা।
আমি মনে ভয় পাই কেমনে তুষিলা ॥
অর্জ্জুন বলেন দেব নাহি জান তুমি।
ষোড়শ সহস্র শত তোমার রমণী ॥
কৃষ্ণ অর্জ্জুনের কথা অনেক আছিল।
বাহুল্য কারণে তাহা লেখা নাহি গেল ॥
শেষেতে কহিব আমি এ সব কথন।
এবে যজ্ঞ সাঙ্গ কথা শুনহ রাজন ॥
ব্যাসে বলিলেন তবে ধর্ম্মের নন্দন।
কত যজ্ঞ অবশেষ কহ তপোধন ॥
ব্যাস বলিলেন শুন ধর্ম্মের তনয়।
কিছু যজ্ঞ অবশেষ পূর্ণ নাহি হয় ॥
আয়োজন যজ্ঞ শেষে করহ ভূপতি।
তুরগ আনহ শীঘ্র শুন মহামতি ॥
ব্যাসের বচনে সবে পাইয়া আনন্দ।
অষ্টবারী করিলেন মণ্ডপ স্বচ্ছন্দ ॥
অষ্টগোটা কুণ্ড স্থাপিলেন সেইখানে।
ধ্বজ দণ্ডে পতাকা শোভিত স্থানে স্থানে
যজ্ঞ উপহার যত জানিল সেখানে।
ধৌম্য পুরোহিত আসি বসিল আসনে ॥
ব্যাস বলিলেন শুন ধর্ম্ম নৃপমণি।
ভীমে স্নান করিবারে আজ্ঞা দেহ তুমি ॥
অশ্বহন্তা এক ভীম বিনা কেহ নয়।
শুন যুধিষ্ঠির আমি কহিনু তোমায় ॥
ব্যাসের বচনে রাজা কহেন ভীমেরে।
আজ্ঞা পেয়ে ভীমসেন শীঘ্র স্নান করে ॥
খড়্গ হস্তে করি ভীম রহিল সেখানে।
অশ্ব আনিলেন পার্থ পরম যতনে ॥
নানাতীর্থ জলে ঘোড়া স্নান করাইল।
মনোমত ক্রিয়া যত মুনিরা করিল ॥
চারিদিকে জয়ধ্বনি মঙ্গল ঘোষণা।
শঙ্খঘণ্টা ধ্বনি আর বিশেষ বাজনা ॥
মুনি সব ঢালে ঘৃত অগ্নির উপর।
অশ্ব গলে মালা দেন ধর্ম্ম নরবর ॥
ব্যাস বলে নিষ্পাপী হইল অশ্ববর।
অতঃপর খড়্গ লহ বীর বৃকোদর ॥
হাতে খড়্গ নিল ভীম মুনির বচনে।
কাটিল অশ্বের মুণ্ড সভা বিদ্যমানে ॥
অশ্বমুণ্ড মহাবেগে উঠিল আকাশে।
জয়ধ্বনি সভামধ্যে হইল হরিষে ॥
অশ্ববর স্কন্ধ হইতে দুগ্ধ নিঃসরিল।
রক্ত না পড়িল সবে নয়নে দেখিল ॥
সুবাসিত কর্পূর তাম্বুল পুষ্প নিয়া।
যজ্ঞ পূর্ণ ধৌম্য করে বেদ উচ্চারিয়া ॥
ইন্দ্র যম বরুণেরে দিলেন আহুতি।
নৈঋতে কুবের আদি যত দিক্‌পতি ॥
ত্রিভুবনে দেবাসুর যত চরাচর।
সবাকে আহুতি দেন ধর্ম্ম নরবর ॥

অগ্নি বিসর্জ্জিয়া ধৌম্য দক্ষিণা চাহিল ।
রজত কাঞ্চন ধন প্রচুর পাইল ॥
শিখিধ্বজ রাজা তবে নিজ অশ্ব ল'য়ে ।
যজ্ঞ করিলেন যুধিষ্ঠির আজ্ঞা পেয়ে ॥
যত আয়োজন ধর্ম্ম হইতে পাইল ।
তুষ্ট হৈয়া শিখিধ্বজ যজ্ঞ সমাপিল ॥
ঋষি মুনিগণ সব যজ্ঞ সমাপিয়া ।
যুধিষ্ঠিরে কহিল মনে প্রীতি পাইয়া ॥
হয়েছে হইবে নাহি সংসার ভিতর ।
কৃষ্ণসখা হেতু তব মহিমা বিস্তর ॥
যজ্ঞেতে কি কার্য্য তব শুন নৃপবর ।
শত শত যজ্ঞফল কৃষ্ণের গোচর ॥
নারায়ণ উদ্দেশেতে নানা যজ্ঞ করে ।
হেন কৃষ্ণ অবিরত তোমার গোচরে ॥
এত বলি মুনিগণ প্রশংসা করিয়া ।
সবে গেল তপোবনে বিদায় হইয়া ॥
নিজালয়ে নৃপগণ বিদায় হইল ।
তুরগ বারণ ধন সম্মান পাইল ॥
বিদায় দিলেন যুধিষ্ঠির সবাকারে ।
বভ্রুবাহ রাজা তবে গেল মণিপুরে ॥
যুবনাশ্ব নরপতি বিদায় হইয়া ।
নিজালয়ে গেল যে মনে প্রীতি পাইয়া ॥
নীলধ্বজ নিজ দেশে করিল গমন ।
চন্দ্রহংস রাজা গেল আপন ভবন ॥
শিখিধ্বজ বীরব্রহ্মা গেল নিজপুরে ।
মণিভদ্র চলিলেন আপন নগরে ॥
আপনার দেশে সবে করিল প্রয়াণ ।
যুধিষ্ঠিরে কহিলেন দেব ভগবান ॥
বহুদিন আছি আমি হস্তিনানগরে ।
অনুমতি দেহ আমি যাই দ্বারাপুরে ॥
যুধিষ্ঠির কন আমি কহিব কেমনে ।
দ্বারকায় যাহ বাক্য না আসে বদনে ॥
ভীম বলিলেন আজ্ঞা দেহ নরবর ।
সম্প্রতি যাউক কৃষ্ণ দ্বারকানগর ॥
অনুজ্ঞা দিলেন রাজা ভীমের বচনে ।
ত্বরান্বিত নারায়ণ দ্বারকা গমনে ॥
শ্রীকৃষ্ণ বিদায় হন সবাকার স্থানে ।
প্রণাম করেন কৃষ্ণ কুন্তীর চরণে ॥
যুধিষ্ঠিরে প্রণাম করেন মহামতি ।
আলিঙ্গন ভীমার্জ্জুন নকুল সংহতি ॥
সহদেবে আলিঙ্গন দিয়া অকপটে ।
বিদায় হইলা পরে দ্রৌপদী নিকটে ॥
দারুক আনিয়া রথ যোগায় সত্বরে ।
আরোহণ করিলেন হরি রথোপরে ॥
ভীষ্মক দুহিতা আদি কৃষ্ণের রমণী ।
দৈবকী প্রভৃতি করি কৃষ্ণের জননী ॥
সারথি সংযুক্ত রথে কৃষ্ণের সহিতে ।
বিদায় হইয়া গেল সবে দ্বারকাতে ॥
রহিলেন পঞ্চ ভাই হস্তিনানগর ।
রাজ্যসুখ ভোগ করি পঞ্চ সহোদর ॥
শুন জন্মেজয় রাজা কহিনু তোমারে ।
অশ্বমেধ যজ্ঞ সাঙ্গ হৈল এতদূরে ॥
অশ্বমেধ যজ্ঞকথা শুনে যেই জন ।
তাহারে করেন দয়া দেব নারায়ণ ॥
অচলা কমলা তার থাকয়ে ভবনে ।
আয়ুর্যশ বৃদ্ধি হয় এ কথা শ্রবণে ॥
কিছু যদি বিশ্বাস থাকয়ে নরপতি ।
অন্তকালে স্বর্গে যায় ব্যাসের ভারতী ॥
বিজয় পাণ্ডব কথা অমৃত লহরী ।
কাশীরাম দাস কহে তরি ভববারি ॥

অশ্বমেধপর্ব্ব সমাপ্ত ।